তাফসীর

হুকুম বি-গয়রি মা- আন্‌ঝালাল্লাহ

[ইসলাম বিরোধী আইনজারির বিধান]

ও

ফিত্‌নাতুত তাকফীর

মূল

শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ)
শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ)
শায়েখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ)
বিভিন্ন মুফাসসির ও মুহাদ্দিসদের উদ্ধৃতি

অনুবাদ ও সঙ্কলন
কামাল আহমাদ

তাফসীর

হুকুম বি-গয়রি মা-আন্‌ঝালাল্লাহ

[ইসলাম বিরোধী আইনজারির বিধান]

ও

ফিতনাতুত তাকফীর

মূল

শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله

শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায رحمه الله

শায়েখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله

বিভিন্ন মুফাসসির ও মুহাদ্দিসদের উদ্ধৃতি

অনুবাদ ও সঙ্কলন

কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়

সৃজনী পাবলিকেশন্স

Contents

সূচির পাতা

সূচির পাতা

অনুবাদক/সঙ্কলকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ ـــ

মহান রব্বুল 'আলামীনের দরবারে লাখো, কোটি শুকরিয়া যে, কুরআন, সহীহ হাদীস ও সালফে-সালেহীনদের বিশ্লেষণের আলোকে আমরা "তাফসীরঃ হুকুম বি-গয়রি মা-আনঝালাল্লাহ" বইটি প্রকাশ করতে পেরেছি। এ গ্রন্থটি মূলত অনুবাদ ও সঙ্কলন। গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, যেসব মুসলিম শাসক নিজ নিজ দেশে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করছে না, তারা কি কেবল এ কারণেই সুস্পষ্টভাবে মুরতাদ-কাফির? নাকি তাদের এই কার্যক্রমের কারণে পরিস্থিতি বিশেষে তারা কবীরা গোনাহে লিপ্ত পাপী মুসলিম (সালাত ক্বায়েমের শর্তে)? আবার পরিস্থিতি বিশেষে (দ্বীনের ছোট বা বড় বিষয়কে অবজ্ঞা, তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য কিংবা বিরোধিতার কারণে) সুস্পষ্ট মুরতাদ-কাফির? এ পর্যায়ে মুসলিম দেশগুলোর শাসকদের ব্যাপারে ঢালাওভাবে কোন কোন মহল সুস্পষ্ট কাফির ও তাদের রক্ত হালাল হওয়ার ফাতওয়া জারি করে ক্ষমতা দখল ও দেশবিরোধি নানাবিধ তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এ ফাতওয়া জারি হওয়ার মূলে রয়েছে, কুরআনের শাব্দিক অর্থকে ব্যবহার। পক্ষান্তরে এর প্রয়োগিক অর্থ সাহাবীগণ ﷺ এবং পরবর্তী ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ رحمهم الله (সালাফে-সালেহীন) কিভাবে নিয়েছিলেন তা থেকে দূরে থাকা। যারা কুরআন ও হাদীসের দাবি উপস্থাপনে এই পথ থেকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাদেরই এখানে খারেজী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله-কে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখি। আমরা তাঁর رحمه الله দু'টি গবেষণালব্ধ লেখনী এখানে সংযুক্ত করেছি। যা এই বইটির প্রধান আকর্ষণ। প্রথমটি হলো তাঁর তাহক্বীক্বকৃত "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ"-এর ষষ্ঠ খণ্ডের হাদীস নং ২৫৫২, ২৭০৪ এর উপস্থাপনা। দ্বিতীয়টি হলো, তাঁরই "ফিতনাতুত তাকফীর" (শায়েখ উসায়মীন رحمه الله-এর টীকাসহ) পুস্তিকাটি। এর ফলে তিনি ব্যাপক সমালোচনার শিকার হন। তাঁর সমালোচনাকারীদের অন্যতম যুক্তি হলো:

Contents

১. লেখকের স্বপক্ষের দলিলগুলো সমালোচনামুক্ত নয়।

২. কুরআনের সুস্পষ্ট দলিলের বিরোধি।

এ পর্যায়ে আমি লক্ষ করেছি– উভয় পক্ষই নিজ নিজ সমর্থনে কুরআনের আয়াত ও পছন্দমত সালাফদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এমনকি এ বিষয়ে উভয় পক্ষেরই পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যাপক পুস্তক/পুস্তিকাও রয়েছে। এই বিতর্কের প্রকৃত সমাধান রয়েছে নবী ﷺ ও সাহাবীগণ ﷽ তৎকালীন প্রেক্ষাপটে কুরআনের আয়াতগুলোর কি বাস্তব দাবি প্রয়োগ করেছিলেন তার উপর। যা আমি স্বতন্ত্রভাবে "আক্বীদাগত ও আমলগত কুফরের দৃষ্টান্ত"[১] ও "হাকিম ও হুকুম সম্পর্কীত আয়াতের বিশ্লেষণ"[২] অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এছাড়া সাক্ষ্যমূলক প্রমাণ হিসাবে "আয়াতে তাহকীম ও প্রসিদ্ধ তাফসীর"[৩], "আয়াতে তাহকীম ও সালাফে সালেহীন"[৪]

---

১. **'আক্বীদাগত ও আমলগত কুফরের দৃষ্টান্ত'**: এই অংশে (১) মুনাফিক্ব, (২) খারেজী, ও (৩) গোমরাহ শাসকদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ, দায়িত্ব-কর্তব্য ও তার সীমারেখা কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিতর্কমুক্ত সূত্রের আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রমাণ করা হয়েছে, তাদের ঈমান ও আমল আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের ﷺ কাছে অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যা মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله'র উপস্থাপিত দলিলগুলোর দাবিকেই প্রতিষ্ঠিত করে (যদিও তিনি رحمه الله নিজ প্রমাণের স্বপক্ষে সাহাবী ইবনে আব্বাস ﷽ এর তাফসীরটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যা তাঁর প্রতিপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় নি)। পক্ষান্তরে যারা তাঁর বিরোধিতা করেছেন, তারা যে নবী ﷺ ও সাহাবাদের ﷽ তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ না করে কেবল শাব্দিক তরজমা দ্বারা দলিল উপস্থাপন করেছেন তা সুস্পষ্ট।

২. **'হাকিম ও হুকুম সম্পর্কীত আয়াতের বিশ্লেষণ'**: এই অংশে কুরআনে উল্লিখিত হাকিম ও হুকুম সংক্রান্ত আয়াতগুলো দ্বারা যে তাকফীরের ফিতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, ঐ আয়াতগুলো নবী ﷺ'র ওপর নাযিল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এ ধরণের কোন তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আক্বীদাগত ভাবে তাদের ঈমানহানির কথা কুরআন ঘোষণা করা সত্ত্বেও নবী ﷺ কর্তৃক ঐ সব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে কোন কঠিন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় নি। যার উদাহরণ পূর্বোক্ত টীকারই অনুরূপ।

৩. **'আয়াতে তাহকীম ও প্রসিদ্ধ তাফসীর'**: এই অংশে পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ ও উপমহাদেশের সর্বমোট দশজন মুফাসসির থেকে আয়াতটির প্রকৃত তাফসীর উল্লেখ করা হয়েছে। যার ফলে সুস্পষ্ট হয়েছে, মুফাসসিরগণ উক্ত তাফসীরের ব্যাপারে একই পথের অনুসরণ করেছেন।

প্রভৃতি শিরোনাম উল্লেখ করে এই বইয়ে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছি। তাছাড়া শায়েখ ইবনে বায رحمه الله-এর "ঈমান, কুফর, ইরজা' ও মুরজিয়া"[৫], সফিউর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله লিখিত 'ইবাদত ও ইতা'আত'[৬] প্রবন্ধটি অনুবাদ করে স্বতন্ত্র শিরোনামসহ এই পুস্তকে সংযোজন করেছি। সবশেষে সংযোজন করেছি "তাহক্বীক্বকৃত আমাদের হাকিম কেবলই একজন"[৭] –যা পাঠকদের এই বিতর্ক সমাধানে সহযোগিতা করবে, ইনশাআল্লাহ।

কেবল অনুবাদ নয়, যেন সাধারণ মানুষ সেগুলো বাংলায় অনূদিত হাদীস ও অন্যান্য গ্রন্থে সহজেই খুঁজে পান সেজন্য প্রয়োজনীয় সূত্রও উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। তবে সংগত কারণেই হাদীসের তাহক্বীক্বগুলো মূল আরবি গ্রন্থ থেকেই নিতে হয়েছে। আলোচনার স্বপক্ষে অন্যান্য দলিল থাকলে তা-ও আমার পক্ষ থেকে টীকাতে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। এ পর্যায়ে মানুষ হিসেবে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়াটা অকপটে স্বীকার করছি।

---

৪ **'আয়াতে তাহকীম ও সালাফে সালেহীন'** ঃ এই অংশে সর্বজনস্বীকৃত ইমাম ও মুহাদ্দিসদের 'আয়াতে তাহক্বীম' সম্পর্কে মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য অনেক আধুনিক ও পূর্ববর্তী শায়েখ এবং ইমামদের অনেক স্ব-বিরোধি বক্তব্য থাকায়– বিরোধি পক্ষ বিতর্কটি দীর্ঘস্থায়ী রাখার সুযোগ পেয়েছে। এর সমাধান হলো, বিতর্ক দেখা দিলে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাব (সূরা নিসা– ৫৯ আয়াত)। তবে বিরোধিপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালাফদের বক্তব্যের প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় আনে নি।

৫ এ প্রবন্ধটির মাধ্যমে 'ঈমান, কুফর, ইরজা' ও মুরজিয়া' সম্পর্কে দ্বিধা–দ্বন্দ দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

৬ এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে শায়েখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله 'ইবাদত ও ইতাআত'-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। যারা মনে করেন রাষ্ট্রের ইতা'আত প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের 'ইবাদত করা তথা শিরক– তাদের ভুলগুলো তিনি শুধরিয়ে দিয়েছেন।

৭ **"তাহক্বীক্বকৃত আমাদের হাকিম কেবলই একজন"**: এটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা। যা "জাম'আতুল মুসলিমীন" (পাকিস্তান)-এর "আমাদের হাকিম কেবলই একজন– আল্লাহ"-এর তাহক্বীক্ব। এই বইটির উপস্থাপনাও কুরআনের শাব্দিক আয়াতের আলোকে করা হয়েছে। এই তাহক্বীক্বের মাধ্যমে সেগুলোর সংশোধন করা হয়েছে। যা পাঠ করলে সম্মানিত পাঠক 'হাকিম ও হুকুম' সংক্রান্ত প্রায় সবগুলো আয়াতের প্রকৃত দাবি বুঝতে পারবেন। তাছাড়া এর ভূমিকাতে সংযুক্ত হয়েছে খারেজীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সম্মানিত পাঠক ও গবেষকদের সুচিন্তিত পরামর্শে পরবর্তীতে সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজন করব, ইনঁশাআল্লাহ।

আল্লাহর কাছে এই দু'আই করছি, তিনি যেন কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত ইলম অর্জন ও তার প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে উন্মুক্ত চিন্তা দান করেন, সাথে সাথে সত্য গ্রহণ সব ধরনের মানসিক সংকীর্ণতা দূর করে দেন। আমিন!!

নিবেদক

কামাল আহমাদ
পুরাতন কসবা, কাজীপাড়া, যশোর–৭৪০০।
ই-মেইলঃ kahmed_islam05@yahoo.com

আয়াতে তাহক্বীম বি-গয়রি মা-আনঝালাল্লাহ (সূরা মা'য়িদা– ৪৪-৪৭ আয়াত) এর পর্যালোচনা

–মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

আল্লাহ ﷻ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِينَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ .... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ..... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

"আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, তাতে হিদায়াত ও নূর ছিল। নবীগণ– যারা ছিলেন অনুগত (মুসলিম) তদ্‌নুযায়ী এই ইয়াহুদীদের বিধান দিত, আর রব্বানী (সূফী/দরবেশ) ও আহবার (পণ্ডিত/আলেম/চিন্তাবিদ)-রাও। কেননা তাদের আল্লাহর কিতাবের হেফযাতকারী করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব, তোমরা লোকদের ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতকে সামান্য ও নগণ্য বিনিময়ে বিক্রি করো না। যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।.... তারাই যালিম।..... তারাই ফাসিক্ব।"

(সূরা মায়িদা– ৪৪-৪৭ আয়াত)

আয়াতের শানে নুযূল

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন: এই (সূরা মায়িদা, ৪৪-৪৭ নং) আয়াতগুলো ইয়াহুদীদের দু'টি গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়। একটি গোত্র ছিল বিজয়ী এবং অপরটি ছিল পরাজিত। তারা পরস্পর এ ব্যাপারে সন্ধি করে যে, বিজয়ী সম্মানিত গোত্রের কোন ব্যক্তি যদি পরাজিত অপমানিত গোত্রের কাউকে হত্যা করে, সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াসাক দিয়াত (রক্তমূল্য)

দেবে। আর পরাজিত অপমানিত গোত্রের কেউ বিজয়ী গোত্রের কাউকে হত্যা করলে একশ' ওয়াসাক দিয়াত দেবে। এই প্রথাই চলে আসছিল। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আসলেন, তখন গোত্র দু'টি রসূলুল্লাহ ﷺ'র সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেটা প্রকাশ করে নি, এমনকি সমাধানেরও চেষ্টা করে নি। এরপর এমন একটি ঘটনা ঘটে, যেখানে পরাজিত ইয়াহুদীদের একজন বিজয়ী ইয়াহুদীদের কাউকে হত্যা করে। তখন এদের (বিজয়ীদের) পক্ষ থেকে একশ' ওয়াসাক আদায়ের জন্য (পরাজিতদের কাছে) একজনকে পাঠান হলো। পরাজিতপক্ষ তখন বলল, এটা সুস্পষ্ট বেইনসাফী। কেননা আমরা উভয়েই একই জাতি, একই দ্বীন, একই বংশ, একই শহরের অধিবাসী। তাহলে একপক্ষের দিয়াত কিভাবে অপরপক্ষের অর্ধেক হয়? আমরা যদিও এতকাল তোমাদের চাপের মুখে ছিলাম, এই বেইনসাফী আইন পরিবর্তন না করে তা লাঞ্ছিত অবস্থায় মেনে এসেছি। কিন্তু এখন মুহাম্মাদ ﷺ এখানে এসেছেন (যিনি ন্যায়বিচারক)। সুতরাং আমরা তোমাদের তা দিব না।

তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হলো। শেষাবধি তারা বলল, চল এই দ্বন্দের ফায়সালা মুহাম্মাদ ﷺ-ই করবেন। কিন্তু বিজয়ী গোত্রের লোকেরা যখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল তখন তারা বলল, দেখ আল্লাহ'র ক্বসম! মুহাম্মাদ ﷺ কখনই তোমরা যা (পরাজিতদের কাছ থেকে) পেতে, তাতে তোমাদের দ্বিগুণ দিবেন না। আর তিনি সত্য কথা বলেন। তারা কখনই আমাদের এটা দেবে, যতক্ষণ না এই বিচারের রায় আমাদের পক্ষে হয়– এই জন্যে যে আমরা তাদের উপর বিজয়ী। সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গোপনে লোক পাঠাও। সে এটা বুঝে আসুক তিনি ﷺ কি ফায়সালা করবেন। যদি তা আমাদের পক্ষে হয় তবে তো খুব ভাল– তখন আমরা তাঁর ফায়সালা মেনে নেব। আর যদি আমাদের বিপক্ষে যায় সেক্ষেত্রে দূরে থাকাই ভাল এবং তার ফায়সালা মানব না। তখন মুনাফিক্বদের মধ্যে থেকে কাউকে গোয়েন্দা বানিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে পাঠালো। সে যখন প্রথমে গেল তখন আল্লাহ ﷻ নিচের আয়াত নাযিল করে তাদের ষড়যন্ত্র নবী ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন।

আয়াতগুলো হলো:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ –

"হে রসূল! সেই সব লোক যেন আপনার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ না হয় যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে অগ্রসর হচ্ছে। তারা সেই লোক, যারা মুখে বলে– আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান গ্রহণ করে নি। এবং তারা সেই লোক যারা ইয়াহুদী হয়েছে, তাদের অবস্থা এই যে, মিথ্যা শোনার জন্য তারা কান পেতে থাকে এবং এমন এক শ্রেণীর লোকের থেকে তারা কথা টুকিয়ে (কুড়িয়ে) বেড়ায় যারা কখনো তোমার নিকট আসে নি। তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দগুলোকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে এবং বলে যে, তোমাদের এ আদেশ দেয়া হলে মানবে অন্যথায় মানবে না। বস্তুত আল্লাহই যাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করেছেন, তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে উদ্ধার করার জন্য তুমি কিছু করতে পার না। এরা সেই লোক যাদের মন-হৃদয়কে আল্লাহ পবিত্র করতে চান নি। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি।"

[সূরা মায়িদা– ৪১ আয়াত]

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

"এরা মিথ্যা শ্রবণে ও হারাম মাল ভক্ষণে অভ্যস্ত। কাজেই এরা যদি তোমার নিকট (নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে) আসে তবে তোমার ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তাদের বিচার কর, অন্যথায় অস্বীকার কর। অস্বীকার করলে এরা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিচার ফায়সালা করলে ঠিক ইনসাফ মুতাবিকই করবে, কেননা আল্লাহ ইনসাফকারী লোকদের পছন্দ করেন।" [সূরা মায়িদা– ৪২ আয়াত]

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٣) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)

"এরা তোমাকে কিরূপে বিচারক মানে, যখন তাদের নিকট তাওরাত বর্তমান রয়েছে, তাতেই আল্লাহর আইন ও বিধান লিখিত আছে। কিন্তু এরা তা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। আসল কথা এই যে, এরা ঈমানদার লোকই নয়। আমরা তাওরাত নাযিল করেছিলাম, তাতে হিদায়াত ও নূর ছিল। নবীগণ– যারা ছিলেন অনুগত (মুসলিম) তদনুযায়ী এই ইয়াহুদীদের বিধান দিত, আর রব্বানী (সূফী/দরবেশ) ও আহবার (পণ্ডিত/আলেম/চিন্তাবিদগণও)। কেননা তাদের আল্লাহর কিতাবের হিফযাতকারী করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী।

অতএব, তোমরা লোকদের ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতকে সামান্য ও নগণ্য বিনিময়ে বিক্রি করো না। যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।

তাওরাতে আমরা ইয়াহুদীদের প্রতি এ হুকুমই লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকমের যখমের বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্য কেউ ক্বিসাস সাদাক্বা করে দিলে তা তার জন্যে কাফফারা হয়ে

যাবে। আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই যালিম। তাদের পরে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করেছি। তাওরাতের যা-কিছু তার সম্মুখে ছিল, সে ছিল তারই সত্যতা প্রমাণকারী। আমরা তাঁকে ইঞ্জিল দান করেছি, যার মধ্যে ছিল হিদায়াত ও আলো এবং তা-ও তাওরাতের যা কিছু তার সম্মুখে ছিল তারই সত্যতা প্রমাণকারী এবং মুত্তাক্বীদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত ও নসীহত ছিল। আমাদের নির্দেশ ছিল যে, ইঞ্জিল বিশ্বাসীগণ তাতে আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে। আর যারাই আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে না তারাই ফাসিক্ব।" (সূরা মায়িদা– ৪১-৪৭ আয়াত)

আলবানী رحمه الله বলেন: হাদীসটি আহমাদ ১/২৪৬, তাবারানী-মু'জামুল কাবীর ৩/৯৫/১-এ আব্দুর রহমান বিন আবূ যিনাদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ বিন মাসউদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম সুয়ূতী رحمه الله এটাকে সমর্থন করেছেন (আদ-দুররুল মানসুর ২/২৮১)। আবূ দাউদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির, আবূ শায়খ, ইবনে মারদুবিয়াহ-ও ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর رحمه الله নিজের তাফসীরে (১০/৩২৫/১২০৩৭) এভাবেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه নাম উল্লেখ করেন নি। আবূ দাউদের বর্ণনাতে উক্ত ঘটনাটি **সুনির্দিষ্টভাবে ইয়াহুদী** গোত্র বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযির গোত্র সম্পর্কে **উল্লিখিত হয়েছে। অথচ** ইবনে কাসির رحمه الله আহমাদ থেকে (পূর্বোক্ত) দীর্ঘ রেওয়ায়াতটি বর্ণনার পর লিখেছেন: "আবূ দাউদ আবূ যিনাদ তাঁর পিতা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন" অথচ এখানে একটি সন্দেহের সৃষ্টি হয় (৬/১৬০)।

"আর-রাওদুল বাসিম ফি আযযাহবিস সুন্নাহ আবীল ক্বাসিম" গ্রন্থের সম্মানিত লেখক ইমাম ইবনে কাসির رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছেন– তিনি এর সনদকে হাসান বলেছেন। আমি (নাসিরুদ্দীন আলবানী) ইমাম ইবনে কাসিরের 'তাফসীরে' এটা পাই নি। সম্ভবত তিনি তাঁর অন্য কোন কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন।

উলূমুল হাদীসের আলোকে হাদীসটি অতি উত্তম। কেননা হাদীসটির ভিত্তি হল আবূ যিনাদ। তাঁর সম্পর্কে হাফিয رحمه الله বলেছেন:

صَدُوقٌ ، تَغَيَّرَ حِفْظُهُ لَمَّا قَدِمَ بَغْدَادَ ، وَكَانَ فَقِيهُ

"সত্যবাদী, কিন্তু বাগদাদে যাওয়ার পর তার স্মৃতিশক্তিতে বিভ্রম হয়। তিনি একজন ফক্বীহ ছিলেন।"

হায়সামী رحمه الله বলেছেন:

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِي بِنَحْوِهِ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَثِقَ وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدُ ثِقَاتٌ

"আহমাদ, তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এতে আব্দুর রহমান বিন আবী যিনাদ যয়ীফ বর্ণনাকারী আছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে তাকে সিক্বাহ গণ্য করা হয়। অন্যান্যরা আহমাদের সিক্বাহ বর্ণনাকারী। (৭/১৬)

আমি (আলবানী) বলছি: হায়সামী'র উক্তি: ضَعِيفٌ وَقَدْ وَثِقَ "যয়ীফ, তবে তাকে সিক্বাহও গণ্য করা হয়" –সংগত নয়। কেননা তিনি তাঁকে যয়ীফ গণ্যকারীদের সিক্বাহ গণ্যকারীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ প্রকৃত সত্য হলো, তিনি মাঝামাঝি। অর্থাৎ তিনি 'হাসান' স্তরের, যদি না তাঁর থেকে অন্যদের (সিক্বাহ বর্ণনাকারীদের) বিপরীত কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত (হায়সামীর) উক্তিটি এই মর্যাদা দেয় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। [মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল–বানী, সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ ৬/২৫৫২ নং হাদীস]

বিশেষ জ্ঞাতব্য: (অতঃপর ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله বলেন) যখন আপনি এটা বুঝতে পারলেন ["যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।.... তারাই যালিম। ...... তারাই ফাসিক্ব।" (সূরা মায়িদার– ৪৪, ৪৫ ও ৪৭)] আয়াত তিনটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, আর তারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর হুকুম সম্পর্কে বলেছিল:

إِنَّ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيْدُوْنَ حَكَمْتُمُوْهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْطِكُمْ حَذَرْتُمْ فَلَمْ تُحْكِمُوْهُ

"যা তোমরা চাও যদি সে তা দেয় তবে তাঁকে হাকিম বানাও, আর যদি তোমাদের চাহিদা সে পূরণ না করে তবে তাঁকে হাকিম বানিয়ো না।" কুরআনুল কারীম তাদের এই বক্তব্যের দিকে লক্ষ করে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উপস্থাপন করে:

إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوْهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا يَقُوْلُوْنَ

"তারা বলে: যদি তোমাদের এটা দেয়া হয় তাহলে মানবে, অন্যথায় মানবে না।" [সূরা মায়িদা– ৪১]

আপনি যখন এটা জানেনই যে, এই আয়াতগুলোর আলোকে ঐসব মুসলিম শাসককে কাফির বলা জায়েয নয়– যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইনের পরিবর্তে দুনিয়াবী (মতবাদযুক্ত) আইন মোতাবেক বিচার ফায়সালা করে। কেননা সে এক দৃষ্টিতে ইয়াহুদীদের মতই অর্থাৎ (আল্লাহ'র নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত) বিচারকার্যের ক্ষেত্রে। অন্য দৃষ্টিতে তাদের বিপরীত অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর সত্যতাকে মানা কাফির ইয়াহুদীদের বিপরীত। কেননা ইয়াহুদীরা নবী ﷺ-কে অস্বীকার করেছিল, যার স্বপক্ষে প্রথম (সূরা মায়িদা– ৪১ নং) আয়াতটি প্রমাণ বহন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিমই ছিল না।

এর আলোকে যে বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট হয় তা হলো কুফর দুই প্রকার। যথা:

১. ই'তিক্বাদী বা আক্বীদাভিত্তিক,
২. 'আমালী বা 'আমলভিত্তিক।

ই'তিক্বাদী হলো, আন্তরিক স্বীকৃতি। পক্ষান্তরে 'আমালী হলো, যা বাহ্যভাবে প্রকাশিত। যার কোন আমল শরী'আতের বিরোধি হওয়ার কারণে কুফর হয় এবং যা তার অন্তরে আছে তাও প্রকাশ্য কুফর মোতাবেক হয়– সেক্ষেত্রে এই কুফরকে ই'তিক্বাদী কুফর বলা হবে। এটা ঐ কুফর যা আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না। আর এর পরিণাম হল, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। আর যদি তার অন্তরে যা আছে তা তার আমলের বিপরীত, অর্থাৎ সে নিজের রবের হুকুমের প্রতি ঈমান আনে, কিন্তু 'আমলের দিক থেকে তার বিপরীত করে– তবে তার কুফর কেবলই 'আমলী কুফর হবে, ই'তিক্বাদী কুফর হবে না। আর সে আল্লাহ'র ইচ্ছার অধীন হবে– তিনি ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দেবেন, কিংবা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন। আর ঐ সমস্ত হাদীস যেখানে অপরাধ বা গোনাহের কারণে মুসলিমের ব্যাপারে কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সন্দেহযুক্ত কুফর হিসাবে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে কয়েকটি উদাহরণ নিচে প্রণিধানযোগ্য:

১. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ "দু'টি বিষয় মানুষের মধ্যে রয়েছে, যা তাদের জন্য কুফর: ক. বংশ নিয়ে খোঁটা দেয়া, খ. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।"
[সহীহ মুসলিম, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (ইফা) ৪/৩৫৬ পৃ:]

২. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: اَلْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ "কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা কুফর।" [মুস্তাদরাকে হাকিম; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহুল জামে'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহু ১/৩১০৬ নং)]

৩. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُه' كُفْرٌ "মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী, আর তাকে হত্যা করা কুফরী।" [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৯/৪৬০৩ নং]

৪. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ "(সত্যিকারের) বংশকে অস্বীকার করাতে আল্লাহ'র সাথে কুফর করা হয়, যদিও বংশ খুবই নিচু হয়।" [বাযযার, দারেমী, তাবারানীর আওসাত; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (সহীহুল জামে' ২/৪৪৮৫ নং)]

৫. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: اَلتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ وَ تَرْكُهَا كُفْرٌ "আল্লাহ ﷻ'র নিয়ামত বর্ণনা করা শোকর এবং তা তরক করা কুফর।" [বায়হাক্বী– শু'আবুল ঈমান; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (সহীহুল জামে' ১/৩০১৪ নং)]

৬. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "তোমরা আমার পরে পরস্পরের গর্দান উড়িয়ে কাফিরে পরিণত হয়ো না।"
[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৭/৩৩৮২ নং]

এ ধরনের আরো অনেক হাদীস আছে, যার সবগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা এখানে নিস্প্রয়োজন। সুতরাং মুসলিমদের মধ্যে কেউ এই জাতীয় অপরাধ করলে এই কুফর 'আমলী কুফর' হিসাবে গণ্য হবে– অর্থাৎ সে কাফিরদের ন্যায় আমল করল। তবে সে যদি এ অপরাধ করাকে হালাল মনে করে এবং গোনাহ হিসাবে গণ্য না করে, তবে সেক্ষেত্রে সে (এমন)

কাফির বলে গণ্য হবে, যার রক্ত (হত্যা করা) হালাল। কেননা তার কুফরী আক্বীদার ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে। আর حُكْم بِغَيْرِ مَاأَنْزَلَ اللهُ "আল্লাহ'র নাযিলকৃত হুকুম ছাড়া অন্য কোন হুকুম"–এই নীতি থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সালাফদের থেকে এ ধরনের বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, যা একে শক্তিশালী করে। এই আয়াতের তাফসীরে তাদের বক্তব্য হল, كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ "(মুরতাদ হওয়ার) কুফর থেকে কম কুফর"। এই তাফসীর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তাঁর থেকে অনেক তাবেয়ী رحمه الله বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে থেকে আমার সাধ্যমত কয়েকটি বর্ণনা জরুরী মনে করছি। আশাকরি, এর ফলে ইদানিং যারা এই মাসয়ালার ব্যাপারে চরমপন্থা গ্রহণে গোমরাহ হয়েছে তাদের সহীহ পথ দেখাবে এবং খারেজীদের পথ ছেড়ে দেবে, তারা মুসলিমদের গোনাহর কারণে তাকফির (সুস্পষ্ট কাফির সম্বোধন) করে– যদিও তারা সালাত আদায় করছে ও সিয়াম পালন করে।

১. ইবনে জারীর তাবারী رحمه الله (১০/৩৫৫/১২০৫৩) ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন–

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ قَالَ : هِيَ بِهِ كُفْرٌ ، وَ لَيْسَ كُفْراً بِاللهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ

"(যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম শাসন করে না– তারাই কাফির) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন: এটা কুফর, কিন্তু এই ব্যক্তির কুফর এমন নয় যেভাবে কেউ আল্লাহ ﷻ, মালাইকা, কিতাবসমূহ ও রসূলগণের প্রতি কুফর করে।"

২. তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে অপর একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন:

إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ اَلَّذِيْ يَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ كُفْراً يَنقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ

"এটা ঐ কুফর নয়, যার দিকে এরা (খারেজীরা) গিয়েছে। এটা ঐ কুফর নয়, যা মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে খারিজ করে দেয়। বরং كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ "(চূড়ান্ত) কুফরের থেকে কম কুফর"।

এটা ইমাম হাকিম رحمه الله বর্ণনা করেছেন (২/৩১৩) এবং বলেছেন: 'সহীহুল ইসনাদ'। আর ইমাম যাহাবী رحمه الله চুপ থেকেছেন। আর তাদের দু'জনের সমন্বয়ে হক্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ তাদের উক্তি: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ "সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী" দ্বারা হাদীসটি উক্ত মর্যাদাই উন্নীত হয়। অতঃপর আমি এটাও দেখলাম যে, হাফিয ইবনে কাসির رحمه الله তাঁর তাফসিরে (৬/১৬৩) হাকিম থেকে বর্ণনা করার পর বলেছেন: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ "সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী"। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুস্তাদরাকে হাকিমের কোন কোন সংস্করণে বাক্যটি বাদ পড়েছে।

৩. ইবনে জারীর তাবারী رحمه الله অপর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যা আলী ইবনে আবী তালহা, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি رضي الله عنه বলেন:

مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ ، وَ مَنْ أَقَرَّ بِهِ وَ لَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ

"যে আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিষয়াদি অস্বীকার করে সে কাফির, কিন্তু যে স্বীকার করে অথচ সে মোতাবেক ফায়সালা না করে তবে সে যালিম ও ফাসিক্ব।"

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনে আবী তালহা কর্তৃক ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে শোনার কথা প্রমাণিত নয়। এরপরও সাক্ষ্যমূলক হাদীস হিসেবে এটি খুবই উত্তম।

৪. অতঃপর ইবনে জারীর رحمه الله (১২০৪৭-১২০৫১) আতা বিন আবী রিবাহ'র উক্তি উল্লেখ করেছেন: "যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।.... তারাই যালিম।.... তারাই ফাসিক্ব" (সূরা মায়িদা– ৪৪, ৪৫ ও ৪৭) "তিনটি আয়াত উল্লেখ করে বলেছেন: كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ ، وَ فِسْقٌ دُوْنَ فِسْقٍ ، وَ ظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ (চূড়ান্ত) কুফর থেকে (কম) কুফর, (চূড়ান্ত) ফিস্‌ক্ব থেকে (কম) ফিস্‌ক্ব এবং (চূড়ান্ত) যুলুম থেকে (কম) যুলুম।" এর সনদ সহীহ।

৫. অতঃপর (১২০৫২) ইবনে জারীর رحمه الله সাঈদ আলমাক্কী থেকে বর্ণনা করেছেন: "আয়াতটি উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন, لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ এটা ঐ কুফর নয় যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।"

এর সনদ সহীহ। এই সাঈদ হলেন, ইবনে যিয়াদ আশ-শায়বানী আলমাক্কী। যাঁকে ইবনে মুঈন, আল'ইজলী, ইবনে হিব্বান প্রমুখ সিক্বাহ বলেছেন এবং তার থেকে একটি জামা'আত বর্ণনা করেছেন।

৬. অতঃপর ইবনে জারীর তাবারী رحمه الله (১২০২৫-১২০২৬) দু'টি ভিন্নভাবে ইমরান বিন হাদীর থেকে বর্ণনা করেছেন: "আবূ মিজলাযের কাছে বনী আমর বিন সাদুসের কিছু লোক এসে (অন্য বর্ণনায়, ইবাযিয়াহ'র একটি গোত্র) বলল:

أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ) أَحَقٌّ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالُوْا: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ) أَحَقٌّ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالُوْا: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ) أَحَقٌّ هُوَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَقَالُوْا : يَا أَبَا مُجْلِزٍ فَيَحْكُمُ هٰؤُلَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ؟ قَالَ: هُوَ دِيْنُهُمُ الَّذِيْ يَدِيْنُوْنَ بِهِ ، وَ بِهِ يَقُوْلُوْنَ وَ إِلَيْهِ يَدْعُوْنَ – [يَعْنِيْ الْأُمَرَاءُ] – فَإِنْ هُمْ تَرَكُوْا شَيْئاً مِنْهُ عَرَفُوْا أَنَّهُمْ أَصَابُوْا ذَنْباً . فَقَالُوْا: لَا وَاللهِ ، وَ لٰكِنَّكَ تَفَرَّقَ. قَالَ: أَنْتُمْ أَوْلٰى بِهٰذَا مِنِّيْ! لَا أَرٰى ، وَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ تَرَوْنَ هٰذَا وَ لَا تَحْرَجُوْنَ ، وَ لٰكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الْيَهُوْدِ وَ النَّصَارٰى وَ أَهْلِ الشِّرْكِ . أَوْ نَحْوًا مِنْ هٰذَا

"আল্লাহ ﷻ'র এই নির্দেশের ব্যাপারে আপনি কি বলেন ("যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।") এটা কি হক্ব (সঠিক)? তিনি জবাব দিলেন: হ্যাঁ, অবশ্যই। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করল, ("যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই যালিম।") এটা কি হক্ব (সঠিক)? তিনি জবাব দিলেন: হ্যাঁ। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করল, (যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা

বিচার করে না, তারাই ফাসিক।”) এটা কি হক্ব (সঠিক)? তিনি জবাব দিলেন: হাঁ। তারা জিজ্ঞাসা করল, এই লোকেরা (হাকিম/বিচারক) কি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফায়সালা করে? তিনি বললেন: এটা তাদের দ্বীন, যার উপর তারা চলছে। সে মোতাবেকই করে এবং সে দিকেই ডাকে। তারা এটা জানে যে, এর মধ্যে কোন কিছু থেকে বিচ্যুতি হলে সে গোনাহগার হবে। তারা বলল: এমনটা না, বরং আল্লাহর ক্বসম! আপনি তো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি বললেন: “(উম্মাতের মধ্যে পৃথকীকরণের ব্যাপারে) তোমরাই আমার থেকে অগ্রগামী এবং এই অপবাদের অধিকারী। আমি তো এই রায় দিই না, অথচ তোমরা এমন দৃষ্টিভঙ্গিই রাখ এবং এ ব্যাপারে কোন ক্ষতির ভয় রাখ না। অথচ প্রকৃতপক্ষে আয়াতটি ইয়াহুদী, নাসারা, মুশরিকীন ও তাদের গোত্রগুলো সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।” –এর সনদ সহীহ।

আলেমদের ইখতিলাফ রয়েছে, প্রথম আয়াতটির ‘কাফির’ শব্দটির তাফসীর নিয়ে। এখানে পূর্বোক্ত পাঁচটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। যা ইবনে জারীর رحمه الله তাঁর তাফসীরে নিজের সনদসহ উল্লেখ করেছেন (১০/৩৪৬-৩৫৭)। অতঃপর উপসংহারে (১০/৩৫৮) লিখেছেন:

وَ أَوْلَى هٰذِهِ الْأَقْوَالِ عِنْدِيْ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَاتُ فِيْ كُفَّارِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، لِأَنَّ مَا قَبْلَهَا وَ مَا بَعْدَهَا مِنَ الآيَاتِ فَفِيْهِمْ نَزَلَتْ ، وَ هُمْ الْمَعْنِيُّوْنَ بِهَا ، وَ هٰذِهِ الآيَاتُ سِيَاقُ الْخَبَرِ عَنْهُمْ ، فَكَوْنُهَا خَبَرًا عَنْهُمْ أَوْلَى . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى ذِكْرُهُ قَدْ عَمَّ بِالْخَبَرِ بِذٰلِكَ عَنْ جَمِيْعِ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ، فَكَيْفَ جَعَلْتَهُ خَاصًّا ؟ قِيْلَ : إِنَّ اللهَ تَعَالٰى عَمَّ بِالْخَبَرِ بِذٰلِكَ عَنْ قَوْمٍ كَانُوْا بِحُكْمِ اللهِ الَّذِيْ حَكَمَ بِهِ فِيْ كِتَابِهِ جَاحِدِيْنَ ، فَأَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ بِتَرْكِهِمْ الْحُكْمَ – عَلٰى سَبِيْلِ مَا تَرَكُوْهُ – كَافِرُوْنَ . وَ كَذٰلِكَ الْقَوْلُ فِيْ كُلِّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ جَاحِدًا بِهِ هُوَ بِاللهِ كَافِرٌ ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، لِأَنَّهُ بِجُحُوْدِهِ حُكْمَ اللهُ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ أَنْزَلَهُ فِيْ كِتَابِهِ ، نَظِيْرُ جُحُوْدِهِ نُبُوَّةَ نَبِيِّهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ نَبِيٌّ "

“আয়াতে তাহকীমে’র তাফসীরে বর্ণিত উক্তিগুলোর মধ্যে আমার কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি হলো, যিনি বলেছেন: এই আয়াত আহলে

কিতাবের কাফিরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, আয়াতটির পূর্বাপর সম্পর্ক আহলে কিতাবদের সাথে। এই কারণে তারাই এখানে উদ্দেশ্য। কেননা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই খবর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাদের সম্পর্কে পূর্বের বর্ণনাই এ সম্পর্কীত দলিল। যদি কেউ এটা বলে যে, আল্লাহ ﷻ এই খবরকে 'আম রেখেছেন, যা সবার জন্যই প্রযোজ্য– যারা আল্লাহ ﷻ'র নাযিল করা শরী'আত মোতাবেক ফায়সালা করে না। সুতরাং আপনি কিভাবে এগুলো খাস করছেন? তখন তাদের জবাব দেয়া হবে: নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ এ খবরকে 'আম রেখেছেন। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে যারা কিতাবুল্লাহ'র নাযিলকৃত আহকামকে **অস্বীকার** করে। সুতরাং আল্লাহ ﷻ তাদের ব্যাপারে এ খবর দিচ্ছেন যে, তাদের হুকুমে ইলাহী তরক করার যে অভ্যাসগত আমল ছিল, সেই হুকুমে ইলাহী তরক করার ক্ষেত্রে ঐ (খাস) আমলের কারণেই তারা কাফির ছিল। আর এই হুকুম ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা আমলগতভাবেই **অস্বীকৃতির** করার কারণে হুকুমে ইলাহী মোতাবেক্ব ফায়সালা করে না। কেননা এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহকেই অস্বীকার করে, যেভাবে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন। কেননা হুকুমে ইলাহী অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ'র বিষয়টি তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন জেনে নেয়ার পর, সেটা **অস্বীকার** করাটা তেমনি, যেমন নবীর নবুওয়াত অস্বীকার করা। অথচ তারা সুস্পষ্টভাবে তা জানে।"

মোটকথা, এই আয়াত আল্লাহ ﷻ'র আয়াত **অস্বীকারকারী** ইয়াহুদের সম্পর্কে নাযিল হয়। এখন অস্বীকৃতি ও অবজ্ঞার ক্ষেত্রে যে তাদের সাথে শরীক (মত/সাদৃশ্য) হবে, সে কুফরের মধ্যকার ই'তিক্বাদী (বিশ্বাসগত) কুফরের অধিকারী হবে। কিন্তু যে অস্বীকৃতি ও অবজ্ঞার ক্ষেত্রে তাদের শরীক (মত/সাদৃশ্য) নয়, সে কুফরের মধ্যকার 'আমলী কুফরের অধিকারী হবে। কেননা সে ইয়াহুদীদের ন্যায় আমল করেছে। এ কারণে সে গোনাহগার ও সীমালঙ্ঘনকারী হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু এ কারণে সে মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে খারিজ (বহিষ্কৃত) হবে না। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের উক্তি ইতোপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইমাম হাফিয আবূ উবায়দ আল-ক্বাসিম বিন সালাম নিজ গ্রন্থ 'কিতাবুল ঈমান'-এ উল্লেখ করেছেন। [بَابُ الْخُرُوْجِ مِنَ الْإِيْمَانِ بِالْمَعَاصِيْ (ص ٨٤ – ٨٧ –]

(بتحقيقي) সুতরাং যে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চায় সে যেন (আমার তাহক্বীক্বসহ) গ্রন্থটি পাঠ করে।

আমি (আলবানী) এগুলো লেখার পর আমার দৃষ্টি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া'র رحمه الله 'মজমাউল ফাতাওয়া'র (৩/২৬৮) আয়াতে তাহকীমের দিকে নিবদ্ধ হয়। তিনি বলেছেন:

أَيْ هُوَ الْمُسْتَحَلُّ لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللهُ.

"এই হুকুম তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে আল্লাহ'র নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য বিধানকে হালাল মনে করে।"

অতঃপর (৭/২০৪) বলেছেন: ইমাম আহমাদকে আলোচ্য কুফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়।

তিনি رحمه الله বললেন:

كُفْرٌ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْإِيْمَانِ ، مِثْلُ الْإِيْمَانِ بَعْضُهُ دُوْنَ بَعْضٍ ، فَكَذٰلِكَ الْكُفْرُ ، حَتّٰى يَجِيْءَ مِنْ ذٰلِكَ أَمْرٌ لَا يَخْتَلِفُ فِيْهِ

"এটা এমন কুফর যা মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে খারিজ করে না, যেভাবে ঈমান কারো থেকে কারো কম হয়। তেমনি কুফরও (কমবেশি হয়)। এভাবে ব্যক্তি ঐ কুফরেরও অধিকারী হয় যে ব্যাপারে কোন ইখতিলাফই (ভিন্নমত) নেই।"

অতঃপর ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله (٣١/٧) বলেছেন।

সালাফদের উক্তি:

أَنَّ الْإِنْسَانَ يَكُوْنُ فِيْهِ إِيْمَانٌ وَ نِفَاقٌ

"একজন মানুষের মধ্যে ঈমান ও নিফাক্ব একত্রিত হতে পারে"।

তাঁদের অন্যতম অপর একটি উক্তি:

أَنَّهُ يَكُوْنُ فِيْهِ إِيْمَانٌ وَ كُفْرٌ، وَ لَيْسَ هُوَ الْكُفْرُ الَّذِيْ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ

"একজন মানুষের মধ্যে ঈমান ও কুফর একত্রিত হতে পারে। তবে এ কুফর মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে খারিজ করে না।" যেভাবে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ও তাঁর সাথীরা আল্লাহ ﷻ'র বাণী: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ (সূরা মায়িদা– ৪৪ আয়াত) সম্পর্কে বলেছেন।

তাঁরা বলেছেন:

كُفْرٌ لاَ يَنقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ. وَ قَدْ اِتَّبَعَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ أَحْمَدُ وَ غَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ

"এটা এমন কুফরের অধিকারী যা মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে খারিজ করে না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও অন্যান্য সালাফগণ رحمهم الله এই উক্তির অনুসরণ করেছেন।" [সূত্র: মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬/২৫৫২ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য]

উক্ত গ্রন্থের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় (হাদীস নং ২৭০৪) শায়েখ আরো আলোচনা করেছেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .... فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ..... فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।.... তারাই যালিম। ...... তারাই ফাসিক্ব।" (সূরা মায়িদা– ৪৪-৪৭)

(রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:) "এই আয়াত কাফিরদের সম্পর্কে নাযিল হয়।"

ইমাম আহমাদ رحمه الله এটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সনদ হলো: ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন আ'মাশ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মার্রাহ থেকে, তিনি বারা বিন আযিব رضي الله عنه থেকে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ....।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সনদ শায়খায়নের (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের) শর্তে সহীহ।

এই হাদীসটি সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, আলোচ্য তিনটি (সূরা মায়িদা ৪৪-৪৭) আয়াতের প্রকৃত দাবি হলো, ইয়াহুদী ও নাসারাদের কাফিরগণ এবং যেসব লোক ইসলামী শরী'আত ও এর আহকামকে **অস্বীকার** করে। এভাবে তারাও এর মধ্যে শরীক, যাদের প্রতি হুকুমের সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়– যদিও সে নিজেকে মুসলিম হিসাবে প্রকাশ করে। কেননা, কোন **একটি হুকুম** অস্বীকার করলেও সেই প্রকৃত কাফির। কিন্তু যে ব্যাপারে **সতর্ক থাকা** উচিত তা হলো, যদি কেউ কোন ক্ষেত্রে এই ইসলামী **বিধানকে অস্বীকার** করা ছাড়াই (ইসলাম মোতাবেক) ফায়সালা না করে,

তবে তার প্রতি কাফির হুকুম লাগানো জায়েয নয়। **এমনকি সে এই** মিল্লাত থেকে খারিজও নয়। কেননা সে মু'মিন। বেশির **চেয়ে বেশি** এটা বলা যাবে যে, তার কুফর আমলী কুফর। এটা এমনই **গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা** যে ব্যাপারে অধিকাংশ যুবকরাই ভুলের মধ্যে আছে। এ কারণে **অধিকাংশ** লোকেরা ঐ সমস্ত হাকিমদের (শাসক/বিচারক) ইসলাম থেকে খারিজ **গণ্য** করে যারা শরী'আতের বিরোধি ফায়সালা দিচ্ছে। যার ফলে অনেক ফিতনার বিস্তৃতি ঘটেছে। এমনকি যাদের তা প্রতিরোধের শক্তি ও ক্ষমতা নেই এমন অনেক নিষ্পাপ প্রাণ থেকে খুন ঝরছে।......

আমার মতে (এ মুহূর্তে) ওয়াজিব হলো, ইসলামকে ঐ সব বিষয় থেকে পাক-পবিত্র করা যার উদ্যোগ তাদের মধ্যে নেই। তা হলো– বাতিল আক্বীদা, নিরর্থক মাসলা-মাসায়েল (আহকাম), বিকৃত রায়ের মাধ্যমে সুন্নাতের বিরোধিতা। অতঃপর নতুন প্রজন্মকে এই পাক-পবিত্র ও নিষ্কলুষ ইসলামের তারবিয়াত প্রদান। [সূত্রঃ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ৬/২৭০৪ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য]

اَلْعُلَمَاءُ الْأَعْلاَمُ الَّذِيْنَ صَرَّحُوْا بِصِحَّةِ تَفْسِيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاحْتَجُّوْا بِهِ

ঐ সমস্ত আলেমদের সাক্ষ্য যারা ইবনে আব্বাস ﷺ তাফসীরটিকে সহীহ বলেছেন এবং এর দ্বারা দলিল নিয়েছেন

[প্রবন্ধটি www.AsliAhleSunnet.com থেকে প্রকাশিত فِتْنَةُ التَّكْفِيرِ اَوْ حُكْمُ بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللهُ (তাকফির বা কাফির ফাতাওয়া দেয়ার ফিতনা এবং আল্লাহ'র নাযিলকৃত বিধানের বিরোধি বিধান দেয়া) থেকে সঙ্কলিত। –অনুবাদঃ কামাল আহমাদ]

اَلْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ (٣٩٣/٢)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، الْحَافِظُ اِبْنُ كَثِيرٍ فِيْ تَفْسِيرِهِ (٦٤/٢) قَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، اَلْإِمَامُ الْقُدْوَةُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ فِيْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ (٥٢٠/٢)، اَلْإِمَامُ أَبُوْ بَكْرٍ إِبْنِ الْعَرَبِيِّ فِيْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ (٦٢٤/٢)، اَلْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ (١٩٠/٦)، اَلْإِمَامُ الْبِقَاعِيُّ فِيْ نَظْمِ الدُّرَرِ (٤٦٠/٢)، اَلْإِمَامُ الْوَاحِدِيُّ فِي الْوَسِيْطِ (١٩١/٢)، اَلْعَلَّامَةُ صِدِّيْق حُسَيْن خَانْ فِيْ نَيْلِ الْمُرَامِ (٤٧٢/٢)، اَلْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ الْأَمِيْنُ الشَّنْقِيْطِيّ فِيْ أَضْوَاءِ الْبَيَانِ (١٠١/٢)، اَلْعَلَّامَةُ أَبُوْ عُبَيْدِ الْقَسِمِ بْنِ سَلَامٍ فِي الْإِيْمَانِ (ص ٤٥)، اَلْعَلَّامَةُ أَبُوْ حَيَّانٍ فِي الْبَحْرِ الْمُحِيْطِ (٤٩١/٣)، اَلْإِمَامُ اِبْنُ بَطَّةَ فِي الْإِبَانَةِ (٧٢٣/٢)، اَلْإِمَامُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٢٣٧/٤)، اَلْعَلَّامَةُ الْخَازِنُ فِيْ تَفْسِيْرِهِ (٣١٠/١)، اَلْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ فِيْ تَفْسِيْرِهِ (٢٩٦/٢)، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِيْ مُجْمُوْعِ الْفَتَاوٰى (٣١٢/٧)، اَلْعَلَّامَةُ اِبْنُ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ فِيْ مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ (٣٣٥/١)، مُحَدِّثُ الْعَصْرِ الْعَلَّامَةِ الْأَلْبَانِيِ فِي" الصَّحِيْحَةِ" (١٠٩/٤)

এ যামানার শ্রেষ্ঠতম ফক্বীহ শায়েখ সালেহ আল-উসায়মীন رحمه الله তাঁর اَلتَّحْذِيْرُ مِنْ فِتْنَةِ التَّكْفِيْرِ গ্রন্থে (৬৮ পৃষ্ঠা) বলেছেন:

لٰكِنَّ لَمَّا كَانَ هٰذَا الْأَثَرُ لَا يَرْضٰي هٰؤُلَاءِ الْمَفْتُوْنِيْنَ بِالتَّكْفِيْرِ؛ صَارُوْا يَقُوْلُوْنَ : هٰذَا الْأَثَرُ غَيْر مَقْبُوْلٍ! وَلَا يَصِحُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ! فَيُقَالُ لَهُمْ : كَيْفَ لَا يَصِحُّ؟

وَقَدْ تَلَقَّاهُ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنكُمْ، وَأَفْضَلُ، وَأَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ؟! وَتَقُوْلُوْنَ : لاَ نَقْبَلُ ..... فَيَكْفِيْنَا أَنَّ عُلَمَاءَ جَهَابِذَةٌ؛ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَابْنِ الْقَيِّمِ — وَغَيْرِهِمَا — كُلُّهُمْ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُوْلِ وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِهِ، وَيَنْقُلُوْنَهُ؛ فَالْأَثَرُ صَحِيْحٌ.

"কিন্তু আসারটি (সাহাবা ﷺ'র উক্তি) তাকফীরের ফিতনাই জড়িত ব্যক্তিদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধি হওয়ার তারা বলছেঃ ইবনে আব্বাস ﷺ'র আসারটি গ্রহণযোগ্য নয়(!) এবং ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে এটা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়(!)। আমি তাদের জবাবে বলছিঃ এটা কিভাবে সহীহ নয়? যখন উক্ত বড় বড় আলেম, যারা তোমাদের থেকে অনেক বড়, বেশি সম্মানিত ও হাদীসের ব্যাপারে অনেক বেশি বিজ্ঞ (তাঁরা সহীহ বলেছেন)! অথচ তোমরা বলছঃ আমাদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য নয়.... তাহলে কি এই আলেমরা আমাদের থেকে বেশি যোগ্য নন? যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ প্রমুখ। এদের প্রত্যেকেই এটাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ববুল করেছেন, এর উপর আলোচনা করেছেন ও এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল, আসারটি সহীহ।"

আক্বীদাগত ও আমলগত কুফরের দৃষ্টান্ত

–কামাল আহমাদ

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله'র পূর্বোক্ত আলোচনায় আক্বীদাগত কুফর ও আমলগত কুফরের বর্ণনা এসেছে। আমরা এখন এ দু'টি বিষয়ে জড়িতদের সাথে নবী ﷺ'র যামানাতে কী আচরণ ও নির্দেশ ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করব। এর ফলে এ সম্পর্কে বাস্তবচিত্র আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে এবং মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله'র উপর মুরজিয়া হওয়ার অপবাদও খণ্ডিত হবে।

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আক্বীদাগত কুফর ও আমলগত কুফরের দৃষ্টান্ত যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো:

১. মুনাফিক্ব ;
২. খারেজী এবং
৩. গোমরাহ শাসক।

কুরআন ও সহীহ হাদীসে এদের সাথে আচরণ ও হুকুমের আলোকে বর্তমান যামানায় যারা আক্বীদা বা আমলগত কিংবা উভয় কুফরের সাথে জড়িত তাদের প্রতি করণীয় বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাব, ইনঁশাআল্লাহ।

১. **মুনাফিক্ব:** এতে কোন মতপার্থক্য নেই যে, মুনাফিক্বরা আক্বীদাগত দিকে থেকে কুফরী আক্বীদা রাখলেও প্রকাশ্য আমলগতভাবে নিজেদের মুসলিম হিসাবেই প্রকাশ করত। কিন্তু আল্লাহ ﷻ'র কাছে তাদের আক্বীদা ও আমল উভয়টিই সুস্পষ্টভাবে কুফরীর দোষে দুষ্ট। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ـــ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـــ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ـــ

"যখন মুনাফিক্বরা আপনার নিকট আসে তখন তারা বলে: 'আমরা **সাক্ষ্য দিচ্ছি–** নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল।' আর আল্লাহ জানেন

যে, অবশ্যই আপনি তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিক্বরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে, তা কতই না মন্দ। এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে, তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দেয়া হয়েছে; পরিণামে তারা বুঝে না।"[৮]

আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হলো, আল্লাহ ﷻ'র কাছে মুনাফিক্বদের আক্বীদা ও আমল উভয়টিই প্রত্যাখ্যাত। এরপরও আল্লাহ ﷻ ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ছাড় দিতে বলেছেন যতক্ষণ না তারা মুসলিম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধি তৎপরতায় অংশ নেয়। এ সম্পর্কে সূরা নিসার ১২ নং রুকুর সম্পূর্ণ অংশটিতে তাদের ব্যাপারে নির্দেশ ও নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। উক্ত আয়াতগুলোর ধারাবাহিক বক্তব্যগুলো হলো:

ক. <u>মুনাফিক্বরা পথভ্রষ্ট, তারা কখনো পথ পাবে না।</u> আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

"আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিক্বদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে? যখন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবে না।" [সূরা নিসা ঃ ৮৮ আয়াত]

খ. <u>তারা মুসলিমদের কাফির বানাতে চায়। সবকিছু ছেড়ে মুসলিমদের কাছে হিজরত না করলে কাফিরদের ন্যায় তাদের হত্যা করতে হবে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ।</u> আল্লাহ ﷻ বলেন:

---

৮ সূরা মুনাফিকুন ঃ ১-৩ আয়াত।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

"তারা চায় যে, তারা যেরূপ কাফির হয়েছে, তোমরাও সেরূপ কাফির হও, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। সুতরাং তাদের মধ্যে হতে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের যেখানেই পাবে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে এবং তাদের মধ্যে হতে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে না।" [সূরা নিসা ঃ ৮৯ আয়াত]

আলোচ্য আয়াতটিতে মুনাফিক্বদের কাফির বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

গ. <u>যদি মুনাফিক্বরা মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধদের মাঝে থাকে, কিংবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিজেদের দুর্বলতার কারণে তারা যুদ্ধ করতে ভয়ে দূরে থাকে এবং শান্তির প্রস্তাব দেয়, অথচ শক্তি থাকলে তারা যুদ্ধ করতো; এদের সাথেও যুদ্ধ নিষিদ্ধ।</u>

আল্লাহ ﷻ বলেন:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

"কিন্তু তারা নয়, যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ। অথবা যারা তোমাদের নিকট এ অবস্থায় আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে অনুৎসাহিত। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতো। সুতরাং তারা

যদি তোমাদের নিকট থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন নি।" [সূরা নিসা– ৮৯ আয়াত]

সুস্পষ্ট হল, মুনাফিক্বদের আক্বীদা কুফর হলেও যতক্ষণ তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না বা অন্য কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। অথচ আল্লাহ ﷻ'র কাছে তাদের আক্বীদা ও আমল কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো:

১. আল্লাহ ﷻ'র কাছে মুনাফিক্বদের ঈমান ও আমল গ্রহণযোগ্য নয়;

২. আল্লাহ ﷻ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাদের ছাড় দিচ্ছেন এবং তাদের ব্যাপারে যুদ্ধ করতে বা কঠোর হতে নিষেধ করছেন; যতক্ষণ না তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে চরমপন্থা অবলম্বন করে।

ঘ. যখন মুনাফিক্বরা সমাজ ও রাষ্ট্রে ফিতনা সৃষ্টি করবে তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.

"তোমরা আরো কতক লোক পাবে, যারা তোমাদের সাথে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিতে থাকতে চায়। যখনই তাদের ফিতনার দিকে ডাকা হয়, তখনই তারা তাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয়। অতএব, তারা যদি তোমাদের নিকট হতে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হাত সংবরণ না করে, তবে তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে। আমি তাদের উপর তোমাদের বিরুদ্ধাচারণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি।" [সূরা নিসা– ৯১ আয়াত]

৬. তাগুতের কাছে বিচার উপস্থাপনকারী মুনাফিক্ব ও এ সম্পর্কীত বিধান। আল্লাহ ﷻ বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ــ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ــ

"আপনি কি তাদের দেখেন নি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তাতে তারা ঈমান আনে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়? তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে এস, তখন মুনাফিক্বদের আপনি আপনার নিকট থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন।"

[সূরা নিসা– ৬০-৬১ আয়াত]

আল্লাহ ﷻ বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও।" [সূরা তাওবাহ– ৭৩ আয়াত]

এখন আমরা জানব, মুনাফিক্বদের সাথে কখন, কি পরিস্থিতিতে ও কিভাবে জিহাদ করতে হবে এবং কঠোর হতে হবে?

মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদের ধরণ

ক. **বিদ্রোহ করলে (হত্যা/ ক্বিতাল/ দেশান্তর)**: এক্ষেত্রে বিদ্রোহ করার শাস্তি প্রযোজ্য। আল্লাহ ﷻ বলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ — إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ —

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শূলে চড়ান অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীতভাবে কেটে ফেলা, কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা। এ লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এ দুনিয়ায়; কিন্তু পরকালে তাদের জন্যে এটা অপেক্ষাও কঠিনতম আযাব নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু যারা তাওবা করবে, তাদের উপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পূর্বে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহই হচ্ছেন ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল।"

[সূরা মায়িদা– ৩৩-৩৪ আয়াত]

সুস্পষ্ট হলো মুনাফিক্ব/ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের উপর মুসলিমদের প্রভাব থাকলেও তারা মুসলিমদের সাথে বিদ্রোহমূলক আচরণ না করলে তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ ﷻ-ই ছাড় দিয়েছেন। অথচ তাদের আক্বীদা ও আমল কোনটিই আল্লাহ ﷻ-র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. **সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করলে (হত্যা)**: আল্লাহ ﷻ বলেন:

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَيُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً — مَّلْعُوْنِيْنَ ج اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً —

"মুনাফিক্বরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, **তারা বিরত না হলে** আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রবল করব। এরপর এ নগরীতে আপনার

প্রতিবেশীরূপে তারা অল্প সময়ই থাকবে– অভিশপ্ত হয়ে। তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।" [সূরা আহযাব– ৬০-৬১ আয়াত]

গ. **সমাজে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করলে (শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পাবে):** পূর্বোক্ত আয়াতে لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ "মুনাফিক্বরা যদি বিরত না হয়" কথাটি রয়েছে। যা থেকে সুস্পষ্ট হয়, তারা অশান্তি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকলে বা না করলে তাদের ব্যাপারে কঠিন হওয়া যাবে না। তাদের সংস্কারের ক্ষেত্রে ফাসেক/ বিদ'আতী প্রমুখের ন্যায় হাত/ মুখ/ অন্তরের জিহাদ পরিস্থিতি অনুযায়ী অব্যাহত থাকবে। ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ মুনাফিক্বদের শাস্তির বিধান সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধৃতি দেয়ার পর লিখেছেন:

إِنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هٰذِهِ الْأَقْوَالِ، لِأَنَّهُ تَارَةً يُؤَاخِذُهُمْ بِهٰذَا، وَتَارَةً بِهٰذَا بِحَسْبِ الْأَحْوَالِ.

"উপরোক্ত (বিভিন্ন) উদ্ধৃতির মধ্যে কোনরূপ বৈপরিত্য নেই। বস্তুত মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অবস্থায় পূর্বোক্ত বিভিন্ন পন্থায় জিহাদ করাই বিধেয়।"

[তাফসীরে ইবনে কাসির, সূরা তাওবাহ– ৭৩–৭৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ। এই আয়াতটির তাফসীরে মুনাফিক্বগণ কর্তৃক নবী ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র, বিদ্রূপ এবং পরবর্তীতে নবী ﷺ-এর সামনে তা অস্বীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে]

সুতরাং নবী ﷺ'র উপস্থিতিতে যারা তাঁকে হত্যার ও ইসলামকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছে, নবী ﷺ-কে হাকিম/শাসক/বিচারক হিসাবে গ্রহণ করে নি– তাদের ব্যাপারে ইসলাম ক্ষমতাসীন থাকার মুহূর্তে যখন পূর্বোক্ত বিধানগুলো প্রযোজ্য। তখন মুসলিমদের দুর্বলতার সময় করণীয় বিষয়গুলো খুবই সুস্পষ্ট। এমন পরিস্থিতিতে হাকিম/শাসকদের তাকফির করে হত্যা করা ঘোষণা দেয়ার চেয়ে তাসফিয়্যাহ ও তারবিয়্যাহ–ই যে সবচে জরুরি এতে কোন সন্দেহ নেই।

২. **খারেজী:** খারেজীদের সূত্রপাতও মুনাফিক্বদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ـــ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ـــ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ـــ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ـــ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"তারা আল্লাহ'র নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা ভয় করে থাকে। তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেয়ে গেলে সে দিকে পলায়ন করবে ক্ষিপ্রগতিতে। তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যে সাদক্বা বণ্টনের ব্যাপারে আপনাকে দোষারোপ করে। অতঃপর তার কিছু তাদের দেয়া হলে পরিতুষ্ট হয় এবং তার কিছু না দেয়া হলে তখনই তারা বিক্ষুব্ধ হয়। ভাল হত যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের যা দিয়েছেন তাতে রাযী হয়ে যেত এবং বলত আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট; আল্লাহ আমাদের দিবেন নিজ করুণা এবং তাঁর রসূলও। সাদক্বা তো কেবল ফক্বীর, মিসকীন ও এর (জন্য নিয়োজিত) কর্মচারীদের জন্য এবং (অমুসলিম/দুর্বল মু'মিনদের) অন্তর আকৃষ্ট করার জন্য এবং দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য ও আল্লাহ'র পথে জিহাদরতদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ'র বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাওবা– ৫৮-৬০ আয়াত]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: بَعَثَ إِلَي النَّبِيِّ ﷺ بِشَيْءٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَقَالَ: أَتَأَلَّفُهُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدَلْتَ فَقَالَ: يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ

"আবূ সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ-এর কাছে কিছু জিনিস প্রেরণ করা হল। এরপর তিনি সেগুলো চারজনের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। আর বললেন, তাদের (এর দ্বারা) আকৃষ্ট করছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, আপনি সঠিকভাবে দান করেন নি। এতদশ্রবণে তিনি বললেন: এ

ব্যক্তির বংশ থেকে এমন সব লোক জন্ম নেবে যারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে।" [সহীহ বুখারী– কিতাবুত তাফসীর, সূরা নিসা– ৬০ নং আয়াতের তাফসীর দ্র:]

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে: আলী ﷺ ইয়ামান থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তিনি ﷺ সেগুলো চার জনের মধ্যে বণ্টন করেন। তখন সাহাবীদের একজন বললেন: 'এ স্বর্ণের ব্যাপারে তাদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হক্বদার ছিলাম।' কথাটি শোনার পর নবী ﷺ বললেন: 'তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না অথচ আমি আসমানবাসীদের আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে।..... তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহকে ভয় করুন। নবী ﷺ বললেন: তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি বেশি হক্বদার নই? লোকটি চলে গেলে খালিদ বিন ওয়ালিদ বললেন : ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব না? তিনি ﷺ বললেন: (لاَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّيْ) না, হয়ত সে সালাত আদায় করে। খালিদ বললেন: (وكم من مُصَلٍّ يَقُوْلُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِيْ قَلْبِهِ) অনেক মুসল্লী আছে যারা মুখে এমন কথা উচ্চারণ করে যা অন্তরে নেই। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: (إِنِّيْ لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوْبَ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ) আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমান) দেখার জন্য বলা হয় নি।.... তিনি ﷺ বললেন: এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহ'র কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহর বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দ্বীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর বের হয়। যদি আমি তাদের পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদের সামুদ জাতির মত হত্যা করব।" [সহীহ বুখারী– কিতাবুল মাগাযী بَابُ بَعْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ; (সংক্ষেপিত)]

আলী ﷺ-এর খিলাফতের যামানায় খারেজীদের উদ্ভব হয়। [ফতহুল বারী, আলোচ্য অনুচ্ছেদ দ্র:, আরো বিস্তারিত: তাফসীরে মাযহারী সূরা নিসা– ৫৬-৫৯ আয়াতের তাফসীর]

আলী ﷺ খারেজীদের বলেছিলেন: "যতদিন তোমাদের দায়িত্ব আমাদের উপরে ছিল ততদিন আমরা তোমাদের গনীমত দেয়া বন্ধ করি নি এবং আল্লাহর মাসজিদে সালাত আদায় করতে বাধা দেই নি। এখন তোমাদের উপর আমরা আগেই হামলা করবো না। যদি তোমরা প্রথমে

হামলা না করো।" এরপর তারা সবাই কূফা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাহরাওয়ান নামক স্থানে সমবেত হয়। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (ই.ফা.) ৭/৫১০ পৃষ্ঠা]

পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হলো, মুনাফিক্ব ও খারেজীরা একই সূত্রে গাঁথা। তাদের প্রতি একই ধরণের আচরণ প্রযোজ্য:

ক. তাদের ঈমান ও 'আমল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

খ. এরপরও রাষ্ট্রীয় আইন এক্ষেত্রে তাদের প্রতি অনেক সহনশীল ও যুক্তিসংগত আচরণ করেছে, যতক্ষণ তারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির কারণ না হয়। অথচ তখন ইসলামী রাষ্ট্র ক্বায়েম ছিল। তাদের ঈমান ও আক্বীদা আল্লাহ ﷻ'র কাছে অগ্রহণযোগ্য হওয়াটাও সুস্পষ্ট ছিল। রসূল ﷺ-কেও হাকিম/শাসক/বিচারক হিসাবে স্বীকার করার ব্যাপারে তাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রদ্রোহী ও সরাসরি ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী আইনেই তাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে।

৩. **গোমরাহ শাসক:** শাসকদের ব্যাপারে আমরা নবী ﷺ থেকে কয়েক ধরণের নির্দেশনা পায়। যথা:

ক. **প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খিলাফত ও আইনসমূহ বিকৃতকারী শাসক:** রসূলুল্লাহ বলেছেন:

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ يَحُبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْ تَبْغَضُوْنَهُمْ وَيَبْغَضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْهُمْ وَيَلْعَنُوْكُمْ " قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : " لَا مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وَلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِيْ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِيْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

"তোমাদের শাসকদের মধ্যে সেই শাসকই উত্তম যাকে তোমরা ভালবাস, আর যারা তোমাদের ভালবাসে। আর তোমরা তাদের

জন্য দু'আ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করে। আর তোমাদের সেই শাসকই মন্দ যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। আর তাদের প্রতি তোমরা লানত কর এবং তারা তোমাদের প্রতি লানত করে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! এমতাবস্থায় আমরা কি সেই সমস্ত শাসকদের অপসারণ করে তাদের সাথে কৃত বায়য়াত ভঙ্গ করে ফেলব না? তিনি ﷺ বললেন: না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত ক্বায়েম করে। (আবার বললেন) না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত ক্বায়েম করে। সাবধান! যে ব্যক্তিকে তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করা হয়, আর যদি তার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানীর কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়, তখন তোমরা তার সেই আল্লাহর নাফরমানীর কাজটিকে ঘৃণার সাথে অপছন্দ কর, কিন্তু তার আনুগত্য হতে হাত গুটাতে পারবে না।"

[সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭/৩৫০১ নং]

হাদীসটিতে বায়য়াত ভঙ্গের প্রসঙ্গ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়, উক্ত শাসকের শাসন ইসলামী হুকুমাতের অন্তর্ভূক্ত। অন্যত্র নবী ﷺ বলেন:

يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلُّوْا

"অচিরেই তোমাদের ওপর এমন সব শাসক নিযুক্ত হবে, যারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজের প্রতিবাদ করল, সে ব্যক্তি দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মনে মনে উক্ত কাজটিকে খারাপ জানল, সে ব্যক্তিও নিরাপদ হলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং উক্ত শাসকের সে (অন্যায়) কাজে আনুগত্য করল (সে গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত হলো)। তখন সাহাবীগণ ﵃ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করব না? তিনি ﷺ বললেন ঃ না, যতক্ষণ তারা সালাত পড়ে।"[১]

[১]. **সহীহঃ** মুসলিম, মিশকাত [ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, জানু-১৯৯৭] ৭ম খণ্ড হা/৩৫০২।

অন্য বর্ণনায় আছে, لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ "না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত ক্বায়েম রাখে।"[১০] অপর এক বর্ণনায় আছে, الاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ "যতক্ষণ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর সুস্পষ্ট দলিল থাকবে।"[১১]

পূর্বোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায়, পূর্ব থেকেই বায়আত-খিলাফত ও সালাত ক্বায়েম ছিল, এমন শাসক যখন সালাত ক্বায়েম করবে না তখন তাকে হত্যা করা যাবে। তবে নিঃসন্দেহে উক্ত শাসককে অপসারণের বিষয়টি শক্তি–সামর্থ্যের সাথে জড়িত।

খ. সম্পূর্ণ গোমরাহ শাসক: হুযায়ফা ﷺ বলেন:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيْهِ فَهَلْ مِنْ وَّرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَالِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَالِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُوْنَ بَعْدِيْ اَئِمَّةٌ لاَيَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ اِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذَالِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلْاَمِيْرِ وَاِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَاُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَاطِعْ —

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা ছিলাম অমঙ্গলের মধ্যে তারপর আল্লাহ আমাদের জন্যে মঙ্গল নিয়ে আসলেন। আমরা তাতে অবস্থান করছি। এ মঙ্গলের পরে কি

---

১০. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) হা/৩৫০১। হাদীসটি বায়য়াত কোন পরিস্থিতিতে ভঙ্গ করা যায় সে সম্পর্কে প্রশ্ন–উত্তর সংশ্লিষ্ট ছিল।

১১. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭ম খন্ড হা/৩৪৯৭। হাদীসটি নিযুক্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাদীসের শুরুর বাক্যগুলো থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম, এ অমঙ্গলের পরে কি আবার কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম, এ মঙ্গলের পরে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে যারা আমার হিদায়েতে হিদায়েত প্রাপ্ত হবে না এবং আমার সুন্নাতও তারা অবলম্বন করবে না। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে যাদের অন্তঃকরণ হবে মানব দেহে শয়তানের অন্তঃকরণ; রাবী বলেন, আমি বললাম: তখন আমরা কী করবো, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমরা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই? বললেন: তুমি শুনবে এবং মানবে যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয় তবুও তুমি শুনবে এবং মানবে।" [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত- بَابُ الْأَمْرِ بِلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ وَتَحْذِيْرِ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْرِ]

যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা হুকুমাত পরিচালনা করবে তারা কখনই হিদায়াত ও রসূলের সুন্নাত ত্যাগকারী শাসক নয়। তাদের যে বিষয়ে আনুগত্য করতে বলা হয়েছে তা আল্লাহর একক হক্ব তথা ইবাদাত সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। এমনকি ইসলামী কোন মৌলিক আক্বীদার বিরোধিতায়ও তাদেরকে মানতে বলা হয়নি। অথচ বান্দার অধিকার যেমন অন্যায়ভাবে বা বিচারে বেত্রাঘাত ও ধন-সম্পদ প্রভৃতি তথা অধিকার কেড়ে নেয়া সম্পর্কে তাদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। যা সুস্পষ্টভাবে মু'আমালাতের অন্তর্ভুক্ত। অথচ পূর্বের হাদীসগুলো শাসকের শেষ বাহ্যিক কুফর তথা সালাত আদায় পর্যন্ত আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, পরিস্থিতি বিশেষে যখন মুসলিমদের ঈমান ও বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ্যের হ্রাস ঘটবে এবং গোমরাহ শাসকদের আবির্ভাব ঘটবে তখনকার করণীয় বিষয় সম্পর্কে হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। আমিন!!

পূর্বোক্ত আলোচনাতে আক্বীদাভিত্তিক ও আমলভিত্তিক কুফরের **বিষয়টি সুস্পষ্ট হল।** কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিজেই হাকিম তখন তাঁর

সাথে দুর্ব্যবহারকারীদের ব্যাপারে যেখানে তার অবস্থান সুস্পষ্ট, অথচ তিনি তখন রাষ্ট্রীয় শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং যখন মুসলিমরা ঈমানী দুর্বলতায় জর্জরিত হবে, তখন শক্তিশালী গোমরাহ শাসকদের ব্যাপারে তাদের করণীয় তা-ই যা পূর্বোক্ত সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে পুনরায় নবী ﷺ-এর দেখানো পথেই সংস্কার করতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন: একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন: اَنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اَثْرَةً وَاُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا "অচিরেই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি এবং এমন সব কাজ দেখবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ الله "ইয়া রসূলাল্লাহ! তখন আমাদের কী করতে আদেশ করেন? তিনি ﷺ বললেন: اَدُّوْا اِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوْا الله حَقَّكُمْ "তোমরা তাদের হক্ব তাদের পরিশোধ করে দেবে এবং তোমাদের হক্ব আল্লাহ'র কাছে চাবে।"[১২]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

سَتَكُوْنُ أَحْدَاثٌ وَفِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ الْمَقْتُوْلَ لاَ الْقَاتِلَ فَافْعَلْ

"অচিরেই নিত্য নতুন বিষয়াদি (বিদ'আত), ফিতনা, ফিরক্বা (দলাদলি) ও ইখতিলাফ (মতবিরোধ) দেখা দেবে। তখন যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে নিহত হও, হত্যাকারী হয়ো না– তবে তা-ই কর।"[১৩]

আবূ মূসা ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেন:

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَّيُصْبِحُ كَافِرًا اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيْ فَكَسِّرُوْا فِيْهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا فِيْهَا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا سُيُوْفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ

---

১২. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৭/৩৫০৩ নং।

১৩. **হাসান:** মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদরাকে হাকিম। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহুল জামে' ১/৩৬১৬)। শু'আয়েব আরনাউত হাদীসটির সমালোচনাসহ হাদীসটি হাসান লি-গয়রিহী বলে মন্তব্য করেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৫৫২)। পরবর্তী সহীহ হাদীসটি এই হাদীসটিকে সমর্থন করে।

"ক্বিয়ামত আসার পূর্বে ঘোর অন্ধকার রাত্রির একাংশের ন্যায় ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে, এতে কোন ব্যক্তি সকালে মু'মিন এবং বিকালে কাফির এবং বিকালে মু'মিন আর সকালে কাফিরে পরিণত হতে থাকবে। এতে বসে থাকা ব্যক্তি দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তি হতে উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে। তখন তোমরা তোমাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে ফেলবে এবং এর রশিগুলি কেটে ফেলবে। আর তোমাদের তলোয়ার পাথরে আঘাত করে এর ধার নষ্ট করে দেবে। এই সময় কেউ যদি আগ্রাসী হয়ে তোমাদের কাউকেও আক্রমণ করে, তখন সে যেন আদম عَلَيْهِ السَّلَام'র দুই ছেলের মধ্যে উত্তম ছেলের নীতি অবলম্বন করে।"[১৪] আদম عَلَيْهِ السَّلَام-এর উক্ত দুই পুত্র সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

"(আদম عَلَيْهِ السَّلَام'র এক পুত্র অপর পুত্রকে বলল) তুমি যদি আমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াব না। আমি রব্বুল আলামীনকে ভয় করি।" [সূরা মায়িদাহ: ২৮ আয়াত]

ইমাম ইবনে কাসীর رَحِمَهُ اللَّهُ লিখেছেন:

قَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ بِهَذِهِ الآيَةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ لَعُثْمَانِ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. رواه ابن أبي حاتم.

"আইয়ুব সাখতিয়ানী رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন: এই উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই আয়াতের ওপর যিনি আমল করেছিলেন তিনি হলেন উসমান رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ। আবূ হাতিম এটা বর্ণনা করেছেন।"

[তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা মায়িদাহ– ২৮ নং আয়াতের তাফসীর দ্র:]

লক্ষণীয় বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় ইসলামী রাষ্ট্র তখন শক্তিশালী ছিল। কিন্তু উসমান رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে তাদের মুসলিম গণ্য করায় তাদের রক্ত নেওয়ার চেয়ে নিজের শহীদ হওয়াটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

---

[১৪]. **সহীহ:** আবূ দাউদ, মিশকাত ১০/৫১৬৬ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ৩/৫৩৯৯, তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৪২৫৯)।

বিকৃতির সময় সামর্থ্য অনুযায়ী নানামুখী জিহাদের কর্মসূচী

নবী ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ نَّبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِيْ أُمَّةٍ قَبْلِيْ اِلاَّ كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِه حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَّاخُذُوْنَ بِسُنَّتِه وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِه ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَّقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِه فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِه فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ هُمْ بِقَلْبِه فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ـــ

"আল্লাহ ﷻ আমার পূর্বে যে সব নবী عليهم السلام-কে তাঁর উম্মাতের জন্য পাঠিয়েছিলেন, ঐ উম্মাতের মধ্যে তাঁর জন্য সাহায্যকারী ও সাহাবীগণ ছিলেন। যারা তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করতেন ও তাঁর হুকুম মেনে চলতেন। তাদের পরে ঐ সমস্ত খারাপ লোকের উদ্ভব হতো যারা এমন কথা বলত যার উপর 'আমল করত না। আর তাদের যে বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয় নি, তার উপর 'আমল করত। যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত লোকদের সাথে হাত দ্বারা জিহাদ করে সে মু'মিন, যে যবান দ্বারা জিহাদ করে সেও মু'মিন, আর যে অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সেও মু'মিন। অন্যথায় এর বাইরে তিল দানা পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্বও নেই।"[১৫]

এই শেষোক্ত হাদীসটিতেও ক্বলব তথা অন্তরের কার্যকারীতাকে স্বীকার করে তাকে সর্বশেষ ঈমানের অস্তিত্ব বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যা আহলে সুন্নাতের আক্বীদাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। পক্ষান্তরে খারেজীরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

সংশয়: অনেকে এ ক্ষেত্রে বলতে পারেন, আলোচ্য হাদীসটিতো উপায়হীন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে তখন কেবল অন্তরের কার্যকারিতা গ্রহণযোগ্য নয়।

জবাব: হাদীসটিতে অন্তরের উক্ত কার্যকারিতাকে দুর্বল ঈমান বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ ঈমানের সর্বশেষ অবস্থা। সুতরাং যখন শরী'আত নিজেই তা স্বীকৃতি দেয় তখন তা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে "আল্লাহর বিধানকেই অস্বীকার করা"। যা কুফরে ই'তিক্বাদী বা

---

[১৫] **সহীহ:** সহীহ মুসলিম – কিতাবুল ঈমান بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ।

আক্বীদাগত কুফরের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া যারা ঈমানী দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে 'আমলগতভাবে চরম পাপী হিসাবে গণ্য হবে তাদের আখিরাতের পরিস্থিতি সম্পর্কেও হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। যেমন– সমস্ত নবী-রসূলদের শাফায়াতের শেষে আল্লাহ ﷻ বলবেন:

شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا

"মালাইকাগণ, নবীগণ ও মুমীনগণ সবাই শাফায়ত করেছেন, এখন এক 'আররহমানুর রহিমীন ছাড়া কেউ বাকি নেই। এই বলে তিনি মুষ্টিভরে এমন একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন যারা কখনো কোন নেক কাজ করে নি।"[১৬]

উপরিউক্ত হাদীসগুলো মুরজিয়া ও খারেজী উভয় ফিতনাকে খণ্ডন করে। কেননা–

১. মুরজিয়াদের দাবি হলো কেবল ঈমান থাকাই জান্নাতের যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ শেষোক্ত হাদীসটিতে কেবল ঈমান থাকলেও জাহান্নামী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. খারেজীরা আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনকারীকে কাফিরদের মতো চিরস্থায় জাহান্নামী মনে করে থাকে।

অথচ উক্ত হাদীসে নেক কাজহীন ব্যক্তিদের আল্লাহর অনুগ্রহে অবশেষে জান্নাতে যাওয়াটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার পক্ষে নিচের সহীহ হাদীসটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উবাদা ইবনে সামিত رضي الله عنه বলেছেন:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

---

[১৬] **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১০/৫৩৪১ নং।

"আমরা কোন বৈঠকে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বসেছিলাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা আমার কাছে এ বলে বায়য়াত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যিনা করবে, চুরি করবে না এবং কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে (অর্থাৎ ক্বিসাসের কারণে)। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তা পূর্ণ করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে। আর যদি কেউ উক্ত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয়ে শাস্তি ভোগ করে, তবে তাই তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয় অতঃপর আল্লাহ ﷻ তা গোপন রাখেন, তবে বিষয়টি মহান আল্লাহ'র এখতিয়ারে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।" [সহীহ মুসলিম– কিতাবুল হুদূদ بَابُ الْحُدُوْدِ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে– উবাদা رضي الله عنه বলেন: আমরা এ সকল কথার উপর তাঁর হাতে বায়আত করলাম।" [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ১/১৭ নং]

এর বিপরীতে মু'তাযিলা ও খারেজীদের দলিল হলো:

ক. আল্লাহ ﷻ হত্যাকারী[১৭] এবং

খ. সুদখোরকে[১৮] চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেছেন।

---

[১৭]. আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং মহাআযাব প্রস্তুত রাখবেন।" [সূরা নিসা– ৯৩ আয়াত]

[১৮]. আল্লাহ ﷻ বলেন:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং সে কাফির।

জবাবঃ পূর্বোক্ত সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটির মূলনীতির আলোকে বুঝা যায়, সর্বোচ্চ কবীরা গুনাহকারীদের আল্লাহ ইচ্ছা করলে জাহান্নামে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। তাছাড়া হাদীসটির মতো কুরআনেও মু'মিনের পাপের কাফফারার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কি্বসাসের বিধান দেয়া হয়েছে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী; তবে যাকে তার ভাইদের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, তখন যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও ইহসানের সাথে তা আদায় করা। এ বিধি তোমাদের রবের পক্ষ হতে সহজ ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে ভয়ানক আযাব।" [সূরা বাক্বারাহ– ১৭৮ আয়াত]

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ـــ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"যারা সুদ খায়, তারা সে ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এই জন্য যে, তারা বলেঃ বেচাকেনা তো সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার রবের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।" [সূরা বাক্বারাহ– ২৭৫-৭৬ আয়াত]

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ

"যে ব্যক্তি (ক্বিসাসের) শাস্তি সাদক্বা করে দেবে তা তার জন্য কাফফারায় পরিণত হবে।" (সূরা মায়িদা- ৪৫ আয়াত)

অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ جُرِحَ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَتَصَدَّقَ بِهَا كَفَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِمِثْلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ

"যার শরীরে কোন আঘাত করা হয়েছে এবং সে তা সাদ্কা (মাফ) করে দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ যে পর্যায়ের ক্ষমা হবে ঠিক একই পর্যায়ের গোনাহ মাফ করা হবে।" [মুসনাদে আহমাদ, শুআয়েব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৮৪৪ নং)।]

উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে **মানুষের অধিকার সংক্রান্ত সর্বোচ্চ** কবীরা গুনাহ তথা হত্যার ব্যাপারটিই **মানুষ দ্বারাও যখন ক্ষমাযোগ্য**। তখন অন্যান্য কবীরা গোনাহর ক্ষেত্রেও ঐ নীতিই **প্রযোজ্য যা** পূর্বে সহীহ মুসলিমের উবাদা ইবনে সামিত ؓ-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যথাযথ শাস্তি ভোগ বা মেয়াদের পর কেবল ঈমানের বদৌলতে জান্নাতী হওয়া সম্পর্কীত হাদীসগুলোও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

[বিস্তারিত জানতে দেখুন: "কবীরা গুনাহাগার মু'মিন কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী?" –কামাল আহমাদ; আতিফা পাবলিকেশন্স, ঢাকা]

হাকিম ও হুকুম সম্পর্কীত আয়াতের বিশ্লেষণ

–কামাল আহমাদ

যারা ইসলাম অনুযায়ী শাসন পরিচালনা না করার জন্য শাসক বলতেই কাফির বলে ফতোয়া দিচ্ছে তাদের দলিল হলো কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াত, যেখানে আল্লাহ ﷻ তাঁর নিজের ও তাঁর রসূলের হুকুম অমান্যকারীকে 'মু'মিন নয়' বলে সম্বোধন করেছেন। এ বিষয়টি পূর্বে আলোচিত মুনাফিক্ব ও খারেজীদের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের ঈমান ও আক্বীদা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে অগ্রহণযোগ্য হলেও, ইসলামী রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না– যতক্ষণ তাদের ইসলামবিরোধি আক্বীদাগুলো আমল হিসাবে বাস্তবরূপ লাভ করে। এখন এ সম্পর্কীত অন্যান্য আয়াতগুলো নবী ﷺ-এর যামানার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হল।

প্রথম আয়াত: আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"কিন্তু না, আপনার রবের ক্বসম! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিরোধে আপনাকে হাকিম না বানায়, এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়।" [সূরা নিসা– ৬৫ আয়াত]

দৃষ্টান্ত: উরওয়া رحمه الله থেকে বর্ণিত; হাররা বা মদীনার কঙ্করময় ভূমিতে একটি পানির নালা নিয়ে যুবায়ের رضي الله عنه এর সাথে একজন আনসার ঝগড়া করেছিলেন। নবী ﷺ বললেন: 'হে যুবায়ের! প্রথমত, তুমি তোমার জমিতে পানি দাও, তারপর তুমি প্রতিবেশীর জমিতে পানি ছেড়ে দেবে।' আনসার বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এই ফায়সালা দিলেন। এতে অসন্তুষ্টিবশত রসূল ﷺ এর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। তখন তিনি ﷺ বললেন: 'হে যুবায়ের! তুমি পানি চালাবে তারপর আইল পর্যন্ত ফিরে না আসা পর্যন্ত তা আটকে রাখবে তারপর প্রতিবেশীর জমির দিকে ছাড়বে।' আনসারী যখন রসূল ﷺ কে রাগিয়ে তুললেন তখন তিনি তার হক পুরোপুরি যুবায়ের رضي الله عنه কে প্রদানের স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন।

তাদেরকে প্রথমে নবী ﷺ এমন একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে উদারতা ছিল। যুবায়ের ؓ বলেন: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ আয়াতটি এ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে বলে আমার ধারণা। [সহীহ বুখারী– কিতাবুত তাফসীর]

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো, নবীকে বিচারক অমান্যকারী আক্বীদাগতভাবে কাফির। কিন্তু নবী ﷺ কর্তৃক এ ধরণের বিচার অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং পূর্বে মুনাফিক্ব ও খারেজীদের উদ্ভব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা প্রমাণ পেয়েছি, নবী ﷺ তাঁর বিচারের রায় অমান্যকারীকে لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّيْ "সম্ভবত সে সালাত আদায় করে" বাক্যের মাধ্যমে ছাড় দিয়েছেন ও তাদের ভবিষ্যৎ ফিতনার প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার দিকে সাহাবীদের নির্দেশনা দিয়েছেন। অর্থাৎ আক্বীদাগত কুফর যতক্ষণ পর্যন্ত আমলী কুফরে পরিণত হয়ে প্রকাশিত না হয় এবং সমগ্র মুসলিম ও ইসলামের জন্য ফিতনাতে পরিণত না হচ্ছে– ততক্ষণ পর্যন্ত এমন লোকদের ছাড় দিতে নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।

এই আয়াতটির শানে-নুযূল হিসাবে অপর একটি বর্ণনা হলো, একজন ইয়াহুদী ও মুনাফিক্ব মুসলিমের সাথে সংঘটিত ঘটনা। যেখানে নবী ﷺ ইয়াহুদী ব্যক্তিটির পক্ষে রায় দিলে মুনাফিক্ব মুসলিমটি তা অমান্য করে, শেষাবধি উমার ؓ-এর কাছে বিচার পেশ করে। উমার ؓ নবী ﷺ এর ফায়সালা অমান্য করার কথা শুনে মুনাফিক্ব ব্যক্তিটিকে হত্যা করেন। কিন্তু এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম ইবনে কাসির رحمه الله বলেছেন: হাদীসটি গরীব, মুরসাল (সূত্রছিন্ন), তাছাড়া এর অন্যতম রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে লাহইয়া (তাফসীরে ইবনে কাসির, সূরা নিসা: ৬৫ নং আয়াত দ্র:)। এছাড়া হাদীসটির শেষে বর্ণিত হয়েছে: অতঃপর নবী ﷺ উমার ؓ-কে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার দণ্ড হতে মুক্তি দিলেন। তবে পরবর্তীকালে এটা প্রথা হয়ে দাঁড়ানোকে আল্লাহ্ ﷻ অপছন্দ করলেন এবং পরবর্তী (নিসা– ৬৬) আয়াতটি নাযিল হল।

তাছাড়া হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত খারেজীদের উদ্ভব সংক্রান্ত সহীহ বুখারীর হাদীসটির বিরোধি। সেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদ ؓ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর বিচার অমান্যকারীকে হত্যা করার অনুমতি চাইলে তিনি

ﷺ তা নিষেধ করেন। সুতরাং হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিরোধি হওয়ায় বাতিল। তাছাড়া নিচের সহীহ হাদীসটিও আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ বলেনঃ যখন নবী ﷺ হুনায়নের গনীমত বণ্টন করে দিলেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে ফেলল, এই বণ্টনের ব্যাপারে তিনি ﷺ আল্লাহ'র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নি। কথাটি শুনে আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে কথাটি জানিয়ে দিলাম। তখন তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি ﷺ বললেনঃ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوْسَى لَقَدْ أُوْذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ "আল্লাহ, মূসা عليه السلام'র উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।" [সহীহ বুখারী– কিতাবুল মাগাযী– بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ ...; সহীহ মুসলিম– কিতাবুয যাকাত بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ; তবে শব্দগুলো সহীহ বুখারীর]

সুতরাং সবক্ষেত্রে আমলগত কুফর ইসলামী রাষ্ট্রের ঘোষিত চূড়ান্ত মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং এখানে كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (চূড়ান্ত কুফরের চেয়ে কম কুফর) নীতি প্রযোজ্য। নবী ﷺ-এর নিজস্ব এই আমলটিই ইবনে আব্বাস ﷺ-এর এই তাফসীরের প্রত্যক্ষ সমর্থক।

দ্বিতীয় আয়াতঃ আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।" [সূরা আহযাব– ৩৬ আয়াত]

আলোচ্য আয়াতটি যয়নাব বিনতে জাহাশের ﷺ সঙ্গে যায়দ বিন হারিসের ﷺ বিয়ে সম্পর্কে নাযিল হয়। প্রথমে যয়নাব ﷺ এই বিয়েতে রাজী ছিলেন না। তখন আয়াতটি নাযিল হলে তিনি বিয়েতে রাজী হন।

(সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ অবলম্বনে)

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ وَهِيَ بِنْتُ عَمَّتِهِ وَهُوَ يُرِيْدُهَا لِزَيْدٍ فَظَنَّتْ أَنَّهُ يُرِيْدُهَا لِنَفْسِهِ فَلَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهُ يُرِيْدُهَا لِزَيْدٍ أَبَتْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ فَرَضِيَتْ وَسَلَّمَتْ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِأَسَانِيْدَ وَرِجَال بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيْحِ . صـ ٢٠٩

(মুজমু'আয়ে যাওয়ায়েদ ৮/২০৮ পৃ:)

এরপরেও তাদের বিয়ে টিকল না এবং শেষাবধি নবী ﷺ–এর সাথে যয়নাব বিনতে জাহাশের ﷺ বিয়ে হয় এবং সে সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হয়।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

"স্মরণ করুন! আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছিলেন যে, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর।' আপনি মনে মনে যা গোপন করেছেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। আপনি লোক ভয় করছিলেন অথচ আল্লাহকেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। এরপর যায়দ যখন তার স্ত্রী(যয়নাব)'র সাথে বিয়ে ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিয়ে দিলাম। যাতে মু'মিনদের পালকপুত্রদের নিজ স্ত্রীদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে সব নারীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।"

[সূরা আহযাব– ৩৭ আয়াত]

মূলত আয়াতটি দাবি হল:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

"নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।"

[সূরা আহযাব: ৬ আয়াত]

অথচ মুনাফিক্বগণ কখনই এই দাবি পূরণ করে না। তারপরেও রাষ্ট্রে বা সমাজে ফিতনা বিস্তার না করা পর্যন্ত তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে। অনুরূপ খারেজীদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের বর্ণিত শানে-নুযূল আক্বীদাগত কুফরের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী আলোচনাতে প্রমাণিত হয়েছে, নবী ﷺ-এর যামানাতে কেবল সামগ্রিকভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধি ফিতনাবাজদের বিরুদ্ধেই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ এসেছে। ব্যক্তি পর্যায়ে রসূল ﷺ তাদের ব্যাপারে সবরের নীতি অবলম্বন করেছিলেন। আবূ বকরের رضي الله عنه যুগে যারা বিদ্রোহ করেছিল তা গোটা উম্মাতের বিরুদ্ধে ছিল। তা-ই তিনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। উসমান رضي الله عنه-এর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদেরকে তিনি رضي الله عنه গোটা উম্মাতের সাথে গণ্য না করে কেবল নিজের সাথেই সংশ্লিষ্ট করেন। ফলে তিনি رضي الله عنه আদম عليه السلام-এর নেককার পুত্র, মূসা عليه السلام ও নবী ﷺ-এর ন্যায় সবরের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি رضي الله عنه মুসলিমদের মধ্যে রক্তপাত ঘটনোর পরিবর্তে নিজের মযলুম অবস্থায় শহীদ হওয়াকে বেছে নেন।

এ সম্পর্কে আরো যেসব আয়াত দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তার সবই ‘ইবাদত ও আক্বীদাগত কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট।[১৯] যার জবাব পূর্বের ন্যায়। নবী ﷺ কর্তৃক তাঁর যামানার আমল ও উম্মাতের প্রতি তার নির্দেশ থেকে বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট।

---

[১৯] দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্টাংশ– ২।

আয়াতে তাহক্বীম (সূরা মায়িদাহ– আয়াত ৪৪-৪৭) এবং প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ

–সঙ্কলক: কামাল আহমাদ

[এই পুস্তকের শুরুতে শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله কর্তৃক ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর 'তাফসীরে তাবারী' থেকে এ সম্পর্কীত বিশ্লেষণের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতটির ব্যাপারে আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হলো। যেন এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের মুফাসসিরদের আক্বীদাগত উপস্থাপনার ব্যাপারে কোন দ্বিধা–দ্বন্দ্ব না থাকে। – সঙ্কলক]

১. **তাফসীরে কুরতুবী:** ইমাম কুরতুবী رحمه الله তাঁর বিখ্যাত "আল-জামে'উ লি-আহকামিল কুরআন"-এ আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾ وَ ﴿الظَّالِمُوْنَ﴾ وَ ﴿الْفَاسِقُوْنَ﴾ نَزَلَتْ كُلُّهَا فِي الْكُفَّارِ ثَبَتَ ذٰلِكَ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ الْبَرَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَعَلَىٰ هٰذَا الْمُعْظَمِ فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلاَ يَكْفُرُ وَإِنِ ارْتَكَبَ كَبِيْرَةً وَقِيْلَ : فِيْهِ إِضْمَارٌ أَيْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ رَدًّا لِلْقُرْآنِ وَجُحْدًا لِقَوْلِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ كَافِرٌ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ فَالآيَةُ عَامَّةٌ عَلَىٰ هٰذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَالْحَسَنُ : هِيَ عَامَّةٌ فِيْ كُلِّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدُ وَالْكُفَّارُ أَيْ مُعْتَقِدًا ذٰلِكَ وَمُسْتَحِلاًّ لَهُ فَأَمَّا مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ رَاكِبُ مُحَرَّمٍ فَهُوَ مِنْ فُسَّاقِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ رِوَايَةٍ : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ فَعَلَ فِعْلاً يُضَاهِيْ أَفْعَالَ الْكُفَّارِ وَقِيْلَ : أَيْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِجَمِيْعِ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ حَكَمَ بِالتَّوْحِيْدِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِبَعْضِ الشَّرَائِعِ فَلاَ يَدْخُلُ فِيْ هٰذِهِ الآيَةِ وَالصَّحِيْحُ الأَوَّلُ إِلَّا أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ : هِيَ فِي الْيَهُوْدِ خَاصَّةً وَاخْتَارَهُ النَّحَّاسُ قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ مِنْهَا أَنَّ الْيَهُوْدَ قَدْ ذُكِرُوْا قَبْلَ هٰذَا فِيْ قَوْلِهِ ﴿لِلَّذِيْنَ هَادُوْا﴾ فَعَادَ الضَّمِيْرُ عَلَيْهِمْ وَمِنْهَا أَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَلاَ تَرَىٰ أَنَّ بَعْدَهُ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ فَهٰذَا الضَّمِيْرُ لِلْيَهُوْدِ بِإِجْمَاعٍ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْيَهُوْدَ هُمُ الَّذِيْنَ

أَنْكَرُوا الرَّجْمَ وَالْقِصَاصَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : ﴿مَنْ﴾ إِذَا كَانَتْ لِلْمُجَازَاةِ فَهِيَ عَامَّةٌ إِلَّا أَنْ يَقَعَ دَلِيْلٌ عَلٰى تَخْصِيْصِهَا قِيْلَ لَهُ : ﴿مَنْ﴾ هُنَا بِمَعْنَى الَّذِيْ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَالتَّقْدِيْرِ : وَالْيَهُوْدُ الَّذِيْنَ لَمْ يَحْكُمُوْا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ فَهٰذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيْلَ فِيْ هٰذَا وَيُرْوٰى أَنَّ حُذَيْفَةَ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْآيَاتِ أَهِيَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ : نَعَمْ هِيَ فِيْهِمْ وَلَتَسْلُكُنَّ سَبِيْلَهُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَقِيْلَ : ﴿الْكَافِرُوْنَ﴾ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ ﴿الظَّالِمُوْنَ﴾ لِلْيَهُوْدِ وَ ﴿الْفَاسِقُوْنَ﴾ لِلنَّصَارٰى وَهٰذَا اخْتِيَارُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ قَالَ : لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْآيَاتِ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالشَّعْبِيِّ أَيْضًا قَالَ طَاوُسٌ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَلٰكِنَّهُ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ وَهٰذَا يَخْتَلِفُ إِنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلٰى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَهُوَ تَبْدِيْلٌ لَهُ يُوْجِبُ الْكُفْرَ وَإِنْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلٰى أَصْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْغُفْرَانِ لِلْمُذْنِبِيْنَ قَالَ الْقُشَيْرِيُّ : وَمَذْهَبُ الْخَوَارِجِ أَنَّ مَنِ ارْتَشٰى وَحَكَمَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَعَزْيِ هٰذَا إِلَى الْحَسَنِ وَالسُّدِّيِّ وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْضًا : أَخَذَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْحُكَّامِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءِ : أَلَّا يَتَّبِعُوا الْهَوٰى وَأَلَّا يَخْشَوُا النَّاسَ وَيَخْشَوْهُ وَأَلَّا يَشْتَرُوْا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا

"আল্লাহ ﷻ'র বাণী: "যারা হুকুম করে না আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা, তারাই কাফির ... যালিম .... ফাসিক্ব"। আয়াতগুলো সম্পূর্ণরূপে কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়, যা সহীহ মুসলিমের বারা বিন 'আযিব রাঃ থেকে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে– আর এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর মুসলিমের ক্ষেত্রে কুফর হওয়া প্রযোজ্য নয়, আর যদি সে তা করে তবে কবীরাহ গোনাহগার হবে। বলা হয়, এখানে কিছু (বিষয়) উহ্য আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআনকে রদ (বাতিল গণ্য) করে, রসূলের (হাদীসের) বিরোধিতা করে– সে কাফির। ইবনে আব্বাস রাঃ ও মুজাহিদ রহঃ আয়াতটির 'আম দাবীর ভিত্তিতে এমনটি বলেছেন। ইবনে মাস'উদ রাঃ ও হাসান রহঃ বলেছেন: 'আমভাবে এটা তথা "আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম না করা" –মুসলিম, ইয়াহুদী, কাফির সবার ক্ষেত্রেই

প্রযোজ্য; অর্থাৎ যদি তারা 'আক্বীদাগতভাবে সেটিকে (বিধান জারি না করাকে) হালাল বা বৈধ গণ্য করে। আর যদি আমলগতভাবে তা করে অথচ আক্বীদা রাখে যে, হারাম কাজ করছে তবে সে মুসলিমদের মধ্যে ফাসিক্ব বলে গণ্য হবে। তার ব্যাপারটি আল্লাহ উপর ন্যস্ত। ইচ্ছা করলে তিনি আযাব দিবেন, ইচ্ছা করলে মাফ করবেন। ইবনে 'আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেছেন: যদি কেউ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হুকুম না করে– তবে তা কাফিরদের আমলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আরো বলা হয়: যদি কেউ সামগ্রিকভাবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হুকুম না করে– তবে সে কাফির। আর যা তাওহীদের হুকুমের অন্তর্গত এবং শরী'আতের কোন কোন হুকুমের ক্ষেত্রে হলে, তবে সেটা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে প্রথম উক্তিটিই সহীহ। অবশ্য শা'বী رحمه الله বলেছেন: এখানে ইয়াহুদীদের খাস (সুনির্দিষ্ট) করা হয়েছে। নুহাস এটি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: "এর দলিল হিসেবে তিনটি বিষয় রয়েছে। (প্রথমত:) এখানে ইয়াহুদীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেভাবে আল্লাহ ﷻ বলেছেন: "لِلَّذِينَ هَادُوا", যার যমীর (সর্বনাম) তাদের সাথে সম্পৃক্ত। এ সম্পর্কীত (পূর্বাপর) বর্ণনা প্রসঙ্গও এর দলিল হিসাবে সাব্যস্ত হয়। (দ্বিতীয়ত:) বিশেষভাবে লক্ষণীয় পরবর্তী শব্দ "لِلَّذِينَ هَادُوا"-যার যমীর (সর্বনাম) ইয়াহুদীদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' হয়েছে। (তৃতীয়ত:) অনুরূপভাবে ইয়াহুদীরা রজম ও ক্বিসাসকে অস্বীকার করেছিল।

যদি কেউ বলে: এখানে 'مَنْ' শব্দটি যখন ফলাফল হিসাবে আসে তখন এর দাবি 'আম (ব্যাপক), তবে যদি কোন দলিল দ্বারা খাস করা যায়। তাদেরকে বলা যায়: এখানে 'مَنْ' শব্দটির অর্থ الذى যা দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এটি ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট। এটিই সর্বোত্তম উক্তি। বর্ণিত আছে, হুযায়ফা ﷺ কে আয়াতটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, এখানে কি বনী ইসরাঈল সম্পর্কে ওহি করা হয়েছে? তিনি বললেন: "হাঁ! এটা তাদেরই সম্পর্কে। তোমরা তাদের পথে রয়েছ, প্রতি পদে পদে।"

অনেকে বলেছেন: মুসলিমদের ক্ষেত্রে "الكافرون", ইয়াহুদীদের ক্ষেত্রে "الظالمون", নাসারাদের ক্ষেত্রে "الفاسقون" প্রযোজ্য। আবূ বকর ইবনুল আরাবী আয়াতের প্রকাশ্য ভাব দ্বারা এই অর্থ নিয়েছেন। এই মত ইবনে আব্বাস ﷛, জাবির বিন যায়েদ, ইবনে আবী যায়েদাহ, ইবনে শিবরামাহ প্রমুখ গ্রহণ করেছেন। তাউস ﵀ ও অন্যান্যরা বলেছেন: "এটা এমন কুফর নয় যা মিল্লাত থেকে বহিষ্কার করে, বরং এটি কুফরের থেকে কম কুফর।"

এ ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে, যদি তারা হুকুম দেয় তাদের নিকট আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে বিকৃত করে, তবে সেক্ষেত্রে কুফর হওয়াটা নিশ্চিত। আর যদি হুকুম করে স্বেচ্ছাচারীতা ও অন্যায়ের মধ্যে দিয়ে তবে তা হবে ক্ষমাযোগ্য পাপ। যা আহলে সুন্নাতের 'পাপীদের জন্য ক্ষমা' নীতির অন্তর্ভুক্ত।

কুশায়রী ﵀ বলেন: খারেজী মাযহাব হলো, যদি ঘুষ নেয় বা আল্লাহর বিধানের বিরোধি হুকুম দেয় তবে সে কাফির। হাসান ও সুদ্দীর মত এটাই।[২০] আর এ ব্যাপারে হাসান আরো বলেছেন: আল্লাহ ﷻ তিন শ্রেণির হাকিমকে পাকড়াও করবেন– যারা নিজের স্বেচ্ছাচারীতার অনুসরণ করেন, যারা লোকদের ভয় করে ও লোকেরা তাদের ভয় করে, যারা সামান্য বিনিময়ে আল্লাহর আয়াত বিক্রি করে।

[তাফসীরে কুরতুবী সূরা ৫ মায়িদাহ– ৪৪ আয়াত এর তাফসীর দ্র:]

২. **<u>তাফসীরে ইবনে কাসির:</u>** ইমাম ইবনে কাসির ﵀ তাঁর তাফসীরে আয়াতটি তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন:

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وأبو رَجاء العُطارِدي، وعِكْرِمة، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ

[২০]. পূর্বে ইমাম কুরতুবী থেকে ইবনে মাস'উদ ও হাসানের রেখাঙ্কিত উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ হয়েছে, তারা খারেজীদের মত পোষণ করতেন না। বরং মুসলিমদের ক্ষেত্রে 'আমালী কুফর গণ্য করতেন। সুতরাং খারেজীদের উদ্ধৃতি দেয়ার পর হাসান ও সুদ্দীর উদ্ধৃতির উল্লেখ স্ববিরোধি হয়। আমরা বলব, খারেজীদের বিশ্বাসের পরে হাসান ও সুদ্দীর বর্ণনার দাবি তাদের থেকে বর্ণিত অন্যান্য দলিল থেকে ব্যাখ্যা নিতে হবে। যা সামনে বর্ণিত হবে ইনঁশাআল্লাহ। –সঙ্কলক

الْكِتَابِ –زَادَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: وَهِيَ عَلَيْنَا وَاجِبَةٌ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَاتُ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، وَرَضِيَ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ بِهَا. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَمَسْرُوْقٍ أَنَّهُمَا سَأَلاَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَنِ الرِّشْوَةِ فَقَالَ: مِنَ السُّحْتُ: قَالَ: فَقَالاَ وَفِي الْحَكَمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْر! ثُمَّ تَلاَ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾

وَقَالَ السُّدِّيُ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ يَقُوْلُ: وَمَنْ لَم يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلْتُ فَتَركَهُ عَمَدًا، أَوْ جَارَ وَهُوَ يَعْلَمُ، فَهُوَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ [به] وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ قَالَ: مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَقَدْ كَفَرَ. وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ. ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّ الْآيَةَ الْمُرَادَ بِهَا أَهْلُ الْكِتَابِ، أَوْ مَنْ جَحَدَ حَكَمَ اللّٰهِ الْمنْزلِ فِي الْكِتَابِ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّٰهُ ﴾ قَالَ: لِلْمُسْلِمِيْنَ. وَقَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ قَالَ: هٰذَا فِي الْمُسْلِمِيْنَ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾ قَالَ: هٰذَا فِي الْيَهُوْدِ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴾ قَالَ: هٰذَا فِي النَّصَارٰى. وَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْم وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ قَالَ: هِيَ بِهِ كُفْرُ –قَالَ ابْنُ طَاوُسُ: وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُوْنَ فِسْقٍ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ. وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ قَالَ: لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْد الْمَقْرِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ قَالَ: لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِيْ يَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرِكِهِ، عَنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

"আল্লাহ ﷻ'র বাণী: "যা আল্লাহ নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিধান জারি করে না সে কাফির।" বারা ইবনে আযিব, হুযাইফা ইবনে ইয়ামান, ইবনে আব্বাস, আবূ মাজলায, আবূ রিযা আল-আতারিদী, ইকরামা, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ও হাসান বসরী প্রমুখ বলেছেন: এই আয়াতাংশটি আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। হাসান বসরী বলেন: তবে এর হুকুম আমাদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।[২১] 'আব্দুর রাজ্জাক رحمه الله বলেন, তিনি সুফিয়ান সওরী, মানসুর থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম বলেন: এই আয়াতাংশটি বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে বটে, কিন্তু এই উম্মাতের জন্যও এই হুকুম বলবৎ ও কার্যকর। (ইবনে জারীর)

ইবনে জারীর বলেন: আমাদেরকে হাদীস বলেছেন ইয়াকুব, (তিনি বলেন) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুশায়ম, (তিনি বলেন) আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্দুল মালিক বিন আবূ সুলায়মান, তিনি সালামা বিন কুহাইল থেকে, তিনি 'আলক্বামাহ ও মাশরুক থেকে। তাঁরা

[২১]. যখন ইয়াহুদীদের ন্যায় আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করবে। যেমন তারা বলেছিল তাওরাতে রজমের হুকুমটি নেই। কোন মুসলিমও যদি কুরআনে উল্লিখিত কোন বিধান সম্পর্কে বলে কুরআন ও রসূলের হাদীসে নেই– তবে ইয়াহুদীদের মতোই একই কুফরের হুকুম প্রযোজ্য। –সঙ্কলক।

উভয়ে ইবনে মাস'উদকে ﷺ ঘুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: এটা অপবিত্র উপার্জন। তারা আবার জিজ্ঞাসা করেন: ঘুষ গ্রহণ করার ব্যাপারে হুকুম কী? তিনি বলেন, এটা কুফর। অতঃপর তিনি পাঠ করেন: "যা আল্লাহ নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিধান জারি করে না সে কাফির।"[২২]

সুদ্দী رحمه الله এই আয়াতটি সম্পর্কে বলেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অথবা জবরদস্তিমূলক আল্লাহর বিধানের বিপরীত হুকুম দেয়, অথচ সে আল্লাহর বিধানের সুফল সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।" 'আলী বিন আবী তালহা رحمه الله ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে এই আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে সে কাফির। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান স্বীকার করে বটে, কিন্তু আল্লাহর বিধান অনুসারে হুকুম করে না, সে যালিম ও ফাসিক্ব -(ইবনে জারীর)। আরো বলা হয়েছে, এই আয়াতাংশের লক্ষ্য হলো আহলে কিতাবরা এবং তারা যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অস্বীকার করে।

'আব্দুর রাজ্জাক বলেন: তিনি সাওরী থেকে, তিনি যাকারিয়া থেকে, তিনি শা'বী رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি رحمه الله বলেন: এই আয়াতটির সম্পর্ক মুসলিমদের সাথে।

ইবনে জারীর বলেন: আমাদেরকে ইবনে মাসনা হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদেরকে আব্দুস সামাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদেরকে শু'বাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে আবূ সাফর থেকে, তিনি শু'বা رحمه الله থেকে বর্ণনা করেন, তিনি رحمه الله বলেছেন: "যা আল্লাহ নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিধান জারি করে

---

[২২]. ঘুষ গ্রহণ একটি হারাম কাজ। অর্থাৎ ইবনে মাসউদ ﷺ আয়াতটি দ্বারা 'আমালী কুফরের' দলিল নিয়েছেন। অনেকে ইবনে মাস'উদ ﷺ-এর আলোচ্য উদ্ধৃতি থেকে ঘুষ গ্রহণ করে সে অনুযায়ী ফায়সালাকে ইসলাম থেকে খারিজ তবে চূড়ান্ত কাফির বলে গণ্য করেছেন। অথচ ইবনে কাসির رحمه الله আয়াতটির ব্যাখ্যা এখানেই শেষ করেন নি। তার পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলো কুফরকে 'আমালী ও আক্বীদা এই দু'ভাগের বিভক্তিকেই সমর্থন করে। -সঙ্কলক।

না সে কাফির" –এই আয়াতটি মুসলিমদের জন্য। "যা আল্লাহ নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিধান জারি করে না সে যালিম" –এই আয়াতটি ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে। "যা আল্লাহ নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিধান জারি করে না সে ফাসিক্ব" –এই আয়াতটি নাসারাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। অনুরূপ হুশাইম ও সাওরী থেকে, তাঁরা যাকারিয়া বিন আবী যায়েদাহ থেকে, তিনি শু'বা থেকে বর্ণনা রয়েছে।

'আব্দুর রাজ্জাক বলেন: আমাদের খবর দিয়েছেন মু'আম্মার, তিনি ইবনে তাউস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবনে আব্বাস ﷺ কে আল্লাহর বাণী– "যা আল্লাহ নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিধান জারি করে না সে কাফির" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ﷺ বললেন: هي به كفر এটা কুফর। তাউস ﵀ বলেন: এটা আল্লাহ, মালাইকা, আসমানী কিতাব ও রসূলকে অস্বীকার করার মতো কুফর নয়।[২৩] সাওরী বলেন: তিনি জুরাইজ থেকে, তিনি 'আতা ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ﵀ বলেন: কুফরের মধ্যে কম-বেশি আছে, যুলুমের মধ্যে কম বেশি আছে, তেমনি ফিসক্বের মধ্যেও কম-বেশী আছে– (ইবনে জারীর)। তিনি বলেন, ওয়াকী সুফিয়ান থেকে, তিনি সাঈদ আল-মাক্কী থেকে, তিনি তাউস ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন: "যা আল্লাহ নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিধান জারি করে না সে কাফির" আয়াতটি সম্পর্কে তিনি ﵀ বলেন: এ ধরণের কুফরের জন্য কেউ মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ হয় না।

আবূ হাতিম বলেন: আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ মুকিরী, (তিনি বলেন) আমাদের সুফিয়ান বিন উয়ায়না হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি হিশাম বিন হুজায়ের থেকে, তিনি তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ আল্লাহর বাণী: "যা আল্লাহ নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যে বিধান জারি

---

২৩. তাউস থেকে ইবনে আব্বাস ﷺ ও তাউসের নিজের বর্ণনাটি মূলত একটি বর্ণনা। যা পরবর্তীতে 'তাফসীরে খাযেন'-এর উদ্ধৃতিতে তাউসের সাথে ইবনে আব্বাস ﷺ-এর প্রশ্নোত্তরে সুস্পষ্ট হবে। অনেকে উদ্ধৃতিগুলো ভিন্ন ভিন্ন মনে করে বিভ্রান্ত হচ্ছেন, ভুল পথের দাও'য়াত দিচ্ছেন। –সঙ্কলক

করে না সে কাফির" সম্পর্কে বলেন: আয়াতটিতে সেই কুফরের কথা বলা হয়নি, যার দিকে এরা গিয়েছে। হাকিম তার মুস্তাদরাকে এটি বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলে, এটা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ, কিন্তু তারা উদ্ধৃত করেন নি।

৩. তাফসীরে খাযেন: ইমাম আবূল হাসান (খাযেন) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর لُبَابُ التَّأْوِيْلِ فِيْ مَعَانِي التَّنْزِيْلِ এ বলেন:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ بِمَعْنَى : أَنَّ الْيَهُوْدَ لَمَّا أَنْكَرُوْا حُكْمَ اللهِ تَعَالَى الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ وَقَالُوْا إِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِمْ ، فَهُمْ كَافِرُوْنَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِمُوْسٰى وَالتَّوْرَاةِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْقُرْآنِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْمَنْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَاتُ الثَّلَاثُ وَهِيَ قَوْلُهُ : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴾ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ : الْآيَاتُ الثَّلَاثُ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ وَمَنْ غَيَّرَ حُكْمَ اللهِ مِنَ الْيَهُوْدِ ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ وَإِنِ ارْتَكَبَ كَبِيْرَةً ، لَا يُقَالُ إِنَّهُ كَافِرٌ وَهٰذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ . وَيَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ هٰذَا الْقَوْلِ مَا رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴾ فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ هٰذِهِ الْآيَاتُ الثَّلَاثُ فِي الْيَهُوْدِ خَاصَّةً قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرُ أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِيْ هٰذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ مَنْ تَرَكَ الْحُكْمَ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ رَدًّا لِكِتَابِ اللهِ فَهُوَ كَافِرٌ ظَالِمٌ فَاسِقٌ .

وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ جَاحِدًا بِهِ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ وَهٰذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَاخْتَارَ الزَّجَّاجُ لِأَنَّهُ قَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَىٰ الَّتِيْ أَتَانَا بِهَا الْأَنْبِيَاءُ بَاطِلٌ فَهُوَ كَافِرٌ.

وَقَالَ طَاوُسٌ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَكَافِرٌ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ؟ فَقَالَ : بِهٖ كُفْرٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنَحوُ هٰذَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ . وَقَالَ : هُوَ كُفْرٌ دُوْنَ الْكُفْرِ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَالْحَسَنُ وَالنَّخعِيُّ : هٰذِهِ الْآيَاتُ الثَّلَاثُ عَامَّةٌ فِي الْيَهُوْدِ وَفِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فَكُلُّ مَنِ ارْتَشٰى وَبَدَّلَ الْحُكْمَ فَحَكَمَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَظَلَمَ وَفَسَقَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ السُّدِّيُّ لِأَنَّهٗ ظَاهِرُ الْخِطَابِ . وَقِيْلَ : هٰذَا فِيْمَنْ عَلِمَ نَصَّ حُكْمِ اللهِ ثُمَّ رَدَّهٗ عِيَانًا عَمَدًا وَحَكَمَ بِغَيْرِهٖ وَأَمَّا مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ النَّصُّ أَوْ أَخْطَأَ فِي التَّأْوِيْلِ فَلَا يَدْخُلُ فِيْ هٰذَا الْوَعِيْدِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ .

"... وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ" আয়াতটির দাবি: নিশ্চয় ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা তাওরাতের মাধ্যমে তাদের উপর বিধিবদ্ধকৃত আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার করতো এবং বলতো এটা জারি করা আমাদের জন্য ওয়াজিব নয় (তাদের সাথে সম্পৃক্ত) তাদের কুফর হলো, মূসা عليه السلام-এর তাওরাত, মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরআনকে বর্জন করা। আলেমদের মধ্যে (সূরা মায়িদাহ- ৪৪-৪৭) আয়াত তিনটির নাযিলের প্রেক্ষাপট নিয়ে মতপার্থক্য আছে। একদল মুফাসসিরীন বলেছেন: আয়াত তিনটি ইয়াহুদীদের মধ্যকার কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধি বিধান জারি করত। কেননা মুসলিম (যে কুরআন ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি প্রকাশ্য ঈমান এনেছে, সে) যদি কাজটি করে তবে তা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভূক্ত। তাকে কাফির সম্বোধন করা যাবে না- এটা ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه, ক্বাতাদাহ ও যিহ্হাকের উক্তি। **তাঁদের উক্তির বিশুদ্ধতার** স্বপক্ষে বারা বিন আযিব এর বর্ণনা আছে। তিনি رضي الله عنه **বলেন: ... কাফির** ... যালিম.... ফাসিক্ব (আয়াত তিনটি) কাফিরদের সম্পর্কে **নাযিল হয়েছে** -(সহীহ মুসলিম)। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন: "... কাফির ... যালিম.... ফাসিক" আয়াত তিনটি ইয়াহুদী গোত্র কুরায়যা ও বনূ নাযীরের ক্ষেত্রে খাস- (আবূ দাউদ)। মুজাহিদ বলেছেন: যারা আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুমকে লজ্মন করে আল্লাহর কিতাব হিসাবে রদ (খণ্ডন) করে- তারাই কাফির, যালিম ও ফাসিক্ব।

ইকরামা ﷺ বলেন: যারা আল্লাহর হুকুম জারি না করার জন্য চেষ্টারত– তারা কাফির। আর যারা স্বীকার করে কিন্তু সে অনুযায়ী বিধান জারি করে না তারা যালেম ও ফাসেক্ব। ইবনে আব্বাস ﷺ-এর মতও অনুরূপ। যাজ্জাজ এটা গ্রহণ করেছেন। কেননা তিনি বলেন: যে মনে করে বিধানের মধ্যে যেগুলো আল্লাহ ﷻ'র আহকাম, যা আম্বিয়া ﷺ-গণ এনেছিলেন– সেগুলো বাতিল, তবে সে কাফির। তাউস বলেছেন: ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান জারি করে না সে কি বড় কাফির? তিনি বললেন: بِهِ كُفْرٌ এটা কুফর, তবে এ কুফর দ্বারা মিল্লাত (দ্বীন) থেকে বহিষ্কার হয় না; যেভাবে আল্লাহ, তাঁর মালাইকা, তাঁর রসূল, আখিরাত প্রভৃতির কুফর (মিল্লাত থেকে বহিষ্কার করে)।[২৪] 'আতা থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, "তিনি (ইবনে 'আব্বাস ﷺ) এটাও বলেছেন: هُوَ كُفْرٌ دُوْنَ الْكُفْرِ "এটি কুফরের চেয়ে কম কুফর।" ইবনে মাস'উদ, হাসান ও নাখ'য়ী বলেছেন: আয়াত তিনটি 'আমভাবে ইয়াহুদী ও এই উম্মাতের জন্য। তাদের মধ্যে যারা ঘুষ নেয় এবং বিধান বদলে দেয়, ফলে তা আল্লাহর হুকুমের বিরোধি হলে তবে সে কাফির, যালিম ও ফাসিক্ব। সুদ্দীও আয়াতের বাহ্যিক সম্বোধন দ্বারা এ দিকেই গিয়েছেন।[২৫] (তবে) দুর্বল মত হল: যার আল্লাহর হুকুমের প্রমাণ জানা আছে, অতঃপর তা জেনে-বুঝে রদ করে এবং বিপরিত হুকুম দেয়; তেমনি যে আল্লাহর

---

২৪. আখবারুল কা'যা গ্রন্থে (১/৪১ পৃষ্ঠা) ইবনে আব্বাসের উক্তিটি হল : كَفَى بِهِ كُفْرُهُ "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট।" যা নিঃসন্দেহে তাউসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। পক্ষান্তরে তাউস কর্তৃক 'তাফসীরে খাযেনের' উল্লিখিত বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ। এ পর্যায়ে বর্ণনাগুলো একটি অপরটির ব্যাখ্যা। তাছাড়া كَفَى بِهِ كُفْرُهُ দ্বারাও বড় এবং ছোট উভয় কুফর অর্থ হতে পারে। এ সম্পর্কে "আয়াতে তাহক্বীম ও সালফে সালেহীন" অধ্যায়ে হাফেয ইবনে ক্বাইয়েমের ﷺ উদ্ধৃতি আসবে ইনশাআল্লাহ। –সঙ্কলক

২৫. এই উক্তির মাধ্যমে 'আমালী ও আক্বীদাগত কুফরের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয় না। যার কারণে উভয় পক্ষই এ ধরণের উদ্ধৃতি দ্বারা নিজেদের স্বপক্ষে দলিল গ্রহণ করে থাকে। তবে ঘুষ সম্পর্কীত আমলটি দ্বারা আমরা এভাবে সমন্বয় করতে পারি যে, যখন ঘুষ গ্রহণ কেবল আমলের দিক থেকে হয় তখন তা 'আমালী কুফর' এবং যখন এর সীমা আক্বীদা–বিশ্বাসের দিক থেকেও হয় তখনই কেবল চূড়ান্ত কুফর হয়। যা ইসলাম থেকে তাকে বহিষ্কার করে। –সঙ্কলক

দলীল-প্রমাণ গোপন করে অথবা ব্যাখ্যা দ্বারা বিকৃত করে সে উক্ত হুকুমের অন্তর্ভূক্ত নয়। আল্লাহই এই হুকুমের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞাত আছেন।

(তাফসীরে খাযেন, সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের তাফসীর)

৪. **তাফসীরে বগভী:** মুহিউস সুন্নাহ ইমাম বগভী رحمه الله তাঁর তাফসীর 'مَعَالِمُ التَّنْزِيْلِ'-এ লিখেছেন:

قَالَ قَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَاتُ الثَّلَاثُ فِي الْيَهُوْدِ دُوْنَ مَنْ أَسَاءَ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ. رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾ وَالظَّالِمُوْنَ وَالْفَاسِقُوْنَ كُلُّهَا فِي الْكَافِرِيْنَ، وَقِيْلَ: هِيَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ: لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، بَلْ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ بِهِ [كَافِرٌ] وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُوْنَ فِسْقٍ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ مَعْنَاهُ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ جَاحِدًا بِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ. وَسُئِلَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ يَحْيٰى الْكِنَانِيْ عَنْ هٰذِهِ الْآيَاتِ، فَقَالَ: إِنَّهَا تَقَعُ عَلٰى جَمِيْعِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَا عَلٰى بَعْضِهِ، فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِجَمِيْعِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَهُوَ كَافِرٌ ظَالِمٌ فَاسِقٌ، فَأَمَّا مَنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَتَرَكَ الشِّرْكَ، ثُمَّ لَمْ يَحْكُمْ [بِجَمِيْعِ] مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الشَّرَائِعِ لَمْ يَسْتَوْجِبْ حُكْمَ هٰذِهِ الْآيَاتِ.

"ক্বাতাদাহ ও যাহ্হাক বলেছেন: এই তিনটি আয়াত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তেমনি এই উম্মাতের পাপীদের সম্পর্কেও। বারা বিন 'আযিব ﷺ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর বাণী: 'যারা হুকুম জারি করে না আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী, তারাই কাফির...... যালিম, ...ফাসিক্ব" –এর সবগুলোই কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত। বলা হয়: সমস্ত মানুষ এর অন্তর্ভূক্ত। ইবনে 'আব্বাস ﷺ ও তাউস رحمه الله বলেছেন: এই কুফর মিল্লাত (দ্বীন) থেকে বের করে দেয় না, বরং যখন কেউ 'আমলটি করে তখন সেটা (কুফর) হয়। তবে এটা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি কুফর করার মত নয়।

'আতা رحمه الله বলেছেন: এটা কুফরের চেয়ে কম কুফর, যুলুমের চেয়ে কম যুলম, ফিসক্বের চেয়ে কম ফিসক্ব। অনুরূপ অর্থে ইকরামাহ বলেছেন : যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান জারি করে না, অস্বীকার করে সে কাফির। আর যে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু বিধান জারি করে না সে যালিম ও ফাসিক্ব। 'আব্দুল 'আযীয বিন ইয়াহইয়া আল-কিনানীকে আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এটি আল্লাহর নাযিলকৃত সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে সংঘটিত হলে প্রযোজ্য, বিশেষ কিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি করে না সে কাফির, যালিম ও ফাসিক্ব। সুতরাং যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত ও শিরক ত্যাগকারী এবং (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শরি'আতী বিষয় জারি করে না, তবে তার প্রতি আলোচ্য আয়াতটির প্রয়োগ ওয়াজিব হয় না।

[তাফসীরে বগভী, সূরা মায়িদা– ৪৪ নং আয়াতের তাফসীর]

৫. <u>তাফসীরে কাবীর:</u> ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ-এ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

قَالَ : ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُوْلَى : الْمَقْصُوْدُ مِنْ هٰذَا الْكَلَامِ تَهْدِيْدُ الْيَهُوْدِ فِيْ إِقْدَامِهِمْ عَلٰى تَحْرِيْفِ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى فِيْ حَدِّ الزَّانِي الْمُحْصِنِ ، يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمَّا أَنكَرُوْا حُكْمَ اللهِ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ وَقَالُوْا : إِنَّهٗ غَيْر وَاجِب ، فَهُمْ كَافِرُوْنَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، لاَ يَسْتَحِقُّوْنَ اِسْمَ الْإِيْمَانِ لاَ بِمُوسٰى وَالتَّوْرَاةِ وَلاَ بِمُحَمَّدٍ وَالْقُرْآنِ .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَتِ الْخَوَارِجُ : كُلُّ مَنْ عَصَى اللهَ فَهُوَ كَافِرٌ. وَقَالَ جَمْهُوْرُ الْأَئِمَةِ : لَيْسَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ ، أَمَّا الْخَوَارِجُ فَقَدْ اِحْتَجُّوْا بِهٰذِهِ الآيَةِ وَقَالُوْا : إِنَّهَا نَصٌّ فِيْ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَكُلّ مَنْ أَذْنَبَ فَقَدْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللهُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ كَافِراً . وَذَكَرَ الْمُتَكَلِّمُوْنَ وَالْمُفَسِّرُوْنَ أَجْوِبَةً عَنْ هٰذِهِ الشُّبْهَةِ

اَلْأَوَّلُ : أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْيَهُوْدِ فَتَكُوْنُ مُخْتَصَّةً بِهِمْ ، وَهٰذَا ضَعِيْفٌ لِأَنَّ الْإِعْتِبَارَ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَاوَلَ دَفْعَ هٰذَا السُّؤَالِ فَقَالَ : اَلْمُرَادُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ مِنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ، وَهٰذَا أَيْضاً ضَعِيْفٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ كَلاَمٌ أَدْخَلَ فِيْهِ كَلِمَةُ ﴿ منْ ﴾ فِيْ مَعْرِضِ الشَّرْطِ ، فَيَكُوْنُ لِلْعُمُوْمِ . وَقَوْلُ مَنْ يَقُوْلُ : الْمُرَادُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنْزَلَ اللهُ مِنَ الَّذِيْنَ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي النَّصِّ وَذٰلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ .

اَلثَّانِيْ : قَالَ عَطَاءٌ : هُوَ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ . وَقَالَ طَاوُسُ : لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ كَمَنْ يَكْفُرُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الآيَةَ عَلٰى كُفْرِ النِّعْمَةِ لاَ عَلٰى كُفْرِ الدِّيْنِ ، وَهُوَ أَيْضاً ضَعِيْفٌ ، لِأَنَّ لَفْظَ الْكُفْرِ إِذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ إِلَى الْكُفْرِ فِي الدِّيْنِ .

وَالثَّالِثُ : قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيْ : يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَعْنٰى : وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ فَعَلَ فِعْلاً يُضَاهِيْ أَفْعَالَ الْكُفَّارِ ، وَيَشْبَهُ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ الْكَافِرِيْنَ ، وَهٰذَا ضَعِيْفٌ أَيْضاً لِأَنَّهُ عُدُوْلٌ عَنِ الظَّاهِرِ .

وَالرَّابِعُ : قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيْ : قَوْلُهُ ﴿ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ صِيْغَةُ عُمُوْمٍ ، فَقَوْلُهُ ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ مَعْنَاهُ مَنْ أَتٰى بِضِدِّ حُكْمِ اللهِ تَعَالٰى فِيْ كُلِّ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ، وَهٰذَا حَقٌّ لِأَنَّ الْكَافِرَ هُوَ الَّذِيْ أَتٰى بِضِدِّ حُكْمِ اللهِ تَعَالٰى فِيْ كُلِّ مَا أَنْزَلَ اللهُ ، أَمَّا الْفَاسِقُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِضِدِّ حُكْمِ اللهِ إِلاَّ فِي الْقَلِيْلِ ، وَهُوَ الْعَمَلُ ، أَمَّا فِي الْإِعْتِقَادِ وَالْإِقْرَارُ فَهُوَ مُوَافِقٌ ، وَهٰذَا أَيْضاً ضَعِيْفٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَعِيْداً مَخْصُوْصاً بِمَنْ خَالَفَ حُكْمَ اللهُ تَعَالٰى فِي كُلِّ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَتَنَاوَلْ هٰذَا الْوَعِيْدُ الْيَهُوْدَ بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِمْ حُكْمَ اللهِ فِي الرَّجْمِ ، وَأَجْمَعَ الْمُفَسِّرُوْنَ عَلٰى أَنَّ هٰذَا الْوَعِيْدَ يَتَنَاوَلُ الْيَهُوْدَ بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِمْ حُكْمَ اللهِ تَعَالٰى فِيْ وَاقِعَةِ الرَّجْمِ ، فَيَدُلُّ عَلٰى سُقُوْطِ هٰذَا الْجَوَابِ ،

وَالْخَامِسُ : قَالَ عِكْرِمَةُ : قَوْلُهُ ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَنكَرَ بِقَلْبِهِ وَجَحَدَ بِلِسَانِهِ ، أَمَّا مَنْ عَرَفَ بِقَلْبِهِ كَوْنَهُ حُكْمَ اللهِ وَأَقَرَّ بِلِسَانِهِ كَوْنَهُ حُكْمَ اللهِ ، إِلَّا أَنَّهُ أَتَى بِمَا يُضَادُّهُ فَهُوَ حَاكِمٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَلٰكِنَّهُ تَارِكٌ لَهُ ، فَلَا يَلْزَمُ دُخُوْلُهُ تَحْتَ هٰذِهِ الْآيَةِ ، وَهٰذَا هُوَ الْجَوَابُ الصَّحِيْحُ وَاللهُ أَعْلَمُ .

মহান আল্লাহ বাণী: "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা হুকুম জারি করে না তারাই কাফির"-এ আয়াতে দু'টি মাসআলা আছে:

প্রথম মাসআলা: আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, ইয়াহুদীদের ভীতি প্রদর্শন করা, কেননা বিবাহিত যেনাকারীর হদের (শাস্তির) ব্যাপারে আল্লাহর দেওয়া বিধানকে তারা বিকৃত করে নিজেদের মধ্যে ক্বায়েম রেখেছিল। কেননা তাদের উপর বিধিবদ্ধকৃত তাওরাতের হুকুমকে তারা অস্বীকার করেছিল। তারা বলতো: এটা জারি করা তাদের উপর ওয়াজিব নয়। এই নিকৃষ্ট কাজের জন্য তারা কাফির। তারা প্রকৃত ঈমানের দাবি পূরণ করত না, মূসার عليه السلام-এর তাওরাতের প্রতিও না এবং মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরআনের প্রতিও ঈমান রাখত না।

দ্বিতীয় মাসআলা: খারেজীরা বলে: যে কোন ব্যাপারে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারী কাফির। কিন্তু অধিকাংশ ইমামগণ বলেছেন: এমনটি নয়। তবে খারেজীরা আয়াতটি দ্বারা নিজেদের পক্ষে দলিল গ্রহণ করে থাকে। তারা বলে: এ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল, যে কোন বিষয়েই কেউ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিরোধি হুকুম দিলে সে কাফির। তেমনি যে ব্যক্তি এমন কোন পাপে জড়িত হয় যা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিরোধি (বা পাপ হিসাবে স্বীকৃত), তবে তার কাফির হওয়াটা ওয়াজিব (নিশ্চিত)। মুতাকাল্লিম ও মুফাস্‌সিরগণ এই সংশয়ের যে জবাব দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

প্রথমত: আয়াতটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়, এজন্য এর দাবি তাদের সাথে খাস (সুনির্দিষ্ট)। এ মতটি য'য়ীফ, কেননা শব্দের 'আম দাবির ভিত্তিতে এর সবব (কারণটি) সুনির্দিষ্ট হয় না। যারা আলোচ্য বিতর্কটি খণ্ডনের চেষ্টা করেন, তারা বলেন: আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, যারা

Contents

হুকুম করে না যা তাদের প্রতি পূর্বে (তাওরাত/ইনজিলে) আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে– তারাই কাফির। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন: وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ বাক্যগুলোর মধ্যকার "مَنْ" শব্দটি মা'রিযে শর্ত (معرض الشرط), যার দাবিই 'আম (ব্যাপকার্থক) নেয়া। আর যারা বলে থাকেন: وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ এর উদ্দেশ্য তারাই যাদের বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি উক্ত দলিলের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন –যা জায়েয নয়।

দ্বিতীয়ত: 'আতা رحمه الله বলেছেন, এটা كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (কুফরের চেয়ে কম কুফর)। তাউস বলেছেন: এটা এমন কুফর নয় যা মিল্লাত থেকে বহিষ্কার করে, যেভাবে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি কুফর (বহিষ্কার করে)। কেননা তাদের ব্যাপারে আয়াতটির সম্পৃক্ততা 'কুফরুন নিয়ামাত' (প্রদত্ত বিষয়াদির প্রতি কুফর) ছিল, 'কুফরুদ দ্বীন' (দ্বীনের মধ্যকার কুফর) ছিল না। এই মতটিও য'য়ীফ। কেননা এখানে আল-কুফর শব্দটি দ্বীনের কুফরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

তৃতীয়ত: ইবনুল আম্বাবারী رحمه الله বলেন: আয়াতটির জায়েয অর্থ হলো– আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি না করার 'আমলটি কারো দ্বারা বাস্তবায়িত হলে তা কাফিরদের 'আমলের মতো। অর্থাৎ কাফিরদের বাড়াবাড়ির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটাও দুর্বল উপস্থাপনা। কেননা তাদের বিমুখতা সুস্পষ্ট।

চতুর্থত: 'আব্দুল আযীয বিন ইয়াহইয়া আল-কিনানী বলেন, আল্লাহর বাণী : بِمَا أَنزَلَ اللهُ সিগায়ে 'আম। সুতরাং আল্লাহর বাণী: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ-এর অর্থ হলো, যদি কেউ আল্লাহর ﷻ'র নাযিলকৃত সমস্ত হুকুমের বিরোধিতা করে তবে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত। আর ফাসিক হল, যে ব্যক্তি 'আমলের ব্যাপারে অল্প কিছু ছাড়া আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে যায় না। আর যদি সে আক্বীদা ও স্বীকৃতির ব্যাপারে তেমনটি করে তবেও অনুরূপ (কাফির) হবে। এটাও একটি য'য়ীফ উপস্থাপনা। কেননা যদি আয়াতটির ধমকি এমন ব্যক্তিদের জন্য সুনির্দিষ্ট হতো যারা সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর

নাযিলকৃত বিধানের বিরোধিতা করে, তবে আয়াতের ধমকীর সম্পৃক্ততা ইয়াহুদীদের সাথে হতো না– যারা (সুনির্দিষ্টভাবে) রজমের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করেছিল। মুফাসসিরগণের ইজমা' হলো, আলোচ্য ধমকী ইয়াহুদীদের সাথে সম্পৃক্ত– যারা রজম সম্পর্কীত ঘটনাতে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করেছিল। সুতরাং এই দলিল দ্বারা পূর্বোক্ত জবাবটি খণ্ডিত হয়।

পঞ্চমত: ইকরামাহ رحمه الله বলেছেন, আল্লাহর বাণী: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ-এর সম্পৃক্ততা তার সাথে, যে আন্তরিকভাবে অস্বীকার করে এবং মৌখিকভাবেও (বিরোধিতার) চেষ্টা করে। যদি কারো পরিচয় পাওয়া যায়, সে আন্তরিকভাবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করে এবং মৌখিকভাবেও আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী স্বীকৃতি দেয়– তবে যদি তাকে হাকিম হিসাবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীতে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি কেবল (আমলগত আল্লাহর নির্দেশটি) তরককারী। তাকে এ আয়াতটির অন্তর্ভূক্ত করাটা ওয়াজিব হয় না। এটাই (পূর্ণাঙ্গ) সহীহ জবাব, আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[সংযোজন: পূর্বোক্ত পাঁচটি বক্তব্যের মৌলিক দাবি এক হলেও, খারেজীদের জবাবে শেষোক্ত ইকরামাহ رحمه اللهএর উদ্ধৃতিতে পূর্ণাঙ্গতা সুস্পষ্ট। মূলত এটাই ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رحمه الله–এর বক্তব্যের দাবী। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। –সঙ্কলক]

এছাড়া ইমাম আলূসীর رحمه الله-এর "তাফসীরে রুহুল মা'আনী", ইমাম শওকানীর "তাফসীরে ফতহুল ক্বাদীর" প্রভৃতিতেও উপরোক্ত তাফসীরসমূহের ব্যাখ্যাই অনুসৃত হয়েছে। সুতরাং আমরা এটাই বলতে পারি আহলে সুন্নাতের স্বীকৃত মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ আলোচ্য সূরা মা'য়েদার ৪৪-৪৭ নং আয়াতের যে তাফসীর করেছিলেন, এ শতাব্দীর মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক্ব মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه اللهও সেই পথই অনুসরণ করেছেন।

কয়েকটি উপমহাদেশীয় প্রসিদ্ধ তাফসীর

এ পর্যায়ে আমরা এখন উপমহাদেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসীর থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

৬. **তাফসীরে মাযহারী:** কাযী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ পানিপথী رحمه الله তাঁর "তাফসীরে মাযহারী"-তে সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের শেষাংশ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ এর তাফসীরে লিখেছেন: "যদি সে আল্লাহর বিধান তুচ্ছ জ্ঞান করে অন্যরূপ বিধান দেয়। কেউ বলেছেন, এখানে কাফির হওয়ার অর্থ ফাসিক্ব হওয়া। কুফরের অর্থ সত্য গোপন করা হতে পারে। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ও তাউস رحمه الله বলেন, এটা এমন কুফরী কাজ নয়, যার দ্বারা মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন খারিজ হয়ে যায় আল্লাহ ও পরকালকে অস্বীকার করলে, বরং এরূপ করলে সে সত্যকেই গোপন করবে।"[২৬] অতঃপর তিনি رحمه الله فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-এর তাফসীরে লিখেছেন: "আল্লাহর বিধান কার্যকরী না করার কারণে।"[২৭] অতঃপর তিনি رحمه الله فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-এর তাফসীরে লিখেছেন: "এখানে ফাসিকুন এর দু' রকম অর্থ হতে পারে–

ক. আল্লাহর বিধানের আনুগত্য থেকে তারা খারিজ;

খ. আল্লাহর বিধানকে তুচ্ছ জানার কারণে ঈমান থেকে খারিজ।[২৮]

৭. **তাফহীমুল কুরআন:** সাইয়েদ আবূ আ'লা মওদূদী رحمه الله তাঁর "তাফহীমুল কুরআন"-এ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ এখানে তিনটি বিধান দিয়েছেন।

ক. তারা কাফের।

খ. তারা যালেম।

গ. তারা ফাসেক্ব।

---

[২৬]. তাফসীরে মাযহারী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৪০৫/১৯৮৮) ৩/৭০০-০১ পৃ:।

[২৭]. তাফসীরে মাযহারী ৩/৭০৭ পৃ:।

[২৮]. তাফসীরে মাযহারী ৩/৭০৯ পৃ:।

এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও তাঁর নাযিল করা আইন ত্যাগ করে নিজের বা অন্য মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে ফায়সালা করে সে আসলে বড় ধরনের অপরাধ করে। প্রথমত তার এ কাজটি আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করার শামিল, কাজেই এটি কুফরী। দ্বিতীয়ত, তার এ কাজটি ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতির বিরোধি। কারণ, আল্লাহ যথার্থ ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতি অনুযায়ীই হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহর হুকুম থেকে সরে এসে যখন সে ফায়সালা করলো তখন সে আসলে যুলুম করলো। তৃতীয়ত, বান্দা হওয়া সত্ত্বেও যখনই সে নিজের প্রভুর আইন অমান্য করে নিজের বা অন্যের মনগড়া আইন প্রবর্তন করলো তখনই সে আসলে বন্দেগী ও আনুগত্যের গণ্ডীর বাইরে পা রাখলো।[২৯] আর এটি অবাধ্যতা বা ফাসেক্বী। এ কুফরী, যুলুম ও ফাসেক্বী তার নিজের ধরন ও প্রকৃতির দিকে দিয়ে অনিবার্যভাবেই পুরোপুরি আল্লাহর হুকুম অমান্যেরই বাস্তব রূপ। যেখানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হবে সেখানে এ তিনটি বিষয় থাকবে না, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার যেমন পর্যায়ভেদ আছে তেমনি এ তিনটি বিষয়েরও পর্যায়ভেদ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে ভুল এবং নিজের বা অন্য কোন মানুষের হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুম বিরোধি ফায়সালা করে সে পুরোপুরি কাফির, যালেম ও ফাসেক্ব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কিন্তু কার্যত তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত না হলেও নিজের ঈমানকে কুফরী, যুলুম ও ফাসেক্বীর সাথে মিশিয়ে ফেলেছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে সে সকল ব্যাপারেই কাফির, ফাসেক্ব ও যালেম। আর যে ব্যক্তি কিছু ব্যাপারে অনুগত এবং কিছু ব্যাপারে অবাধ্য তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং কুফরী, যুলুম ও ফাসেক্বীর মিশ্রণ ঠিক তেমনি হারে অবস্থান করছে যেহারে সে আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে এক সাথে মিশিয়ে রেখেছে। কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতগুলোকে আহলে কিতাবদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কীত বলে গণ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর কালামের শব্দের মধ্যে এ ধরনের ব্যাখ্যা করার

---

[২৯]. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী رحمه الله ইবাদত ও ইতা'আতকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। এর ব্যাখ্যা সফিউর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله লিখিত 'ইবাদত ও ইতা'আত' অনুচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কোন অবকাশ নেই। হুযাইফা ﷺ-এর বক্তব্যই এ ধরনের ব্যাখ্যার সঠিক ও সর্বোত্তম জবাব। তাঁকে একজন বলেছিল, এ আয়াত তিনটি তো বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সে বুঝাতে চাচ্ছিল যে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা হুকুমের বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে-ই কাফির, যালেম ও ফাসেক্ব। একথা শুনে হুযাইফা ﷺ বলে ওঠেন:

نِعْمَ الْإِخْوَةِ لَكُمْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ، إِنْ كَانَتْ لَهُمْ كُلّ مُرَّة، وَلَكُمْ كُلّ حُلْوَةٍ! كَلَّا وَاللهِ، لَتَسْلُكُنَّ طَرِيْقَهُمْ قدَر الشِّرَاكِ

"এ বনী ইসরাঈল গোষ্ঠী তোমাদের কেমন চমৎকার ভাই, তিতোগুলো সব তাদের জন্য আর মিঠাগুলো সব তোমাদের জন্য। কখনো নয়, আল্লাহর ক্বসম তাদেরই পথে তোমরা কদম মিলিয়ে চলবে।"

[তাফহীমুল কুরআন (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৪২১/২০০০, আলোচ্য আয়াতের তাফসীর, টীকা ৭৭ দ্রষ্টব্য]

৮. **তাফসীরে উসমানী:** শিব্বির আহমাদ উসমানী رحمه الله তাঁর "তাফসীরে উসমানী'-তে সূরা মায়িদাহ'র ৪৪ নং আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন:

"ما انزل الله" کے مو افق حکم نہ کرنے سے غالبا یہ مراد ہے کہ منصوص حکم کے وجودہی سے انکار کردے اور اسکی جگہ دوسرے احکام اپنی رائے اور خواہش سے تصنیف کرے۔ جیسا کہ یہود نے " رجم "کے متغلق کیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہو کہ "ما انزل الله" کو عقیدة ثابت مان کر پھر فیصلہ عملا اسکے خلاف کرے تو کافر سے مرادعملی کافر ہوگا۔ یعنی اسکی عملی حالت کافروں جیسی ہی

"مَا اَنْزَلَ الله এর সম্পর্ক হলো, 'আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম না করা'-এর দ্বারা সম্ভাব্য অর্থ হবে, সুস্পষ্ট দলিলসমৃদ্ধ হুকুম থাকা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করা এবং এর পরিবর্তে নিজের রায় ও খায়েশ দ্বারা ভিন্ন বিধান প্রবর্তন করা। যেভাবে ইয়াহুদীরা 'রজমের' হুকুমের ব্যাপারে করেছিল। এ ধরনের লোকেরা কাফির হওয়ার ব্যাপারে আর কি সংশয় থাকতে পারে? আর যদি مَا اَنْزَلَ الله এর দাবি হয়, আক্বীদাগতভাবে স্বীকার করার পর আমলগত ফায়সালার ক্ষেত্রে এর বিপরীত করা– তবে সেক্ষেত্রে কাফিরের অর্থ আমলগত কুফর। অর্থাৎ তাদের আমলটি কাফিরদের মতো।" (তাফসীরে উসমানী, সূরা মায়িদা, ৪৪ নং আয়াতের তাফসীর)

৯. **তাফসীরে মাজেদীঃ** আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী رحمه الله তাঁর "তাফসীরে মাজেদী"-তে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ-আর যারা বিধান দেয় না তদনুসারে, যা নাযিল করেছেন আল্লাহ, বরং তারা শরীআত বিরোধি হুকুম-আহকামকে শরীআতসম্মত বলে মনে করে মানুষের তৈরী বিধানকে আল্লাহর বিধান বলে চালায়।

নেতৃস্থানীয় ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং গুনাহ এই ছিল যে, তারা তাদের মনগড়া মতবাদকে আল্লাহর[৩০] কানুন বলে চালিয়ে দিত। ফাতওয়া নিজের ইচ্ছামত দিত এবং বলতোঃ দ্বীনের হুকুম এরূপ। এ ধরণের দুঃসাহসী ব্যক্তিদের কুফরীর ব্যাপারে আর কি সন্দেহ হতে পারে? বিশিষ্ট তাবেঈনদের থেকে আয়াতের তাফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার নিজের হাতে লেখা কিতাবের মতানুযায়ী বিধান দেয় এবং আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করে এবং সে মনে করে যে তার কাছে যে কিতাব আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, সে কাফির হয়ে গেল– (ইবনে জারীর)। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমতও অনুরূপ।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ-এ আয়াতে مَنْ শব্দটি اَلَّذِىْ শব্দের সমার্থজ্ঞাপক এবং আয়াতটি ইয়াহুদীদের শানে নাযিলকৃত। এখানে مَنْ শব্দটি اَلَّذِىْ শব্দের সমার্থ জ্ঞাপক– (কুরতুবী)। অর্থ হলঃ ঐ সমস্ত ইয়াহুদী– যারা রজম, কিসাস ও অন্যান্য ইলাহী[৩১] বিধান পরিবর্তন করে নিজেদের মনগড়া বিধান আল্লাহ সঙ্গে সম্পৃক্ত করতো, তারা কাফির। কাজেই এখানে এরূপ উক্তি উহ্য আছেঃ ইয়াহুদীগণ, যারা ফায়সালা করে না সে মতে, যে বিধান নাযিল করেছেন আল্লাহ, তারা কাফির। সুতরাং এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে এটাই উত্তম (কুরতুবী)। খারিজীরা এ আয়াত দিয়ে জোর দাবি করে

---

৩০. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বাংলা অনুবাদেঃ 'খোদায়ী কানুন' শব্দ আছে। আমরা তা পরিবর্তন করে 'আল্লাহর কানুন' উল্লেখ করলাম।

৩১. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বাংলা অনুবাদেঃ 'খোদায়ী বিধান' শব্দ আছে। আমরা তা পরিবর্তন করে 'ইলাহী বিধান' উল্লেখ করলাম।

যে, যে সমস্ত মুসলিম[৩২] ফাসিক, তারাও কাফিরদের হুকুমের মধ্যে শামিল, যখন তারা গায়রুল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে; তখন তারা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই দলিল (খারেজীদের অন্যান্য দলিলের ন্যায়) পরিত্যাজ্য। কেননা, যে ধরণের ফায়সালার কথা এখানে বলা হয়েছে। তার সম্পর্ক আমলের সাথে নয়, বরং তা আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। আর সে ব্যক্তি অবশ্যই কাফির হয়ে যায়। যে আক্বীদার দিক দিয়ে আল্লাহর কানুন বা বিধানকে ভুল বলে এবং নিজের মতবাদকে সঠিক মনে করে। এখানে অর্থ হলো: ক্বলবের সাথে আমল করা এবং তা হলো অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তবে তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ মতানৈক্য নেই– (রূহ)। আয়াতটি সাধারণ নয়, বরং কাফিরদের বিশেষকরে ইয়াহুদীদের সাথে সম্পৃক্ত এবং এ ব্যাপারে তাবেঈনদের মাঝে আবূ সালিহ, ইকরামা, যাহহাক, কাতাদা رحمه الله-এর ও অন্যান্যরা ছাড়াও, সাহাবীদের মাঝে হুযায়ফা ও ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه একমত। বরং এতদসম্পর্কে নবী ﷺ পর্যন্ত সনদ মওজুদ আছে। যেমন– বাররা বিন আযিব رضي الله عنه নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ ﷻ বাণী: আর যারা ফায়সালা দেয় না সে মতে, যা নাযিল করেছেন আল্লাহ, তারা তো কাফির; আর যারা ফায়সালা করে না সে মতে, যা নাযিল করেছেন আল্লাহ, তারা তো ফাসিক্ব। আয়াতগুলো ফাসিক্বদের শানে নাযিল হয়েছে (ইবনে জারীর)।

আবূ সালিহ رحمه الله থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: সূরা মা'য়িদার মধ্যে যে তিনটি আয়াত আছে: "আর যারা ফায়সালা দেয় না সে মতে, যা নাযিল করেছেন আল্লাহ, তারা তো কাফির, যালিম এবং ফাসিক্ব" –আয়াতগুলি ইসলামের অনুসারীদের শানে নাযিল হয় নি, বরং তা কাফিরদের শানে নাযিল হয়েছে– (ইবনে জারীর)। যাহ্হাক رحمه الله থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: উপরোক্ত আয়াত 'আহলে কিতাবদের' শানে নাযিল হয়েছে (ইবনে জারীর)। ইকরামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উপরোক্ত আয়াতগুলি 'আহলি কিতাব' এর শানে নাযিল হয়েছে (ইবনে জারীর)। উবায়দুল্লাহ ইবনে

---

৩২. বাংলা অনুবাদে 'মুসলমান' আছে। আমরা 'মুসলিম' লিখলাম।

'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আয়াতগুলো ইয়াহুদীদের শানে নাযিল হয়েছে আর তাদের গুণাবলি বর্ণনার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে (ইবনে জারীর)। ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহ ﷻ এ আয়াত নাযিল করে- "যারা সে মত ফায়সালা করে না, যা নাযিল করেছেন আল্লাহ, তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক্ব; আয়াতত্রয় বিশেষভাবে ইয়াহুদীদের শানে নাযিল হয়েছে" (রূহ)।

বাররা ইবনে 'আযিব, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, ইবনে আব্বাস, আবূ মাজলায, আবূরাজা আতারদী, ইকরামা; উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ, হাসান বসরী প্রমুখ সুধীগণ বলেন: আয়াতগুলো 'আহলে কিতাবদের' শানে নাযিল হয়েছে। এ উম্মাতের অপরাধ বর্ণনার জন্য নয় (মা'আলিম)।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী رحمه الله স্বীয় স্বভাবসুলভ বর্ণনা ভঙ্গীতে বলেন যে, আয়াতের সম্পর্ক হলো কাফির ও আহলে কিতাবদের সাথে; বর্ণনা ধারায় তাদের কথা উল্লেখ আছে এবং এর আগেও তাদের সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। অন্যান্য বিশিষ্ট মুফাসসিরীনদের অভিমতও এরূপ। ইবনে জারীর বলেন: আমার নিকট এ অভিমতই অধিক যুক্তিযুক্ত যে, এসব আয়াত আহলে কিতাবের কাফিরদের শানে নাযিল হয়েছে। কেননা, এর পূর্বাপর আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, তাদের সম্পর্কে এগুলো নাযিল হয়েছে এবং দোষারোপ তাদেরই করা হয়েছে (ইবনে জারীর)। ইমাম শা'বী رحمه الله বলেন: আয়াতগুলো বিশেষভাবে ইয়াহুদীদের শানে নাযিল হয়েছে এবং নাহ্হাসের অভিমতও এরূপ (কুরতুবী)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ফায়সালাকে মানতে অস্বীকার করে, অথবা এমন ফায়সালা দেয়, যা আল্লাহর হুকুমের বিপরীত এবং বলে: নিশ্চয় এ হলো আল্লাহর হুকুম, সে ব্যক্তি কাফির। যেমন বনূ ইসরাঈলরা কাফির হয়েছিল, যখন তারা এরূপ করেছিল। (জাসসাস)

আল্লাহবিরোধি কানুন মোতাবেক ফায়সালা করার কারণে যদি কোন মুসলিম অভিযুক্ত হয়; তবে তখন হবে, যখন সে জেনেশুনে সজ্ঞানে শরীআতের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট বিধানের খিলাফ কিছু করবে এবং সে তখন অভিযুক্ত হবে না- যখন হুকুমটি গোপন কোন বিষয়ের ইঙ্গিতবহ হবে এবং না জেনে, না শুনে সে তার অপব্যাখ্যা করবে। এ সম্পর্কে উলামাদের অভিমত হলো- যদি কেউ শরীআতের স্পষ্ট দলিলের খিলাফ কিছু করে বা

বলে, তবে সে অভিযুক্ত হবে, পক্ষান্তরে শরীআতের গোপনতত্ত্ব যার কাছে স্পষ্ট নয়, সে যদি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করে বসে, তবে সে অভিযুক্ত হবে না (মা'আলিম)। তাবে'য়ী ইকরামা رحمه الله, যার সঙ্গে ইমাম রাযী رحمه الله-এর বক্তব্যের মিল আছে বলেন: যতক্ষণ কেউ কোন ইলাহী বিধানকে অন্তর দিয়ে মানবে এবং মুখে তা স্বীকার করবে, সে কিরূপে অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে। যদি তার কাজ-কর্ম, বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তির খিলাফ হয়, তবে তাকে গুনাহগার এবং হুকুম তরককারী বলা যেতে পারে; তাকে অস্বীকারকারী বা কাফির ও বিদ্রোহী বলা যাবে না। ইকরামা رحمه الله বলেন: আল্লাহর কথা– "যে ব্যক্তি ফায়সালা করে না সে মতে, যা নাযিল করেছেন আল্লাহ– সে কাফির"-এ অভিমত তার উপর প্রযোজ্য, যে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে এবং মুখে অস্বীকার করে এবং 'আল্লাহর হুকুম' হিসাবে যে মুখে তা স্বীকার করে, এরপর খিলাফ কিছু করে, তবে সে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার বিরোধিতাকারী নয়, বরং সে হবে তা তরককারী। সেজন্য এ আয়াতের আওতায় এনে তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। এটাই সহীহ জবাব (কাবীর)।

আমাদের যামানায় খারেজী মাযহাবের প্রচার ও প্রসার ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। সুন্দর সুন্দর নাম ও উপাধীধারী ব্যক্তিরা এ কাজে নিয়োজিত। তারা এ আয়াত দ্বারা তাদের মতাদর্শ প্রচারে প্রয়াসে। সেজন্য জরুরী মনে করে আয়াতটির ব্যাখ্যা কিছু বিস্তারিতভাবে 'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের' মাযহাব অনুযায়ী করা হলো।[৩৩]

১০. **<u>বাদীউত তাফাসীর</u>:** ইমাম বাদীউদ্দীন শাহ আর–রাশেদী رحمه الله তাঁর সিন্ধি ভাষায় লিখিত 'বাদীউত তাফাসীরে' আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরে দুররে মানসুর ও তাফসীরে কুরতুবী থেকে পূর্বোক্ত তাফসীরগুলোর সমার্থক উদ্ধৃতিগুলো দেয়ার পর লিখেছেন:

"সম্মানিত পাঠক! আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফায়সালা জারি না করা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। যেভাবে ইমাম যাহাবী তাঁর 'আল-কাবায়ির'-এর ৩১ নং কবীরাহ গুনাহর বর্ণনাতে উল্লেখ

---

৩৩. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৯২) ২/৫৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা।

করেছেন। কিন্তু কেবল কবীরা গুনাহর কারণে মুসলিম ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয় না, যতক্ষণ না সে নিজের কৃত আমলটিকে সহীহ বা হক্ব হওয়ার আক্বীদা রাখে। বরং যদি তা সে ভুল মনে করে, অথচ কোন বিশেষ (মাজবুরী) পরিস্থিতিতে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করে– তবে সে অবশ্যই যালিম ও ফাসিক্ব। কিন্তু তাকে কাফির বা ইসলাম থেকে খারিজ বলা যাবে না। এটাই আহলে সুন্নাতের ইজমা'য়ী মাসআলা যা প্রথম থেকে চলে আসছে। কিন্তু খারেজীরা সব ধরণের কবীরা গোনাহকারীকে কাফির বলে থাকে।.... তারা এই আয়াতটি দ্বারা দলিল নিয়ে থাকে এবং অন্যান্য দলিল-প্রমাণ থেকে নিজেদের চোখ বন্ধ রাখে। যেমনটি বিদ'আতীরা নিজেদের প্রমাণ উপস্থাপনে এমনটি করে থাকে।...”

[বাদীউত তাফাসীর (১৯৯৮ ইং) ৭/২৩৮ পৃষ্ঠা]

উদ্ধৃত সমস্ত তাফসীরগুলো থেকে প্রমাণিত হলো, আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে সুন্নী মুসলিমদের প্রকৃত আক্বীদা ও তাফসীর সেটাই যা শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله থেকে আমরা এই বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি। উপরোক্ত সমস্ত মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, কুফর দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা:

ক. কুফরে 'আমালী;

খ. কুফরে ইতিক্বাদী।

এই প্রকারভেদ শায়েখ আলবানী رحمه الله একাই করেন নি। তাছাড়া আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান জারি না করাতে কুফরের স্তর বিন্যাসেও তাদের উপস্থাপনায় কোন পার্থক্য নেই। যদি এই কারণে তাকে মুরজিয়া বলা হয়, তবে পূর্বোক্ত সমস্ত তাফসীরকারকগণও একই অভিযোগে অভিযুক্ত। অথচ এক্ষেত্রে তাদের উপস্থাপনায় আমরা ঐকমত্য লক্ষ করি। সুতরাং এর বিপরীত মতই গোমরাহ পথ। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

হাকিম বা বিচারককে কখন কাফির গণ্য করা যাবে?

–কামাল আহমাদ

১. **মনগড়া বা মানবরচিত বিধানকে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান বলার কারণেঃ**

আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"তোমরা আমার আয়াতকে সামান্য ও নগণ্য বিনিময়ে বিক্রি করো না। যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।" (সূরা মায়িদা: ৪৪-৪৭ আয়াত)

আয়াতটির শানে-নুযূলে প্রমাণিত হয়, ইয়াহুদীরা রজমের বিধানকে পরিবর্তন করে ভিন্ন বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলেছিল।

এমর্মে অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

"অতএব, তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যেন এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে। অতএব তাদের জন্য ওয়েল (জাহান্নাম), তাদের কিতাব লেখার জন্য এবং তাদের জন্য ওয়েল (জাহান্নাম) তাদের উপার্জনের জন্য।" (সূরা বাক্বারাহ: ৭৯ আয়াত)

সুতরাং প্রমাণিত হল, যখন কোন আলেম বা হাকিম বা অন্য যে কেউ এমন কোন বিধান বা ফতওয়া দেয় যা আল্লাহ নাযিল করেন নি। অথচ জনগণের মাঝে তা আল্লাহর বিধান হিসাবে প্রচার করে। তখনই কেবল উক্ত আয়াতগুলোর হুকুম প্রযোজ্য। যা বিভিন্ন মাযহাবী ফিক্বাহ, ফতওয়া ও সূফীদের তরীক্বাতে দেখা যায়। অথচ সেগুলোর পক্ষে আল্লাহ ﷻ কিছুই নাযিল করেন নি।

২. **আল্লাহ ﷻ'র প্রতি মিথ্যারোপ এবং অস্বীকার করার কারণে:** পূর্বোক্ত পন্থায় আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ

"তার চেয়ে অধিক যালেম কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবে এবং তার কাছে সত্য আগমনের পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। কাফিরদের বাসস্থান কি জাহান্নাম নয়? (সূরা যুমার: ২৪ আয়াত)

৩. **হারামকৃত বস্তুকে হালাল এবং হালালকৃত বস্তুকে হারাম ঘোষণা করার কারণে:**

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

"তোমাদের মুখ থেকে সাধারণভাবে যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে, তেমনি করে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে তারা সফল হবে না।" (সূরা নাহাল: ১১৬ আয়াত)

৪. **বিচারক, আলেম-উলামা, পীর–দরবেশদেরকে হালাল ও হারাম করার হক্বদার গণ্য করার কারণে:**

আল্লাহ ﷻ বলেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"তারা তাদের আহবার (আলেম) ও রুহবান (সূফী)-দের আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবা: ৩১ আয়াত)

নবী ﷺ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন:

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

"এমন নয় যে, তারা এদের ইবাদত করত। বরং এরা যদি তাদের জন্য কিছু হালাল করে দিত তখন তারা তা হালাল বলে গ্রহণ করত; এরা যখন কোন কিছু হারাম বলে স্থির করতো তখন তারাও তা হারাম বলে গ্রহণ করতো।"[৩৪]

এখানে হালাল বা হারাম নির্ধারণ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা নাযিলকৃত বা ইলাহী হুকুম গণ্য করাকে চূড়ান্ত কুফর হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কাফির হওয়ার বিভিন্ন কারণ ও শর্ত রয়েছে। এখানে আমরা কেবল আল্লাহর বিধান জারি করা ও না করার ক্ষেত্রে কাফির হওয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ উল্লেখ করলাম।

---

[৩৪]. **হাসানঃ** তিরমিযী– তাফসীরুল কুরআন, সূরা তাওবা। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীককৃত তিরমিযী হা/৩০৯৫]

আয়াতে তাহকীম ও সালফে-সালেহীন

[প্রবন্ধটি www.AsliAhleSunnet.com থেকে প্রকাশিত فتنة التكفير اور حكم بغير ما انزل الله (তাকফির বা কাফির ফাতাওয়া দেয়ার ফিতনা এবং আল্লাহ'র নাযিলকৃত বিধানের বিরোধি বিধান দেওয়া) থেকে বাছাইকৃত ইমাম ও শায়েখদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল। –অনুবাদ ও সঙ্কলন: কামাল আহমাদ]

ইমাম আহলে সুন্নাত আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله (মৃত: ২৪১ হি:)

قَالَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَعَدٍ فِيْ "سُؤَالَاتِ اِبْنِ هَانِيْ" (١٩٢/٢) سُئِلَ اَحْمَدُ: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾: فَمَا هٰذَا الْكُفْرُ؟ قَالَ: كُفْرٌ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ

"ইসামঈল বিন সা'দ তাঁর "সুওয়ালাতে ইবনে হানী" (২/১৯২)-এ বলেন, ইমাম আহমাদ رحمه الله-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি করে না তারা কাফির" (সূরা মায়িদাহ– ৪৪) আয়াতটিতে কুফরের উদ্দেশ্য কী? তিনি رحمه الله বললেন: এই কুফর মিল্লাত থেকে বহিষ্কার করে না।"

وَلَمَّا سُئِلَ اَبُوْ دَاؤُدَ الْسِّجِسْتَانِيُّ فِيْ "سُؤَالَاتِهٖ" (صـــ ١١٤) عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ، أَجَابَهٗ يَقُوْلُ طَاوُسٍ وَ عَطَاءُ الْمُتَقَدِّمِيْنَ

"যখন আবূ দাউদ সিজিস্তানীকে নিজের 'সুওয়ালাত'-এ (পৃ: ১১৪) আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি رحمه الله জবাবে বললেন: ইমাম আহমাদ رحمه الله তাউস ও 'আতা'র (থেকে) পূর্বে উল্লিখিত বক্তব্য উল্লেখ করেন।"

وَذَكَرَهٗ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بْن تَيْمِيَةَ فِيْ "مُجْمَعِ الْفَتْوٰى" (٢٥٤/٧) وَتِلْمِيْذُهٗ اِبْنُ قَيِّمٍ حُكْمُ "تَارِكِ الصَّلَاةِ" (صـــ ٥٩–٦٠): اِنَّ الْإِمَامَ اَحْمَدَ رحمه الله سُئِلَ عَنِ الْكُفْرِ الْمَذْكُوْرِ فِيْ آيَةِ الْحُكْمِ، فَقَالَ: "كُفْرٌ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، مِثْلُ الْإِيْمَانِ بَعْضُهٗ دُوْنَ بَعْضٍ، فَكَذٰلِكَ الْكُفْرُ، حَتّٰى يَجْزِى، مِنْ ذٰلِكَ اَمْرٌ لَا يَخْتَلِفُ فِيْهِ" —

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله তাঁর 'মুজমা'উল ফাতাওয়া" (৭/২৫৪)-তে এবং তাঁর ছাত্র হাফিয ইবনুল ক্বাইয়েম رحمه الله 'তারকুস সালাতে' (পৃ: ৫৯-৬০) বর্ণনা করেছেন: ইমাম আহমাদ رحمه الله-কে আলোচ্য আয়াতে তাহক্বীম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন: "এটি এমন কুফর যা মিল্লাত থেকে খারিজ করে না। যেভাবে ঈমানের (শাখাগুলো) কোনটি কোনটির থেকে কমবেশি হয়। অনুরূপভাবে কুফরও যতক্ষণ না তা জায়েয মনে করে। এভাবে ঐ ব্যক্তি এমন কুফরের অধিকারী হয় যে ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই।"

ইমাম ইবনুল বাত্তাহ رحمه الله (মৃত: ৩৬৭ হি:)

ذَكَرَ فِي "الْإِبَانَةِ"(٢/٧٢٣) : "بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوْبِ الَّتِيْ تَصِيْرُ بِصَاحِبِهَا إِلٰى كُفْرٍ غَيْرِ خَارِجٍ بِهِ مِنَ الْمِلَّةِ". وَذَكَرَ ضِمْنَ هٰذَا الْبَابِ : الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَأَوْرَدَ آثَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ عَلٰى أَنَّهُ كُفْرٌ أَصْغَرُ غَيْرُ نَاقِلٍ مِنَ الْمِلَّةِ

ইমাম ইবনুল বাত্তাহ رحمه الله তাঁর "আল-ইবানাহ"-এ একটি অনুচ্ছেদ এভাবে লিখেছেন: "ঐ সমস্ত গোনাহর বর্ণনা যা সংঘটিত হওয়ার দ্বারা ঐ কুফরের স্তরে নিয়ে যায়, যার দ্বারা মিল্লাত থেকে বহিষ্কার হয় না।" এই অনুচ্ছেদের অধীনস্থ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: (এই গুনাহর মধ্যে) "হুকুম বি গয়রি ম-আনঝালাল্লাহ"-ও অন্যতম। এ সম্পর্কে সাহাবা رضي الله عنهم তাবে'য়ীদের رحمهم الله আসার সংরক্ষিত আছে যে, এটা কুফরে আসগার– যা মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে খারিজ করে না।

ইমাম ইবনে 'আব্দুল বার رحمه الله (মৃত: ৪৬৩ হি:)

قَالَ فِي "التَّمْهِيْدِ" (٥/٧٤) : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى أَنَّ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ مِنَ الْكَبَائِرِ لِمَنْ تَعَمَّدَ ذٰلِكَ عَالِمًا بِهِ رُوِيَتْ فِيْ ذٰلِكَ آثَارٌ شَدِيْدَةٌ عَنِ السَّلَفِ وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾ وَ ﴿الظَّالِمُوْنَ﴾ وَ﴿الْفَاسِقُوْنَ﴾ نَزَلَتْ فِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ حُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَهِيَ عَامَّةٌ فِيْنَا قَالُوْا

لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ إِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ حَتّٰى يَكْفُرُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رُوِيَ هٰذَا الْمَعْنٰى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتَأْوِيْلِ الْقُرْآنِ مِنْهُمْ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَطَاؤُسُ وَعَطَاءُ

ইমাম ইবনে আব্দুল বার رحمه الله তাঁর 'আত-তামহীদ' (৫/৭৪)-এ বলেন: "এ কথার উপর আলেমদের ইজমা' হয়েছে, ফায়সালা দেয়ার সময় স্বজ্ঞানে, জেনে-বুঝে, যুলুম-অন্যায় করা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে সালাফদের থেকে জোরালো বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ ﷻ'র বাণী: "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি করে না তারা কাফির, ... যালিম, ... ও ফাসিক্ব" সম্পর্কে হুযায়ফা ও ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন: এই আয়াত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং আমাদের সাথেও এর দাবি 'আম। তাঁরা বলেছেন. এটা এমন কুফর যা মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে বহিষ্কার করে না, যখন সে এই উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি হয়। যতক্ষণ কেউ আল্লাহ, মালাইকা, কিতাবসমূহ, রসূলগণ ও কি্বয়ামাতের দিবসের প্রতি কুফর করে। আয়াতের তাফসীরটির এই অর্থ আলেমদের একটি বড় অংশের। যার মধ্যে ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه, তাউস ও আত্বাও رحمه الله আছেন।"

ইমাম ইবনুল জাওযী رحمه الله (মৃত: ৫৯৭ হি:)

قَالَ فِيْ "زَادِ الْمَسِيْرِ فِيْ عِلْمِ التَّفْسِيْرِ" (٣٦٦/٢) : أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ جَاحِدًا لَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَهُ كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُوْدُ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ مَيْلًا إِلَى الْهَوٰى مِنْ غَيْرِ جُحُوْدٍ فَهُوَ ظَالِمٌ وَفَاسِقٌ وَقَدْ رَوٰى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ فَهُوَ فَاسِقٌ وَظَالِمٌ

ইমাম ইবুনল জাওযী رحمه الله তাঁর "যাদুল মাসীর ফি 'ইলমুত তাফসীর" (২/৩৬৬)-এ বলেন: "যে আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধানের বিরোধি ফায়সালা অস্বীকৃতির সাথে করে, অথচ জানে যে এটা আল্লাহ নাযিল করেছেন– যেভাবে ইয়াহুদীরা করেছিল, তাহলে সে কাফির। আর যে

ব্যক্তি নিজের নাফসের অপবিত্রতার জন্য আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, অথচ তার এ ব্যাপারটির অস্বীকৃতির পর্যায়েও নেই, তবে সে যালিম ও ফাসিক্ব। কেননা আলী বিন আবী তালহা رحمه الله ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান جحود (অস্বীকার) করে সে কাফির। পক্ষান্তরে যে তা স্বীকার করে কিন্তু সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না, সে যালিম, ফাসিক্ব।"

ইমাম কুরতুবী رحمه الله (মৃত: ৬৭১ হি:)

وَقَالَ فِي "الْمُفْهِمِ" (٥/١١٧) : وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ يَحْتَجُّ بِظَاهِرِهِ مَنْ يُكَفِّرُ بِالذُّنُوْبِ، وَهُمُ الْخَوَارِجُ!، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لِأَنَّ هٰذِهِ الآيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْيَهُوْدِ الْمُحَرِّفِيْنَ كَلَامَ اللهِ تعَالىٰ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ، وَهُمْ كُفَّارٌ، فَيُشَارِكُهُمْ فِيْ حُكْمِهَا مَنْ يُشَارِكُهُمْ فِيْ سَبَبِ النُّزُوْلِ.

وَبَيَانُ هٰذَا : أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَلِمَ حُكْمَ اللهِ تَعَالىٰ فِيْ قَضِيَّةٍ قَطْعًا ثُمَّ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا، لَا يَخْتَلِفُ فِيْ هٰذَا، وَإِنْ كَانَ لَا عَنْ جَحَدَ عَاصِيًا مُرْتَكِبُ كَبِيْرَةٍ، لِأَنَّهُ مُصَدِّقٌ بِأَصْلِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ، وَعَالِمٌ بِوُجُوْبِ تَنْفِيْذِهِ عَلَيْهِ، لٰكِنَّهُ عَصٰى بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ، وَهٰذَا فِيْ كُلِّ مَا يَعْلَمُ مِنْ ضَرُوْرَةِ الشَّرْعِ حُكْمُهُ، كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمَعْلُوْمَةِ، وَهٰذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ

ইমাম কুরতুবী رحمه الله তাঁর "الْمفهم"-এ (৫/১১৭) বলেন: "আল্লাহর ﷻ'র বাণী: "যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি করে না, সে কাফির" –আয়াতটির বাক্যের বাহ্যিক দাবীর ভিত্তিতে যারা গোনাহকারীদের কাফির বলে, তারা হল খারেজী। অথচ এই আয়াতে তাদের স্বপক্ষে দলিল নেই। কেননা এই আয়াতটি তো ঐ সমস্ত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা আল্লাহর আহকামে তাহরীফ (বিকৃতি) করেছিল। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে তাদেরকে কাফির গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি কাফির হুকুমের মধ্যে তাদের

সাথে শরীক হবে, যার ক্ষেত্রে আয়াতের শানে-নুযূলের প্রেক্ষাপটটি মিলে যাবে।

এর ব্যাখ্যা হল: যদি কোন মুসলিম কোন ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের সুস্পষ্ট বিধান জানে, অতঃপর সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না। এ পর্যায়ে যদি সে (আল্লাহর বিধানকে) অস্বীকার করে– তবে সে কাফির। এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই। আর যদি সে অস্বীকার না করে, তবে তা গোনাহর মধ্যে কবীরা গোনাহর অন্তর্ভূক্ত। কেননা সে ঐ হুকুমকে প্রকৃতপক্ষে স্বীকার করে এবং নিজের ওপর তা প্রযোজ্য হওয়ার 'ইলমও রাখে। কিন্তু সে তার উপর আমল না করার কারণে পাপী হয়। শরী'আতের সব ধরণের জরুরী হুকুমের ক্ষেত্রে এটাই প্রযোজ্য। যেমন– সালাত প্রভৃতিতে স্বীকৃত কানুন অনুযায়ী আহলে সুন্নাতের মাযহাব এটাই।"

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله (মৃত: ৭২৮ হি:)

وَقَالَ فِي "مُجْمُوْعِ الفَتَاوٰى" (٢٦٧/٣) : وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ – الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ – أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ – الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ – أَوْ بَدَّلَ الشَّرْعَ – الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ – كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . وَفِيْ مِثْلِ هَذا نَزَلَ قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الكافرون ﴾ أَيْ هُوَ الْمُسْتَحِلُّ لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله তাঁর 'মুজমা'উ ফাতাওয়া' (৩/২৬৭)-এ বলেন: "মানুষ যখন ঐ জিনিসকে হালাল গণ্য করে যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' আছে, কিংবা ইজমাকৃত হারামকে হালাল করে, কিংবা ইজমা হওয়া শরী'আতকে বদল করে– এক্ষেত্রে ফুক্বাহগণ ঐকমত্য যে সে কাফির, মুরতাদ। দু'টি উক্তির একটি উক্তির আলোকে "যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি করে না সে কাফির" –আয়াতটি ঐ লক্ষ্যে নাযিল হয়েছে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়াও অন্য হুকুমকে হালাল গণ্য করে।"

وَقَالَ فِيْ "مِنْهَاجِ السُّنَّةِ" (٥/١٣٠): قَالَ تَعَالٰى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [٤:٦٥] فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ تَحْكِيْمَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا لٰكِنْ عَصٰى وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَهٰذَا بِمَنْزِلَةِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُصَاةِ وَهٰذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ عَلٰى تَكْفِيرِ وُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِيْنَ لَا يَحْكُمُوْنَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ثُمَّ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ اِعْتِقَادَهُمْ هُوَ حُكْمُ اللهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ بِمَا يَطُوْلُ ذِكْرُهُ هُنَا وَمَا ذَكَرْتُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ

তিনি রহিমাহুল্লাহ তার 'মিনহাজুস সুন্নাহ' (৫/১৩০)-এ বলেন, আল্লাহর বাণী: "আপনার রবের ক্বসম! তারা মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সমস্ত মোকদ্দমায় আপনাকে হাকিম না বানায়। অতঃপর আপনি যে ফায়সালা করেন সে ব্যাপারে মনে কোন সংকীর্ণতা রাখে না এবং হৃষ্টচিত্তে ক্ববুল করে নেবে।" (সূরা নিসা– ৬৫ আয়াত)। যারা নিজেদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের হুকুমকে আবশ্যক গণ্য করে না, এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহর ﷻ নিজের সত্তার ক্বসম খেয়ে বলেছেন– তারা মু'মিন নয়। অবশ্য যে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের ﷺ হুকুমকে যাহেরী ও বাতেনীভাবে আবশ্যক গণ্য করে, কিন্তু নিজের নফসের আনুগত্যের জন্যে অবাধ্য হয় (গোনাহ করে বসে), তবে এর হুকুম অন্যান্য গোনাহর মত। এটাও একটি আয়াত যা দ্বারা খারেজীরা ঐ সমস্ত হাকিমকে তাকফির করে, যারা আল্লাহ ﷻ'র শরী'আত অনুযায়ী ফায়সালা করে না। অতঃপর তারা এটাই ধারণা করে যে তাদের আক্বীদাটাই আল্লাহর হুকুম। এছাড়াও লোকেরা অনেক মন্তব্য করে থাকে, যার আলোচনা খুবই দীর্ঘ। এরপরেও আমি যতটুক বর্ণনা করেছি আলোচ্য আয়াত তারই দলিল।

وَقَالَ فِيْ "مُجْمُوْعِ الْفَتَاوٰى" (٣١٢/٧) وَإِذَا كَانَ مِنْ قَوْلِ السَّلَفِ : إِنَّ الْإِنْسَانَ يَكُونُ فِيه إِيْمَانٌ وَنِفَاقٌ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ : إِنَّهُ يَكُونُ فِيه إِيْمَانٌ وَكُفْرٌ لَيْسَ هُوَ الْكُفْرُ الَّذِي يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَّة ؛ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابُهُ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قَالُوا : كَفَرُوا كُفْرًا لَا يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَّةِ وَقَدْ اتَّبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله তাঁর "মুজমা'উ ফাতাওয়া" (৭/৩১২)-এ আরো বলেন: যেহেতু সালাফদের এই উক্তি আছে: "একজন মানুষের মধ্যে ঈমান ও কুফর একত্রে থাকতে পারে" অর্থাৎ ঐ কুফর যা মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে খারিজ করে না। যেভাবে ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه ও তাঁর সাথিরা আল্লাহ ﷻ'র বাণী: "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি করে না তারা কাফির" (সূরা মায়িদাহ– ৪৪ আয়াত) সম্পর্কে বলেছেন: "এটা এমন কুফর যা দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে না।" অনুরূপ উক্তি রয়েছে ইমাম আহমাদ رحمه الله-এর এবং অন্যান্য সালাফগণও এর অনুসরণ করেছেন।"

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম رحمه الله (মৃত: ৭৫১ হি:)

قَالَ فِيْ "مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ" (١/٣٣٦) : وَالصَّحِيْحُ : أَنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ يَتَنَاوَلُ الْكُفْرَيْنِ الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرَ بِحَسْبِ حَالِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ إِنْ اِعْتَقَدَ وُجُوْبَ الْحُكْمِ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فِيْ هٰذِهِ الْوَاقِعَةِ وَعَدَلَ عَنْهُ عِصْيَانًا لِأَنَّهُ مَعَ اِعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْعُقُوْبَةِ فَهٰذَا كُفْرٌ أَصْغَرُ وَإِنْ اِعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيْهِ مَعَ تَيَقُّنِهِ أَنَّهُ حَكَمَ اللهُ تَعَالٰى فَهٰذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ وَإِنْ جَهِلَهُ وَأَخْطَأَهُ : فَهٰذَا مُخْطِىءٌ لَهُ حُكْمُ الْمُخْطِئِيْنَ

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম رحمه الله তাঁর "মাদারেজুস সালেকীন" (১/৩৩৬)-এ লিখেছেন: "সহীহ বক্তব্য হল: আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিরোধি ফায়সালা পরিস্থিতি বিশেষে উভয় কুফর গণ্য হবে, অর্থাৎ 'কুফরে আসগার' (ছোট কুফর) ও 'কুফরে আকবার' (বড় কুফর)। যদি সে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটিতে এই আক্বীদা রাখে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি করা তার ওপর ওয়াজিব, অথচ তা থেকে বিরত থাকে তাহলে সেটা গুনাহ। কেননা সে এর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য মনে করে। এক্ষেত্রে পাপটি কুফরে আসগার। আর যদি হুকুমটি আল্লাহ ﷻ'র হওয়া সত্ত্বেও সে আক্বীদা রাখে যে, এটা তার উপর ওয়াজিব নয় বরং সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাহলে এটা কুফরে আকবার। যদিও সে এ ব্যাপারে অজ্ঞ ও ভুলকারী, তাহলে সে ভুলকারক। এ পর্যায়ে তার জন্য অন্যান্য ত্রুটিকারীর হুকুম প্রযোজ্য।"

وَ قَالَ فِي "الصَّلَاةُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا" (صـــ ٧٢): وَهَا هُنَا أَصْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْكُفْرَ نَوْعَانِ كُفْرُ عَمَلٍ وَكُفْرُ جُحُوْدٍ وَعِنَادٍ الْجُحُوْدِ أَنْ يَكْفُرَ بِمَا عَلِمَ أَنَّ الرَّسُوْلَ جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ جُحُوْدًا وَعِنَادًا مِنْ اسْمَاءِ الرَّبِّ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ وَهٰذَا الْكُفْرُ يُضَادُّ الْإِيْمَانَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَأَمَّا كُفْرُ الْعَمَلِ فَيَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُضَادُّ الْإِيْمَانَ وَإِلَى مَا لَا يُضَادُّهُ فَالسُّجُوْدُ لِلصَّنَمِ وَالْاِسْتِهَانَةِ بِالْمُصْحَفِ وَقَتْلُ النَّبِيِّ وَسَبُّهُ يُضَادُّ الْإِيْمَانَ وَأَمَّا الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَتَرْكُ الصَّلَاةِ فَهُوَ مِنَ الْكُفْرِ الْعَمَلِيِّ قَطْعًا

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম রহিমাহুল্লাহ তাঁর "الصَّلَاةُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا" (পৃ: ৭২)-এ বলেন: "এ পর্যায়ে অপর একটি উসূল পাওয়া যায়, সেটা হল কুফর দুই ধরণের হয়ে থাকে। 'আমলী কুফর এবং জুহূদ (অস্বীকৃতির) বা 'ঈনাদ (বিরোধিতার) কুফর। কুফরে জুহূদ হল, অস্বীকৃতির ভিত্তিতে ঐ কুফর যা সে জানে যে, এটা রসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন। যেমন– আল্লাহর নাম ও তাঁর সিফাত, তাঁর বিভিন্ন 'আমল ও আহকামসমূহ। এ সমস্ত কুফর ঈমানের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। পক্ষান্তরে কুফরে 'আমালী দু'ভাগে বিভক্ত– যা ঈমান বিরোধি এবং যা ঈমান বিরোধি নয়। একটি হল, যা ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমনঃ মূর্তিকে সিজদা করা, কুরআন মাজীদের অসম্মান করা, কোন নবী আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করা বা গালি দেয়া ঈমান বিরোধি।[৩৫] পক্ষান্তরে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান জারি না করা, সালাত আদায় না করা নিশ্চিতভাবে কুফরে 'আমালী।"[৩৬]

হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী রহিমাহুল্লাহ (মৃত: ৮৫২ হি:)

قَالَ فِيْ فَتْحِ الْبَارِيْ (١٢٠/١٣): اَنَّ الْآيَاتِ وَاِنْ كَانَ سَبَبُهَا أَهْلُ الْكِتَابِ لٰكِنَّ عُمُوْمَهَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُمْ لٰكِنْ لَمَّا تَقَرَّرَ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ اَنَّ مُرْتَكِبَ الْمَعْصِيَةِ لَا يُسَمّٰى كَافِرًا وَلَا يُسَمّٰى أَيْضًا ظَالِمًا لِأَنَّ الظُّلْمَ قَدْ فُسِّرَ بِالشِّرْكِ بَقِيَتِ الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ

---

৩৫. আমাদের বিরোধি পক্ষ 'আমালী কুফরের এই অংশের মধ্যেই 'হুকুম বি–গয়রি মা আনঝালাল্লাহ'–কেও গণ্য করে থাকেন। অথচ সালাফগণ এই আমলটি ই'তিক্বাদী হলে মুরতাদ কাফির গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর বিধানকে স্বীকৃতি ও মেনে নেয়া সত্ত্বেও জারি না করাকে কেবল 'আমলী কুফর গণ্য করেছেন। –অনুবাদক

৩৬. সালাত তরক করা কোন ধরণের কুফরী 'আমালী এ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। হাফেয ইবনে ক্বাইয়েম রহিমাহুল্লাহ ও মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ সালাতের স্বীকৃতিদাতার সালাত তরককে ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন কুফরে 'আমালী গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ, শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ ও শায়েখ উসায়মীন রহিমাহুল্লাহ সালাত তরক করাকেই ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক কুফরী 'আমলী গণ্য করেছেন। এর বিরোধ নিরসণের জন্য স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখব, ইঁনশাআল্লাহ। –অনুবাদক

ইবনে হাজার আস্কালানী ﵀ তাঁর ফতহুল বারীতে (১৩/১২০) বলেন: “এই আয়াতটির নাযিলের ভিত্তি যদিও আহলে কিতাব, কিন্তু 'আম দাবির ভিত্তিতে অন্যান্যরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্ধারিত শরী'আতের কায়েদার (নীতির) ভিত্তিতে পাপীকে কাফির বলা যাবে না। এমনকি অনুরূপভাবে যালিম বলাও যাবে না, কেননা যুলুমের তাফসীর হিসাবে কখনো শিরককে গণ্য করা হয়। সুতরাং তৃতীয় সিফাত (বৈশিষ্ট্য) বাকি থাকল (অর্থাৎ ফাসিক্ব শব্দটিই প্রযোজ্য)।"

শায়েখ 'আব্দুর রহমান বিন নাসির সা'দী ﵀ (মৃত: ১৩০৭ হি:)

قَالَ فِيْ تَيْسِيرِ الْكَرِيْمِ الرَّحْمٰنِ (٢/٢٩٦-٢٩٧) فَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ، وَقَدْ يَكُوْنُ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَذٰلِكَ إِذَا اِعْتَقَدَ حِلَّهُ وَجَوَازَهُ. وَقَدْ يَكُوْنُ كَبِيْرَةً مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ، وَمِنْ أَعْمَالِ الْكُفْرِ قَدْ اِسْتَحَقَّ مِنْ فِعْلِهِ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ. .... قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُوْنَ فِسْقٍ، فَهُوَ ظُلْمٌ أَكْبَرُ، عِنْدَ اِسْتِحْلَالِهِ، وَعَظِيْمَةٌ كَبِيْرَةٌ عِنْدَ فِعْلِهِ غَيْرَ مُسْتَحَلٍّ لَهُ.

শায়েখ আব্দুর রহমান নাসির আস-সা'দী ﵀ তাঁর “তায়সীরুল কারীমির রহমান” (২/২৯৬-৯৭)-এ বলেন: “আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি না করাটা কাফিরদের আমল। কখনো এই কুফর মিল্লাত (দ্বীন) থেকে বহিষ্কার করে– যখন আক্বীদার দিক থেকে তা হালাল হওয়া জায়েয করে। কখনো বড় পাপ যা কুবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এটা তখনই আমলী কুফর হয় যখন সে এর মাধ্যমে কঠিন আযাব হওয়ার যোগ্য মনে করে।....

ইবনে 'আব্বাস ﵄ বলেন: (কখনো এটা) কুফরের থেকে কম কুফর, (কখনো) যুলুমের থেকে কম যুলুম, আবার (কখনো) ফিসক্বের থেকে কম ফিসক্ব। হালাল গণ্য করাটা সর্বোচ্চ যুলুম (শিরক অর্থে)। পক্ষান্তরে হালাল গণ্য না করাটা কবীরা গোনাহর অন্তর্ভূক্ত।”

পূর্বাপর আলোচনাতে প্রমাণিত হল, আহলে সুন্নাতের স্বীকৃত আলেমদের 'হুকুম বি গয়রি মা-আনঝালাল্লাহ'-এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে ইজমা' হয়েছে।

ফিতনাতুত তাকফীর
(কাফির বলার ফিতনা)

–মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله

[এই অংশটি www.AsliAhleSunnet.com থেকে সংগৃহীত। যা উর্দু ভাষায় অনূদিত ও সঙ্কলিত 'ফিতনাতু তাকফীর আওর হুকুম বিগয়রি মা আনঝালাল্লাহ' ১৩৯-১৬২ পৃষ্ঠা থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত হল। মূল (আরবী:) মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله,উর্দূ অনুবাদ: তারিক্ব আলী বারভী (উর্দু অনুবাদক মূল আরবির ভাবানুবাদের দিকেই বেশী ঝুঁকেছেন এবং শায়েখ উসায়মীন رحمه الله প্রদত্ত টিকা সংযোজন করেছেন ও শিরোনামগুলো সংযুক্ত করেছেন), **–বাংলা অনুবাদ: কামাল আহমাদ]**

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ :

খারেজী: এই তাকফীরের মাসআলা কেবল হাকিমের (শাসকের/বিচারকের) ক্ষেত্রেই নয়, বরং মাহকুমের (শাসিতের/সাধারণ জনগণের) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটি একটি খুবই প্রাচীন ফিতনা, যা ইসলামের মধ্যকার একটি প্রাচীন ফিরক্বা হতে সৃষ্টি হয়েছিল। যারা 'খারেজী' নামে প্রসিদ্ধ।[৩৭]

---

৩৭. খারেজীদের সম্পর্কে ফিরক্বাগুলোর পরিচয় সম্পর্কীত কিতাবে লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যকার একটি ফিরক্বার অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত রয়েছে– তবে ভিন্ন অপর একটি নামে তথা "আবাদ্বিয়াহ"।

এই "আবাদ্বিয়াহ" ফিরক্বা নিকটবর্তী অতীতকাল পর্যন্ত (ইসলামী) রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে পৃথক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যারা কোনরূপ দা'ওয়াতী কাজের তৎপরতায় নিজেদেরকে জড়িত করে নি। কিন্তু বিগত বেশ কিছু বছর ধরে তারা তাদের তৎপরতা শুরু করেছে। এ সম্পর্কে আমি কিছু পুস্তিকা ও আক্বীদা সম্পর্কীত গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করেছি, যা মূলত প্রাচীন খারেজীদের আক্বীদা সম্পর্কীত ছিল। কিন্তু তারা তাদের ঐসব বৈশিষ্ট্যকে শিয়াদের মত তাক্বীয়ার দ্বারা গোপন করার চেষ্টা করছে।

তারা বলে আমরা খারেজী নই। যদিও আপনারা এটা জানেন যে, নাম পরিবর্তনে প্রকৃত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয় না। এরা কবীরা গোনাহকারীকে কাফির মনে করার ব্যাপারে খারেজীদের মতন। (টিকা: মূল আরবি 'ফিতনাতুত তাকফীর' (দারু ইবনে খুযায়মাহ, ১৪১৮ হি:) পৃ: ১৪। (বাংলা অনু:)

দ্বীনি জামা'আত থেকে বিমুখ থাকার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক

বর্তমানে কিছু জামা'আত কুরআন ও সুন্নাতের দা'ওয়াতের ব্যাপারে হক্ব জামা'আতের সাথে মিশে রয়েছে। কিন্তু হায় আফসোস! তারা কুরআন ও সুন্নাত থেকে বের হয়ে কুরআন ও সুন্নাতের নামে নতুন পথের সৃষ্টি করেছে। আমার বুঝ ও জ্ঞান মোতাবেক এর দু'টি কারণ রয়েছে:

প্রথমত: ইলমের ঘাটতি।

দ্বিতীয়ত: সবচে বড় দুর্বলতা হল, শরী'আতের আইন-কানুনের ব্যাপারে তাদের গভীর জ্ঞান না থাকা। অথচ আকাঙ্ক্ষা হল সহীহ ইসলামী দা'ওয়াতের। যার থেকে বিমুখ হওয়াকে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসংখ্য হাদীসে নাজী (মুক্তিপ্রাপ্ত) জামা'আত থেকে বহিস্কৃত বলে চিহ্নিত করেছেন। বরং আরো একধাপ এগিয়ে বলা যায়, স্বয়ং আল্লাহ ﷻ সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা এই জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নদের আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচারণকারী হিসাবে গণ্য করেছেন।

সালাফী মানহায: যেমন আল্লাহ ﷻ বলেছেন:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا —

"আর যে ব্যক্তি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁর নিকট হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে সে যেদিকে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা কত মন্দ আবাস।"[৩৮]

আলেমগণ এটা জানেন যে, আল্লাহ ﷻ কেবল এ কথা বলেই ক্ষান্ত হন নি "যে ব্যক্তি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁর নিকট হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর– তবে সে যেদিকে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো।" বরং রসূলের বিরুদ্ধাচারণের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ "এবং যে মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে" –বাক্যটিও উল্লেখ করেছেন।

[৩৮]. সূরা নিসা ঃ ১১৫ আয়াত।

"মু'মিনদের পথ"-এর অনুসরণ করা বা না করাটা, পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দৃষ্টিতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি "মু'মিনদের পথ"-এর অনুসরণ করবে সে রব্বুল 'আলামীনের দৃষ্টিতে নাজী (মুক্তিপ্রাপ্ত)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি "মু'মিনদের পথ"-এর বিপরীতে চলবে তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, আর তা কতই না মন্দ ঠিকানা।

এটাই সেই মূলকেন্দ্র যে ব্যাপারে প্রাচীন ও আধুনিক জামা'আতগুলো হোঁচট খায়। তারা سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ "মু'মিনীনদের পথে'র অনুসরণ করে না। কুরআন ও সুন্নাতের তাফসীরের ব্যাপারে নিজেদের বিবেকের দারস্থ হয় এবং নিজেদের খাহেশের (প্রবৃত্তির) আনুগত্য করে। আর এ ভুলের কারণে তারা অত্যন্ত বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত। যার ফলাফল হল, তারা সালফে-সালেহীনের মানহায থেকে খারীজ (বহিস্কৃত)।

আলোচ্য আয়াতের وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ "এবং যে মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে" -অংশটির সঠিক ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা এবং প্রকৃত গুরুত্ব নবী ﷺ-এর বিভিন্ন সহীহ হাদীসে উল্লেখ করেছেন। যার কয়েকটি আমি বর্ণনা করব। ঐ সমস্ত হাদীস সাধারণ মুসলিমদেরও অজানা নয়। তবে এর মধ্যে তাদের অজানা হল, سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ "মু'মিনদের পথ"-এর অনুসরণের ব্যাপারটি কিতাব ও সুন্নাহ'র দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও তার গুরুত্ব অনুধাবন করা। এটা (আক্বীদা বিষয়ক) এমন একটি মৌলিক দিক যা অনেক প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য ব্যক্তিরও এর গুরুত্ব বুঝতে ভুল হয়েছে ও আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে উদাসীনতা কাজ করেছে। এরা তাকফীরকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। যাদের মধ্যে অনেক জামা'আত রয়েছে- যারা নিজেদের জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের তাকফীর করাটাই খুব বড় ভুল।

এই লোকেরা মনে করছে, তারা নিজেদেরকে নেকী ও ইখলাসের মধ্যে নিয়োজিত রেখেছে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ'র কাছে কারো নাজাত বা সফলতার অর্জনের জন্য কেবল নেকনীতি ও ইখলাসই যথেষ্ট নয়। তবে অবশ্যই একজন মুসলিমের উপর জরুরী হল, সে আল্লাহ ﷻ'র জন্য নিয়্যাতে ইখলাস রাখবে এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী সর্বোত্তম আমল করবে।

মোটকথা একজন মুসলিম অবশ্যই ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে নিজে কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী 'আমল করবে এবং সে দিকেই দা'ওয়াত দিবে। তবে এর সাথে অপর একটি শর্তও জরুরী, তা হল– তাদের মানহায সঠিক ও দৃঢ়তা সম্পন্ন হওয়া। আর এটা কখনোই পূর্ণতা লাভ করে না, যতক্ষণ না সালফে-সালেহীনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

এর স্বপক্ষে কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল তিয়াত্তর ফিরক্বার হাদীস যার ইঙ্গিত আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

افْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ عَلٰى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارٰى عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدٰى وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَسَتَفْتَرِقَ أُمَّتِىْ عَلٰى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ قَالُوْا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْجَمَاعَة ـــ وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ

"ইয়াহুদীরা একাত্তর ফিরক্বাতে বিভক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি জান্নাতে যাবে, অন্য সত্তরটি ফিরক্বা জাহান্নামী হবে। নাসারাগণ বাহাত্তর ফিরক্বাতে বিভক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি জান্নাতে যাবে এবং অন্য একাত্তরটি ফিরক্বা জাহান্নামে যাবে। আর আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফিরক্বাতে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলোই জাহান্নামে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হল: ইয়া রসূলাল্লাহ! তারা কারা? তিনি ﷺ বললেন: (তারা হল) 'আল-জামা'আত'। (অন্য বর্ণনায়) যার ওপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি।"[৩৯]

---

৩৯. **সহীহ:** ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান– بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ ; হা/৩৯৯২। মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী اَلْجَمَاعَةُ 'আল-জামা'আত' শব্দে বর্ণিত হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন। অপর পক্ষে তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ বিন 'উমর থেকে বর্ণিত– مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ –"যার ওপর আমি এবং আমার সাহাবীরা আছি" –হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। [আল–বানীর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১ম খন্ড (বৈরুত: আল–মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫হি:/১৯৯৫ 'ঈসায়ী) পৃ: ৬১] অবশ্য উদ্দেশ্যের দিক থেকে হাদীসগুলো একই অর্থবোধক হওয়ায় ও অনেক সাক্ষ্য থাকায় তিনি অন্যত্র হাদীসটিকে হাসান লি-গয়রিহী বলেছেন (সলাতুল ঈদায়ীন ফিল মুসাল্লা পৃ: ৪৬)। আলবানী رحمه الله হাদীসটি কিছুটা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। –বাংলা অনুবাদক

নবী ﷺ-কে নাজী বা জান্নাতী ফিরক্বা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে তিনি যা বলেছিলেন আল্লাহ ﷻ'র উক্তি : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ "এবং যে মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে" –দ্বারা এটা পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং এই আয়াতটিতে যে মু'মিদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে– তারা হলেন নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ। যা হাদীসে বর্ণিত: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي "যার ওপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি" উক্তিটিতে সুস্পষ্ট হয়েছে। নবী ﷺ কেবল এতটুকুই যথেষ্ট মনে করেন নি। বরং এটা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তাদের জন্য যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ জবাব ছিল– যারা ছিলেন কিতাব ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট বুঝের অধিকারী। কিন্তু যদিও নবী ﷺ নিজে আল্লাহ ﷻ'র ঐ দাবির প্রতি আমল করেছিলেন যে ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ স্বয়ং তাঁর ﷺ সম্পর্কে বলেছেন: بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ "মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়।"[৪০]

সুতরাং নবী ﷺ-এর সমস্ত স্নেহ ও দয়ার দাবি হল, তিনি ﷺ তাঁর সাহাবা ﷺ এবং সমস্ত অনুসারীদের জন্য ফিরক্বায়ে নাজীয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেন তারা সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে– যার প্রতি তিনি ﷺ ও পরবর্তীতে তাঁর সাহাবীগণ ﷺ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, মুসলিমদের জন্য জায়েয নয় কিতাব ও সুন্নাত বুঝার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত জরুরী ইলমের উপর নির্ভর করবে যেমন– আরবি ভাষা, নাসিখ-মানসুখ এবং বিভিন্ন নিয়ম (উসূল) সম্পর্কীত জ্ঞান। বরং এই সমস্ত নিয়ম ছাড়াও ঐ পদ্ধতিরও অনুসরণ করা জরুরী যার ওপর সাহাবীগণ ﷺ-ও ছিলেন। কেননা এটা সবার কাছে সুস্পষ্ট যে, তাদের বর্ণনা ও জীবন থেকে বুঝা যায়– সাহাবীগণ ﷺ আল্লাহ ﷻ'র ইবাদাতের ব্যাপারে মুখলেস (নিষ্ঠাবান) ছিলেন। আর কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে আমাদের থেকে বেশী জ্ঞান রাখতেন। তাছাড়াও তাদের এমন অনেক চারিত্রিক গুণ ছিল যে ব্যাপারে তারা নিজেরাই নিজেদের তুলনা।

---

৪০. সূরা তওবা ঃ ১২৮ আয়াত।

আলোচ্য হাদীসটি পূর্বোক্ত আয়াতটির পরিপূর্ণতা দান করে। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ একজন মুসলিমকে ফিরক্বায়ে নাজিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে এ দিকে ইঙ্গিত দিলেন যে, তারা ঐ মানহাযের ওপর থাকবে যার ওপর সাহাবীগণ ﷷ ছিলেন। এই হাদীসটি 'খুলাফায়ে রাশেদীন' সম্পর্কীত হাদীসটির পরিপূরক যা সুনানগুলোতে ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

وَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে এমনি মর্মস্পর্শী ওয়ায করলেন যে, তাতে অন্তরসমূহ ভীত ও চোখসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। আমরা বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! মনে হচ্ছে এটা যেন বিদায়ী ভাষণ, তাই আপনি আমাদের উপদেশ দিন। তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি যদিও কোন গোলাম তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে, অচিরেই তারা অসংখ্য ব্যাপারে মতভেদ দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের উচিত হবে আমার ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার আদর্শকে মাড়ির মযবুত দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরা। আর তোমরা বিদআত হতে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক বিদআত সুস্পষ্ট গোমরাহী।"[৪১]

---

৪১. **সহীহ:** আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ [illegible] ও ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী হাদীসটিকে [illegible]হীহ বলেছেন (সহীহ আত-তারগী[illegible]ব ওয়াত তারহীব ১/৩৭ নং)। মুহাম্মাদ তামিরও [illegible] হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [আত-তার[illegible]গীব ওয়াত তারহীব (মিশর: দার ইবনে রজব) [illegible]/৫৮ নং। আলবানী [illegible] হাদীসটি কি[illegible]টা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। (বাংলা অনুবাদক)

এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসটির শাহেদ (সাক্ষ্য) যেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবা ﷺ তথা নিজের উম্মাতকে কেবল তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকারই নসিহত করেন নি বরং হিদায়াত অর্জনে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকেও আঁকড়ে ধরতে বলেন।

সুতরাং আমাদের ওপর জরুরী হল– আক্বীদা, ইবাদত, আখলাক, চাল-চলন প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই সালফে-সালেহীনের প্রতি লক্ষ্য রাখা। ফলে একজন মুসলিম ফিরক্বায়ে নাজিয়ার অন্তর্ভূক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ দিক যার থেকে গাফেল ও বিমুখ হওয়ার কারণে সমস্ত নতুন ও পুরাতন ফিরক্বা ও জামাআত গোমরাহ হয়েছে। কেননা আলোচ্য (সূরা নিসা– ১১৫) আয়াত এবং ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনকে আঁকড়ে থাকার হাদীস যে মানহাযের (আদর্শিক পথের) দিকে পরিচালিত করে– তারা তা কবুল করে নি। যা ছিল উম্মাতের বিভেদের কারণ। সুতরাং তাদের মৌলিক ও যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য হল– তারা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে নববী ﷺ এবং সালফে সালেহীনদের থেকে বিমুখ হয়েছে, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও বিমুখ হয়েছিল।

আয়াতে তাহ্‌কীমের সহীহ সালাফী তাফসীর

ঐ সমস্ত গোমরাহ ফিরক্বার মধ্যে একাধারে প্রাচীন ও আধুনিক ফিরক্বা হল খারেজী। তাকফীরের আসল ভিত্তি যা ইদানীং চারদিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা হল কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত। যা এই লোকেরা সব সময় উপস্থাপন করে আসছে:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।"[৪২]

আমরা সবাই জানি যে, এই আয়াতের সাথে সম্পর্কীত আয়াতগুলোতে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।"[৪৩]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই যালিম।"[৪৪]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই ফাসিক্ব।"[৪৫]

তারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে উক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রথম আয়াতটি দ্বারা দলিল গ্রহণ করছে। অর্থাৎ–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।"[৪৬]

---

[৪২]. সূরা মায়িদা ঃ ৪৪ আয়াত।

[৪৩]. সূরা মায়িদা ঃ ৪৪ আয়াত।

[৪৪]. সূরা মায়িদা ঃ ৪৫ আয়াত।

[৪৫]. সূরা মায়িদা ঃ ৪৭ আয়াত।

[৪৬]. সূরা মায়িদা ঃ ৪৪ আয়াত।

তাদের উচিত ছিল, কমপক্ষে যেসব দলিলে 'কুফর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকে কষ্ট করে হলেও একত্রিত করা। পক্ষান্তরে তারা এই একটি আয়াতে বর্ণিত 'কুফর' শব্দ দ্বারাই দ্বীন থেকে খারিজ ঘোষণা করছে। এরফলে, তাদের কাছে কোন মুসলিম যদি এই কুফরে লিপ্ত হয়, তবে ঐ মুসলিমের সাথে মুশরিক, ইয়াহুদী ও নাসারা প্রমুখদের কোন পার্থক্য নেই।

কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ'র অভিধানে 'কুফর' শব্দটির অর্থ একমাত্র এটাই নয়। অথচ তারা সেটাই দাবি করছে এবং এই ভুল বুঝ দ্বারা অনেক মুসলিমের উপর তাকফীর আরোপ করছে, অথচ তাদের প্রতি তা প্রযোজ্য নয়।

'তাকফীর' শব্দটি সবসময় একই অর্থ তথা দ্বীন থেকে খারিজ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বরং এর সম্পর্ক পরবর্তীতে দু'টি আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ন্যায়ও হয়ে থাকে– অর্থাৎ 'ফাসিক্ব' ও 'যালিম'। সুতরাং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে যালিম বা ফাসিক্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে– তার জন্য কখনই এটা প্রযোজ্য নয় যে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে। তেমনি যদি কারো ক্ষেত্রে বলা হয় যে, সে কুফর করেছে– তার অর্থ এটা নয় যে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে।

এর একটি অর্থ আরবি অভিধানে ও আমাদের শরী'আতে তথা আরবিতে নাযিলকৃত কুরআনুল কারীম দ্বারা প্রমাণিত। এ কারণে যে কেউ-ই আল্লাহ'র হুকুমের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়– সে হাকিম/শাসক হোক কিংবা সাধারণ প্রত্যেকেরই কিতাব, সুন্নাত এবং সালফে-সালেহীনের মানহায অনুযায়ী আহরিত ইলমের উপর ক্বায়েম থাকা ওয়াজিব।

আরবি ভাষার স্বকীয়তা সম্পর্কে জানা ছাড়া কুরআন ও এর সম্পর্কীত গভীর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। আর এই নিয়মও প্রযোজ্য যে, যদি কোন ব্যক্তির আরবি ভাষার ব্যাপারে এতটা শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জিত না হয়, তবে সে নিজের পরিকল্পনানুযায়ী যা সে নিজের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা করে– সেক্ষেত্রে সে ঐ সমস্ত আলেমদের দিকে নিজেকে সোপর্দ করবে যারা পূর্বে চলে গেছেন। বিশেষভাবে যাদের সাথে কুরুনে সালাসাহ (নেককারদের তিনটি যুগ)-এর সম্পর্ক রয়েছে। যাদের হিদায়াত, কামিয়াবী ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য স্বয়ং নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত। তাদের দিকে

নিজেকে সোপর্দ করার দাবি হল, তাদের মাধ্যমে পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করা। কেননা তাদের মধ্যে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পৃক্তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

আসুন আমরা পুণরায় আয়াতটির প্রসঙ্গে আসি। وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ "যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।"[৪৭] এই আয়াতটির فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ বাক্যটির উদ্দেশ্য কি–

১. সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে খারিজ (বহিষ্কার) হয়ে যাওয়া?
২. নাকি এর অর্থ– কখনো ইসলাম থেকে খারিজ হওয়া, আবার কখনো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া থেকে কিছু কম?

এ পর্যায়ে আয়াতটি কিছুক্ষণ গভীরভাবে লক্ষ করুন। কেননা আয়াতটির فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ বাক্যটির দ্বারা কখনো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। আবার কখনো এর উদ্দেশ্য হল, আমলগত দিক থেকে কোন আহকামের ব্যাপারে ইসলাম থেকে খারিজ হওয়া। এর সহীহ তাফসীরের ব্যাপারে আমাদেরকে যা সহযোগিতা করবে তা হল, নবী ﷺ–এর ঘোষিত মুফাসসির সাহাবী ইবনে আব্বাস ﵁-এর বিশ্লেষণ। কেননা, কিছু গোমরাহ ফিরক্বা ছাড়া সবাই একমত যে সাহাবী ইবনে আব্বাস ﵁ ছিলেন তাফসীরের ব্যাপারে ইমাম। আর এ কারণেই আমার জানা মতে সম্ভবত, সাহাবী ইবনে মাস'উদ ﵁ তাঁকে 'তরজামানুল কুরআন' উপাধি দিয়েছেন।

৪৭. সূরা মায়িদা– ৪৪ আয়াত।

কুফর দূনা কুফর

এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, এই তাফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস ﷺ সে সময় এমন কোন কথা শুনেছিলেন– যা আজকাল আমরা শুনছি। অর্থাৎ তখন এমন কিছু লোক ছিল যারা আয়াতটির যাহেরী (প্রকাশ্য) অর্থ গ্রহণ করত। আর যে ব্যাখ্যার প্রতি আমি এখন ইঙ্গিত করছি তা তারা অস্বীকার করত। অর্থাৎ কখনোই এটা যাহেরী অর্থ (কাফির অর্থ– মুরতাদ হওয়া) হবে না, বরং কখনো কখনো এর থেকে কম স্তরের কুফরও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ জন্যে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন:

لَيْسَ الْكُفْرُ الَّذِي تَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَهُوَ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ

"এটা ঐ কুফর নয়, যার দিকে এরা (খারেজীরা) গিয়েছে। এটা ঐ কুফর নয়, যা মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে খারিজ করে দেয়। বরং كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ "(চূড়ান্ত) কুফরের থেকে কম কুফর"।[৪৮]

এই আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে এটাই সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত জবাব। এছাড়া অন্যান্য দলিল যেখানে কুফর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোও এই মর্মটি ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়– যে ব্যাপারে আমি আমার আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি।[৪৯]

---

৪৮. **সহীহ:** এটা ইমাম হাকিম رحمه الله বর্ণনা করেছেন (২/৩১৩) এবং বলেছেন: 'সহীহুল ইসনাদ'। আর ইমাম যাহাবী رحمه الله চুপ থেকেছেন। আর তাদের দু'জনের সমন্বয়ে হক্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ তাদের উক্তি: على شرط الشيخين "সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী" দ্বারা হাদীসটি উক্ত মর্যাদাই উন্নীত হয়। অতঃপর আমি এটাও দেখলাম যে, হাফিয ইবনে কাসির رحمه الله তাঁর তাফসিরে (৬/১৬৩) হাকিম থেকে বর্ণনা করার পর বলেছেন: على شرط الشيخين "সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী"। [সিলসিলাতুল আহাদীসুস সাহীহাহ ৬/২৭০৪ নং হাদীস]

৪৯. **উর্দু অনুবাদকের টীকা:** শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসায়মীন رحمه الله ইমাম আলবানী رحمه الله-এর আলোচ্য উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: শায়েখ আলবানী رحمه الله ইবনে আব্বাস ﷺ-এর এই আসারটি দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন। এমনকি তিনি ছাড়াও অনেক আলেমে দ্বীনও এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে এর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। যদিও হাদীসের সনদটির ব্যাপারে কিছু অভিযোগ আছে, কিন্তু সমস্ত আলেম দলীলটির ব্যাপকতার ভিত্তিতে প্রকৃত মর্মের আলোকে এটির প্রতি গুরুত্বারোপ করে গ্রহণ করেছেন।

কেননা নবী ﷺ এর বাণী: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ "মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী, আর তাকে হত্যা করা কুফরী।" [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৯/৪৬০৩ নং] এতদ্বসত্ত্বেও মুসলিমদের সাথে ক্বিতাল করা দ্বীন থেকে খারিজ করে না। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেন: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا "মু'মিনদের দুই দল ক্বিতালে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেবে" (সূরা হুজুরাত– ৯ আয়াত)। এবং إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো " (সূরা হুজুরাত– ১০ আযাত)। এরপরেও তাকফীরের ফিতনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ এই বিষয়টির বিরোধিতা করেন। তারা বলেন: এই আসারটি গায়ের মাক্ববুল এবং ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। আমি তাদের জবাবে বলছি: এটা কিভাবে সহীহ নয়? যখন উক্ত বড় বড় আলেম, যারা তোমাদের থেকে অনেক বড়, বেশি সম্মানিত ও হাদীসের ব্যাপারে অনেক বেশী বিজ্ঞ! তারা হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন, অথচ তোমরা বলছ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়!!

আমাদের জন্যে এটাই যথেস্ট যে, শীর্ষস্থানীয় আলেম যেমন ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনে ক্বাইয়েম ﵀ প্রমুখ। এদের প্রত্যেকেই এটাকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ক্ববুল করেছেন, এর উপর আলোচনা করেছেন ও এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল, আসারটি সহীহ। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, ইবনে আব্বাসের আসারটি সহীহ নয় তবুও আমাদের কাছে এমন অনেক সহীহ দলিল রয়েছে যা এর সমর্থন করে যে, কুফর কখনো এমনও হয় যা দ্বীন থেকে খারিজ করে না। যেভাবে পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিংবা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ "দু'টি বিষয় মানুষের মধ্যে রয়েছে, যা তাদের জন্য কুফর:

১. বংশ নিয়ে খোঁটা দেওয়া,

২. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। [সহীহ মুসলিম, আত–তারগীব ওয়াত-তারহীব (ইফা)৪/৩৫৬ পৃ:]

নিঃসন্দেহে এই আমল মুসলিমকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এবং সম্মানিত আলেমদের অনুসরণের বদলে অন্য পথের অনুসরণের মধ্যে দিয়ে তা ঘটে থাকে– যেভাবে আলবানী ﵀ শুরুতে উল্লেখ করেছেন।

এখন আমি অপর একটি বিষয় সুস্পষ্ট করতে চাই। খারাপ নিয়্যাত খারাপ উপলব্ধির প্রতিক্রিয়া। কেননা যখন মানুষ কোন কিছুর নিয়্যাত করে তখন তার উপলব্ধি তার নিয়্যাতের দিকেই বাধ্যতামূলকভাবে ঝুঁকে পড়ে। আর এ কারণে তারা দলিল বিকৃতি করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কেননা আলেমদের প্রসিদ্ধ নীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল, তারা বলেছেন: اِسْتَدَلَّ ثُمَّ اعْتَقَدْ "দলিল খোঁজ, অতঃপর সে মোতাবেক আক্বীদা বানাও।" অথচ তাদের মধ্যে এটা নেই। বরং তারা যেন এমন: "প্রথমে একটি আক্বীদা পোষণ কর অতঃপর দলিলকে সে দিকে লক্ষ্য করে উপস্থাপন কর। যার ফলাফল হল

'কুফর' শব্দটি অনেক দলীলেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো কুফরে আকবার অর্থে আসে নি। কেননা যে সব আমলের ক্ষেত্রে 'কুফর' শব্দটি ঐ সব দলীলে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না।[৫০] ঐ সমস্ত দলিলের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি প্রসিদ্ধ হাদীস উপস্থাপন করা যায়, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ

"মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী, আর তাকে হত্যা করা কুফরী।"[৫১]

গোমরাহ হয়ে যাও।" এর কারণ তিনটি: (ক) ইলমের দৈন্যতা, (খ) শরীয়াতের ব্যাপক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে দুর্বল উপলব্ধি, ও (গ) খারাপ উপলব্ধি– যার ফলে খারাপ নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের রচনা হয়।

[৫০]. **উর্দূ অনুবাদকের টিকা ঃ** শায়েখ উসামীন رحمه الله একজন প্রশ্নকারীর উত্তরে বলেছিলেন: "খারাপ মর্ম উদ্ধারকারীদের মধ্যে এই কথারও প্রচার রয়েছে যে, তারা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله এর কথা সম্পৃক্ত করে যে: إِذَا أُطْلِقَ الْكُفْرُ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ كُفْرٌ أَكْبَرُ "যদি কুফর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় তবে তা দ্বারা কুফরে আকবারই উদ্দেশ্য হবে।" ফলে তারা এই উক্তির আলোকে বর্ণিত أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ আয়াত দ্বারা তাকফীরের দলিল নিয়ে থাকে। কিন্তু এই আয়াতটির পক্ষে এমন কোন দলিল দ্বারা এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, এর দাবি اَلْكُفْرُ (প্রকৃত / বড় কুফর)।
অথচ তাঁর থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে, তিনি اَلْكُفْرُ শব্দে যে ال-ইসমে মা'রিফাসহ এসেছে তাকে, كفر শব্দ যা ইসমে নাকিরাহ দ্বারা এসেছে তা থেকে পৃথক করেছেন।
অথচ বৈশিষ্ট্যের দিকে থেকে আমাদের কাছে هٰؤُلَاءِ الْكَافِرُوْنَ এবং هٰؤُلَاءِ كَافِرُوْنَ (তারা কাফির) উভয়ই সমান। যার দাবি হল, এ কুফরও হতে পারে যা দ্বারা দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। আসল বিষয় হল, ফে'ল (কর্মের) বৈশিষ্ট্যের সাথে, ফায়িল (কর্তার) বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য। এর আলোকে আলোচ্য আয়াতটির যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে– حُكْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ "আল্লাহ'র নাযিলকৃত বিধান ছাড়া হুকুম/শাসন করা" এমন কুফর নয় যা দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। কিন্তু এই কুফরটি আমলী কুফর– যা দ্বারা এ ধরণের হুকুমদানকারী সহীহ পথ থেকে খারিজ হয়ে যায়।
আর এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যে, ঐ সমস্ত মানবরচিত আইন কারো কাছ থেকে গ্রহণ করে তা দ্বারা নিজের দেশে ফায়সালা করা, কিংবা স্বয়ং নিজেই তা আবিষ্কার করে ঐ মানবরচিত (মনগড়া) আইন প্রতিষ্ঠিত করা (উভয়টিই একই)। প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল, সেটা কি আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত আসমানী বিধানের বিরোধি হয় কি না?

[৫১]. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৯/৪৬০৩ নং।

আমার কাছে قِتَالُه كُفْرٌ বাক্যটি আরবি ভাষার একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বগত ব্যাপার। কেননা যদি কেউ বলে: سِبَابُ الْمُسْلِمِ وَ قِتَالُه فُسُوْقٌ "মুসলিমকে গালি দেওয়া ও হত্যা করা ফাসেক্বী" –এটিও একটি সঠিক বাক্য। কেননা ফিস্‌ক্বও আল্লাহ ﷻ'র নাফরমানী তথা তাঁর ইতা'আত থেকে খারিজ হওয়া। কিন্তু যেহেতু রসূলুল্লাহ ﷺ আরবি ব্যাকরণের ফাসাহাত ও বালাগাতে সর্বোন্নত ছিলেন।

তাই তিনি বলেছেন:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُه كُفْرٌ

"মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী, আর তাকে হত্যা করা কুফরী।"[৫২]

লক্ষ করুন, আমরা হাদীসে বর্ণিত 'فسق' শব্দটিকে পূর্ববর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতের তাফসীর হিসাবে 'فسق' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ "যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই ফাসিক্ব।"[৫৩] তাহলে এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াত وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ এবং হাদীস سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী" –এ ব্যবহৃত 'فسق' শব্দটির দাবি কি একই হবে?

প্রকৃতপক্ষে 'فِسْق' শব্দটি 'كُفْر' শব্দটির পরিপূরক। যার দাবি হল 'كُفْر' শব্দটি কখনো ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, আবার কখনো 'كُفْر' শব্দটির দাবি হল যা ইসলাম থেকে খারিজ করে না। অর্থাৎ এর দাবি হল, যা পূর্বে তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (মূল কুফরের থেকে কম কুফর)। আর হাদীসটিও সেই দাবি করছে যে, এর অর্থ কখনো কুফরও হয়ে থাকে।

কেননা আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারীমে বলেছেন:

---

৫২. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৯/৪৬০৩ নং।

৫৩. সূরা মায়িদাহ– ৪৭ আয়াত।

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

"মু'মিনদের দুই দল ক্বিতালে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেবে। আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা ক্বিতাল করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[৫৪]

এই আয়াতটিতে আমাদের রব বিদ্রোহী ফিরক্বার বর্ণনা দিয়েছেন যারা ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ তথা প্রকৃত মু'মিন দলের সাথে ক্বিতাল করে। কিন্তু তাদের প্রতি কুফরের হুকুম দেন নি। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে "মুসলিমকে হত্যা করা কুফর।" সুতরাং প্রমাণিত হল, ক্বিতাল কুফর কিন্তু এটি دُوْنَ كُفْرٍ (ছোট কুফর) যা ইবনে আব্বাস ﷺ-এর পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

৫৪. সূরা হুজুরাত ঃ ৯ আয়াত।

কুফরে আমালী ও কুফরে ই'তিক্বাদী

মুসলিম কর্তৃক মুসলিমের সাথে ক্বিতাল করা বর্বরতা, চরমপন্থা, ফিসক্ব ও কুফর। কিন্তু এই ব্যাখ্যাসহ যে, কখনো তা কুফরে আমালী (আমলগত কুফর) আবার কখনো কুফরে ই'তিক্বাদী (আক্বীদা/বিশ্বাসগত কুফর)। এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু উক্ত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ দু'টির মধ্যেই রয়েছে। যার ব্যাখ্যা (ইবনে আব্বাস ﷺ-এর পরে) সত্যিকারের ইমাম শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله এবং তাঁর একনিষ্ঠ ছাত্র ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম আল-যাওজি رحمه الله করেছেন। কেননা তারা কুরআনের অর্থে কুফরের এই দু' ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তাঁর ছাত্র হাফেয ইবনে ক্বাইয়েম رحمهما الله তাঁদের আলোচনার মধ্যে সব সময় 'কুফরী আমালী' ও 'কুফরে ইতি'ক্বাদী'-এর বিবরণ দিয়েছেন। কেননা, যদি এই পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখা না হয়, তবে মুসলিমরা অজ্ঞতাবশত মুসলিম জামা'আত থেকে খারিজ হয়ে ঐ ফিতনার মধ্যে নিমজ্জিত হবে যার মধ্যে প্রাচীন যামানাতে খারেজীরা পতিত হয়েছিল। অতঃপর বর্তমান যামানাতেও কিছু লোক এ ফিতনার মধ্যে পড়েছে।

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে 'قتاله كفر' এর অর্থ দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হওয়া নয়। এ মর্মে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা একত্রিত করলে একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব হত। কিন্তু এটা তাদের কাছে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না যারা আলোচ্য আয়াতের তাফসীরটি কেবল 'কুফরে ই'তিক্বাদী' অর্থে গ্রহণ করে থাকে। অথচ প্রকৃত সত্য হল, এর স্বপক্ষে এত অধিক সংখ্যক দলিল রয়েছে যেখানে 'الكفر' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর দাবি কখনই এটা নয় যে, সম্পূর্ণ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া। এই মুহূর্তে আমাদের এই দলিলটিই খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট যে, এক মুসলিম অপর মুসলিমকে হত্যা করা 'কুফরে আমালী' এবং কখনই এটা 'কুফরে ই'তিক্বাদী' (আক্বীদাগত কুফর) নয়।[৫৫]

---

৫৫. এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুস্পষ্ট হাদীসও আছে। উবাদা ইবনে সামিত رضي الله عنه বলেছেন كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ

এখন আমি জামা'আতুত তাকফীর ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তথা শাসক, অধীনস্থ সাধারণ জনগণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করব যারা ঐ হুকুমাতের অধীনে কাজ ও চাকরি করার কারণে তাকফীরের শিকার হচ্ছেন।[৫৬] অর্থাৎ তাদের অধীনতার পাপের কারণে কাফির বলা হচ্ছে।[৫৭]

عَلَى اللَّه وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ فَعُوقبَ به فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْه فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

"আমরা কোন বৈঠকে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বসেছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার কাছে এ বলে বায়য়াত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, যিনা করবে, চুরি করবে না এবং কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে (অর্থাৎ ক্বিসাসের কারণে)। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তা পূর্ণ করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে। আর যদি কেউ উক্ত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয়ে শাস্তি ভোগ করে, তবে তাই তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয় অতঃপর আল্লাহ ﷻ তা গোপন রাখেন, তবে বিষয়টি মহান আল্লাহ'র এখতিয়ারে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।" [সহীহ মুসলিম– কিতাবুল হুদূদ بَابُ الْحُدُوْدِ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে : উবাদা رضي الله عنه বলেন: আমরা এ সকল কথার উপর তাঁর হাতে বায়য়াত করলাম।" [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১/১৭ নং] [–বাংলা অনুবাদক]

[৫৬]. **সাহাবী আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা** رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُوْنَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلاَ يَكُوْنَنَّ عَرِيفًا وَلاَ شُرْطِيًّا وَلاَ جَابِيًا وَلاَ خَازِنًا

"অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই তোমাদের উপর এমন আমীর (শাসক) হবে, যারা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকদের নিজের কাছে টেনে নেবে এবং তারা সালাতের ওয়াক্ত গড়িয়ে যাওয়ার পর তা আদায় করবে। এই সময় তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে যেন তত্ত্বাবধায়ক, পুলিশ, যাকাতের সম্পদ আদায়কারী ও খাজাঞ্চী নিযুক্ত না হয়।" [সহীহ ইবনে হিব্বান, আত–তারগীব ওয়াত তারহীব (ইফা) ১/৫৫৭ পৃ:; হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন – ইমাম হায়সামী (মুজমু'আয়ায়ে যাওয়ায়েদ ৫/৯২২৫ নং), হুসাইন সালীম আসাদ (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আবী ইয়ালা ২/১১১৫ নং) ও মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (আস–সাহীহাহ ১/৩৬০ নং)। [বাংলা অনুবাদক]

[৫৭]. আমরা আল্লাহর কাছে (মুসলিমদেরকে তাকফির করার ব্যাপারে) ক্ষমা চাচ্ছি – শায়েখ উসায়মীন। [উর্দূ অনুবাদক]

হাকিম (শাসক) ও মাহকুম (প্রজা/শাসিত)-এর প্রতি তাকফীর

আমি আলোচ্য কথাগুলো আমার কাছে প্রশ্নকারী ভাইদের কাছ থেকে পেয়েছি যারা পূর্বে জামা'আতুত তাকফীরের অন্তর্ভূক্ত ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমি তাদের কাছে জানতে চাই, আপনারা অনেক হাকিম (শাসক)-কে কাফির গণ্য করেন। কিন্তু আপনারা ইমাম, খতীব, মুয়াজ্জিন ও মাসজিদের খাদেমদেরকেও তাকফীর কেন করেন? এমনকি আপনারা ইলমে শরী'আতের উস্তাদ যারা বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান করছেন তাদের প্রতিও তাকফীর করেন!!

তারা উত্তরে এটাই বলেন যে, কেননা এই লোকেরা ঐ হাকিম (শাসক) ও তাদের শাসনতন্ত্রের প্রতি রাযী, অথচ তা আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত শরী'আতের বিরোধি।

আমি তাদের বলি: যদি এই রাযী বা সন্তুষ্টি আন্তরিকভাবে হয়ে থাকে তবে তো এই আমালী কুফর প্রকৃতপক্ষে ই'তিক্বাদী কুফরে পরিণত হয়। সুতরাং যদি কোন হাকিম (শাসক/বিচারক) আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফায়সালা না করে এবং এটা মনে করে যে, এই হুকুম বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেশি উপযোগী। পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাতের বিধি-বিধান বর্তমান যামানার জন্য উপযোগী নয়, তবে নিঃসন্দেহে তার এই কুফর–কুফরে ই'তিক্বাদী এবং কখনই তা কুফরে 'আমালী নয়। আর কেউ যদি এই ধারণার প্রতি রাযী বা সন্তুষ্ট থাকে তবে সে কাফির।[৫৮]

কিন্তু আপনারা যে সমস্ত শাসক পশ্চিমা আইন দ্বারা কম বা বেশি বিধান জারি করছে– তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা কখনই এটা বলবে না যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই আইন দ্বারা শাসন চালানো জরুরী এবং ইসলাম অনুযায়ী শাসন চালান জায়েয নয়। বরং তারা এভাবেও বলবে না যে, আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী শাসন চালানোর সম্ভব হচ্ছে না। কেননা এটা বললে তারা নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে।

---

৫৮. এই আক্বীদা রাখা সত্ত্বেও লোকেরা আমাকে 'যামানার মুরজিয়া' (মুরজিয়াতুল 'আসর) বলে তুহমাত (অপবাদ) দেয়া শুরু করেছে– শায়েখ আলবানী। (উর্দূ অনুবাদক)

এখন আমি যদি শাসিত প্রজাসাধারণ– যার মধ্যে উলামা ও নেককার ব্যক্তিগণ রয়েছেন তাদের প্রসঙ্গে আসি, সেক্ষেত্রেও বলব যে, আপনারা কেন তাদের প্রতি তাকফির করছেন? সম্ভবত এই কারণে যে, তারা ঐ হুকুমাতের অধীনে জীবন–যাপন করছে। অথচ ঐ হুকুমাতের অধীনে জীবন-যাপনের ব্যাপারে আপনারাও (জামা'আতুত তাকফীর) হুবহু তাদেরই মত। পার্থক্য এতুটুকু যে, আপনারা শাসকদের কাফির ঘোষণা করছেন। পক্ষান্তরে আলেমগণ এটা বলছেন না যে, তারা দ্বীনের থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে। বরং তারা বলেনঃ আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত শরী'আত দ্বারা শাসন চালান ওয়াজিব এবং আমলগত কারণে কোনটির বিরোধিতার জন্য এটা জরুরী নয় যে, সেই আলেম বা হাকিম/শাসক দ্বীন ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে।

সংশয়ঃ একবার বা কয়েকবার আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি না করলে কাফির হয় না। কিন্তু বারবার বা সবসময় আল্লাহ ﷻ'র বিধানের বিরোধি হুকুম জারি করলে কাফির হয়ে যায়।

বিতর্ককারীদের মধ্যে যাদের গোমরাহী ও ভুল-ক্রটিগুলো সুস্পষ্ট হয়েছে, আমি তাদের একটি পক্ষকে জিজ্ঞাসা করি : আমরা কখন একজন কালেমায়ে শাহাদাতের (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله) দাবীদার যারা সালাতও আদায় করে তাদের দ্বীন থেকে মুরতাদ হিসাবে গণ্য করব?

মূলতঃ এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি একটি দিকে থাকবে। আর তা হল – আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করাই দ্বীন থেকে মুরতাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদিও এই তাকফীরকারীরা নিজের মুখ থেকে এই জবাব দিবে না– তবে মূলত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই।

এই প্রশ্ন তাদের সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয় এবং তাদের থেকে কোন জবাব পাওয়া যায় না। তখন আমি তাদের নিম্নোক্ত উদাহরণটি উপস্থাপন করি যা তাদের নির্বাক করে দেয়। যেমন আমি তাদের বলেছি– "একজন হাকিম (শাসক/বিচারক) তিনি শরী'আত মোতাবেক ফায়সালা করবেন এবং এটাই তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোন একটি ফায়সালাতে তিনি বিচ্যুত হয়ে শরী'আত বিরোধি ফায়সালা দেন– অর্থাৎ কোন যালিমকে হক্ব দিয়ে

দিলেন এবং মাযলুমকে বঞ্চিত করলেন। বলুন তো– এটা কি 'হুকুম বিগয়রি মা-আনঝালাল্লাহ' নয়?

আপনারা কি বলবেন সে কুফর তথা মুরতাদ হওয়ার কুফর করেছে?"

তারা জবাব দিল: না।

আমি বললাম: কেন না, সে তো আল্লাহ'র শরী'আতের বিরোধিতা করেছে।

তারা জবাব দিল: এটা তো কেবল একবার সংঘটিত হয়েছে।

আমি বললাম: খুব ভাল। যদি এই হাকিম দ্বারা দ্বিতীয়বার শরী'আতের বিরোধিতা হয়, কিংবা ভিন্ন কোন ব্যাপারে সংঘটিত হয় যা শরী'আতের বিরোধি– তাহলে সে কি কাফির হবে?

আমি তিন-চার বার তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, কখন তাকে কাফির বলব? তারা এর কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে পারল না যে, কতবার শরী'আতের খেলাফ হলে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

যখন আমি উক্ত বক্তব্যটি ভিন্নভাবে বললাম: যদি আপনারা এটা মনে করেন যে, সে একটি শরী'আত বিরোধি হুকুমকে উত্তম হিসাবে অব্যাহত রাখে এবং ইসলামী হুকুমের অবমাননা প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে আপনারা তার প্রতি মুরতাদের হুকুম লাগাতে পারেন। যখন অন্যক্ষেত্রে আপনারা তাকে শরী'আতের বিরোধি ফায়সালা করতে দেখবেন তখন জিজ্ঞাসা করবেন– হে শায়েখ! আপনি কেন আল্লাহ'র নাযিলকৃত বিধানের বিরোধি ফায়সালা করছেন? সে তখন ক্বসম করে বলবে– "আমি ভয়ে এটা করেছি বা নিজের প্রাণের হুমকি ছিল, কিংবা আমি ঘুষ নিয়েছে প্রভৃতি।" শেষোক্ত অজুহাতটি পূর্বের দু'টি থেকেও নিকৃষ্ট। এরপরেও আপনারা এটা বলতে পারেন না যে, সে কাফির– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেই ঘোষণা দেয়। অর্থাৎ নিজের অন্তরের গোপন কুফর প্রকাশ করে, তথা যখন আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত হুকুম মোতাবেক ফায়সালা করা জায়েয নয় বলে মানে– কেবল তখনই আপনারা বলতে পারেন সে মুরতাদ-কাফির।

ইস্তিহলালে কুলবী ও ইস্তিহলালে 'আমালী'র পার্থক্য

যাহোক আসল বক্তব্য হল, এ ব্যাপারে স্পষ্টতা অত্যন্ত জরুরী যে, ফিসক্ব ও যুলুমের ন্যায় কুফরও দুই ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী কুফর, ফিসক্ব ও যুলুম তখনই বিবেচ্য হবে যখন ইস্তিহলালে কুলবী (আন্তরিকভাবে হারামকে হালাল জানা) সংঘটিত হবে। পক্ষান্তরে দ্বীন ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না এমন কুফর, ফিসক্ব ও যুলুম তখনই বিবেচ্য হবে যখন ইস্তিহলালে 'আমালী (হারাম কাজে লিপ্ত কিন্তু আন্তরিকভাবে কাজটি হারাম হিসাবে বিবেচনা করা) সংঘটিত হবে।

সুতরাং ঐ সমস্ত গোনাহ যেমন– ইস্তিহলালে 'আমালি রিবা (আমলগতভাবে সুদের হালালকরণ), যা এ যামানায় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে– এ সবই 'আমালী কুফরের উদাহরণ। সুতরাং ঐ গোনাহগারদের কেবল এই পাপ ও ইস্তিহলালে 'আমালী 'র জন্যে কাফির বলা আমাদের জন্য জায়েয নয়। কেননা যা কিছু তাদের অন্তরে লুকায়িত আছে তা আমাদের কাছে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, তারা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূল ﷺ কর্তৃক হারামকৃত বিষয়কে আক্বীদাগত ভাবে হালাল মনে করে না। যদি আমরা জানতে পারি যে, তারা আন্তরিকভাবেই বিরোধিতা করে তখন আমরা তাদের উপর মুরতাদের হুকুম লাগাব। আর যদি তা জানতে না পারি তবে কখনই তাদের প্রতি কুফরের হুকুম লাগানোর হক্বদার নই। কারণ আমরা ভয় করি যে, দুর্ঘটনাক্রমে আমরা যদি নবী ﷺ'র নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হই। তিনি ﷺ বলেছেন:

إذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإنْ كانَ كَمَا قَالَ وَإلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ

"যখন কেউ তার ভাইকে বলে: ইয়া কাফির; তখন যেকোন একজনের উপর অবশ্যই কুফরী পতিত হবে। যাকে কাফির বলা হল যদি সে তা হয়, অন্যথায় এটা সম্বোধনকারীর প্রতিই প্রযোজ্য হয়।"[৫৯]

উক্ত মর্মে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর পরিপূরক হিসাবে আমি ঐ সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করব, যিনি একটি মুশরিককে পাকড়াও করেন।

---

৫৯. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন بَابُ تَحْرِيمِ قَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ : يَا كَافِرُ (ঢাকা ঃ ইসলামিক সেন্টার, অনুচ্ছেদ নং ৩২৬, হাদীস নং ১৭৩২)।

এমনকি সে ঐ সাহাবীর তলোয়ারের নাগালের মধ্যে চলে আসে। তখন সে মুশরিক চট করে কালেমায়ে শাহাদাত (أشهد أن لا إله إلا الله) পাঠ করে। ঐ সাহাবী ﷺ মুশরিকটির কালেমা পাঠের দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না এবং তাকে ক্বতল করে দিলেন। যখন ঘটনাটি নবী ﷺ'র কাছে পৌঁছলো তখন তিনি তাকে কতটা কঠিনভাবে তিরষ্কৃত করলেন তা সবারই জানা আছে। সাহাবী অজুহাত পেশ করলেন যে, সে কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন: هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ "তুমি কি তার ক্বলব (অন্তর) চিরে দেখেছিল?"[৬০]

সুতরাং কুফরী ই'তিক্বাদী বা আক্বীদাগত কুফরের ভিত্তি কেবল আমলের দ্বারা ঘটে না[৬১] বরং এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। আর আমি এটা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি না যে, আমরা জানি তারা আন্তরিকভাবেই ফাসেক্ব, ফাজির বা চোর, সুদখোর প্রভৃতি। যতক্ষণ না তার অন্তরে যা আছে তা মুখ দ্বারা প্রকাশ হয়। যাহোক এর সম্পর্ক আমলের সাথে– যা এটাই সুস্পষ্ট করে যে, সে শরী'আতের আমলগত বিরোধিতা করছে। এ ক্ষেত্রে বলতে পারি, তুমি বিরোধিতা করছ, ফিস্‌ক-ফুজর করছ। কিন্তু এটা বলা যাবে না, তুমি কাফির হয়ে গেছ বা দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছ। কিন্তু তার মধ্যে যদি এমন কিছু আমাদের সামনে প্রকাশ পায় যা আল্লাহ ﷻ'র পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন– তখন মুরতাদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর তার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট হুকুম হল যা রসূলুল্লাহ ﷺ'র নিম্নোক্ত হাদীসটিতে এসেছে:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"যে নিজের দ্বীনকে বদলে ফেলল তাকে হত্যা কর।"[৬২]

---

৬০. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) কিতাবুল ক্বিসাস ৭/৩৩০৩ নং। উক্ত মুশরিকের তাৎক্ষণিক উক্ত শাহাদাত ছাড়া অন্য কোন আমল সাহাবীর জানা ছিল না। এরপরও কেবল ঈমানের স্বীকৃতিকেই কেন সাহাবী গ্রহণ করলেন না– এ কারণেই নবী ﷺ তাঁকে তিরস্কৃত করলেন। (বাংলা অনুবাদক)

৬১. শায়েখ আলবানী رحمه الله বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন: কিছু আমল এমন আছে যা সংঘটিত হলে কুফরে ই'তিক্বাদী'র হুকুম প্রযোজ্য। কেননা তার কুফরটি এতটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তার মৌখিক উপস্থাপনা বিষয়টিকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন– কুরআন মাজীদ পদদলিত হওয়ার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও এর অপমানের জন্য কাজটি সংঘটিত করা।" –উর্দু অনুবাদক

৬২. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, মিশকাত (এমদা) ৭/৩৩৭৮ নং।

মুরতাদ সম্পর্কীত হুকুমের বাস্তবায়ন

আমি হাকিম/শাসকদের কাফির সম্বোধনকারীদের বলছি, আপনাদের কথানুযায়ী যদি মেনে নিই যে, এই বিচারক/শাসকদের কুফর প্রকৃতপক্ষেই মুরতাদ হওয়ার কুফর। আর এদের উপর আরেকজন উর্ধ্বতন হাকিম/শাসক আছে যার প্রতি ওয়াজিব হল পূর্বোক্ত হাদীসের আলোকে হদ জারি করা। প্রশ্ন হল, আমলী দৃষ্টিতে যদি ধরে নেয়া হয় যে, সমস্ত হাকিম/শাসকরা কাফির মুরতাদ– সেক্ষেত্রে আপনাদের সফলতাটাই বা কি? আপনাদের পক্ষে কি এটা বাস্তবায়ন সম্ভব?

এই কাফিররাই (আপনাদের দাবীনুযায়ী) তো অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারী। আর এর চেয়ে বেশি আফসোসের বিষয় হল, আমাদের এখানে ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিন দখল করে আছে। প্রশ্ন হল, আপনারা বা আমি এর কি পরিবর্তন করতে পারছি? আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেসব শাসককে কাফির বলে গণ্য করছে– আপনারা কি তাদের বিরোধিতায় কোন কিছু করার সাহস রাখেন?[৬৩]

---

৬৩. শায়েখ উসায়মীন رحمه الله বলেছেন: এটা শায়েখ আলবানীর খুব সুন্দর বক্তব্য। যে সমস্ত লোকেরা শাসকদের কাফির বলছে, তারা কি এর দ্বারা কোন সহযোগিতা করতে পারছে? তারা কি ঐ শাসকদের থেকে মুক্ত/পৃথক হতে পারছে? না, তারা সে ক্ষমতা রাখে না। কেননা ইয়াহুদীরা বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ফিলিস্তিন দখল করে আছে, অথচ সমস্ত উম্মাত– আরব কিংবা অনারব তাদের ঐ দখলদারিত্বের কোন অবসান ঘটাতে পারে নি। তাহলে আমরা কিভাবে ঐ সমস্ত শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলব যারা আমাদের উপর হুকুমাত চালাচ্ছে ? অথচ আমরা এটা জানি যে, তাদের আমরা উৎখাত করতে সক্ষম নই। তাছাড়া এটাই অনুমিত হয় যে, আমাদের চেয়ে এ ব্যাপারে যারা অগ্রগামী তারা কেবল খুন, ডাকাতি ও সর্বোচ্চ সুনাম-সম্ভ্রম লুট করা ছাড়া অন্য কোন কার্যকরী ফলাফল আশা করতে পারছে না। অনুরূপভাবে আমরা (এই সব শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে) এর চেয়ে আর ভাল কিছু করতে পারব না। সুতরাং এতে কি-ই-বা ফায়েদা আছে? অথচ যদি কোন মুসলিম আন্তরিকভাবে এ আক্বীদা রাখে যা তার ও তার রবের মধ্যকার বিষয়ে– ঐ শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যাদের কুফর প্রকৃতপক্ষেই দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এরপরও এটা ঘোষণা দিয়ে ও প্রচার করে, এর দ্বারা ফিতনার আগুনে হাওয়া দিয়ে– আর কি-ই-বা ফায়দা হতে পারে। এ কারণে শায়েখ আলবানী আলোচ্য উক্তি অত্যন্ত উপকারী।

কিন্তু তাঁর সাথে এ মাসআলায় মতপার্থক্যের অবকাশ আছে যে, তিনি (আলবানী) তাদের প্রতি কুফরের হুকুম লাগান না। তবে কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেন, যারা আন্তরিকভাবে এটা হালাল হবার আক্বীদা রাখে। এ মাসআলার ব্যাপারে আরো কিছু==

এ কারণে এটা কতই না ভাল হত, যদি এ বিষয়টি এক দিকে রেখে দেয়া হয় এবং ঐ সমস্ত ব্যাপারে জোর তৎপরতা চালানো দরকার যার মাধ্যমে একটি সত্যিকারের ইসলামী হুকুমাত ক্বায়েম করা সম্ভব হয়। যা সম্পূর্ণরূপে নবী ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণে হবে, যার ব্যাপারে তিনি ﷺ তার সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং যার ভিত্তিতে রীতি ও নীতিমালা নির্ধারণ হয়।

==চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। কেননা আমাদের এই বক্তব্য "যে ব্যক্তি আল্লাহ'র হুকুম মোতাবেক ফায়সালা করে, কিন্তু সে এই আক্বীদা রাখে যে, গায়রুল্লাহ'র হুকুম বেশী উপযুক্ত তবে সে কাফির। যদিওবা সে আল্লাহ'র হুকুম মোতাবেক ফায়সালা করে। তার এ কুফর তো আক্বীদাগত (প্রকৃত) কুফর।"

শায়েখ আলবানী رحمه الله উক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে বলেছেন: আমি তাঁর (শায়েখ উসায়মীনের) বক্তব্যে কোনরূপ মতপার্থক্য দেখছি না। কেননা আমরা তো এটাই বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি বা হাকিম এটা মনে করে যে, অইসলামী আইন ইসলামী আইন থেকে উত্তম– যদিওবা সে আমলগতভাবে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফায়সালা করুক না কেন, সে কাফির। সুতরাং প্রমাণিত হল, এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। কেননা আসল বিষয় তো যা মানুষের অন্তরে রয়েছে– সেটাই ধর্তব্য (যখন তা প্রকাশ পায়)। কিন্তু আমাদের আলোচনা তো আমল সম্পর্কীত। আর আমার ধারণা এটা অসম্ভব যে, কেউ অইসলামী আইন জারি করল যা দ্বারা আল্লাহ'র বান্দাদের মধ্যে সে ফায়সালা করে, তবে যদি সেটাকে ইস্তিহলাল (বৈধ) করে এবং এই আক্বীদা রাখে যে, এটা শরিয়াতী আইনের চেয়ে উত্তম। তবে সুস্পষ্ট কথা হল, সে কাফির। অন্যথা কোন্ জিনিস তাকে সে দিকে ধাবিত করল (যার ফলে সে শরিয়াত বিরোধি ফায়সালা করল)।

অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব যে, যে বিষয়টি তাকে সে দিকে ধাবিত করল তা হলো– সে এমন কোন শক্তিকে ভয় করছে যে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। আর সে যদি উক্ত শরিয়াত বিরোধি ফায়সালা জারি না করে তবে তারা তার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারের বা চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করবে। এ পর্যায়ে আমি বলব, তার হুকুম অন্যান্য ঐ সব পাপের হুকুমের মত যেসব ব্যাপারে জবরদস্তি বা চাপের মুখে সংঘটিত আমলের হুকুম প্রযোজ্য। যে বিষয়টি আলোচ্য অনুচ্ছেদের সবচে গুরুত্বপূর্ণ তা হল 'মাসআলায়ে তাকফীর'। যা এই আমল তথা ঐ সমস্ত হাকিম/শাসকের বিরোধিতায় প্রয়োগ করা হচ্ছে– আর এটাই আসল সমস্যা। জি হাঁ, যদি মানুষের কাছে এতটা শক্তি সামর্থ্য থাকে যে, সে প্রত্যেক কাফির হাকিম/শাসককে নির্মূল করতে পারে। তবে আমরা এটাকে স্বাগত জানাই। তবে শর্ত হল, তারা হাদীসে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট কুফর দেখে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ'র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মাসআলাটি কোন নতুন নয় এবং এর বাস্তবায়নও সহজসাধ্য নয়– [শায়েখ আলবানী رحمه الله]।

–উর্দু অনুবাদক

বিজয় ও ইক্বামাতে দ্বীনের সহীহ্ পদ্ধতি

আমি এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি স্থানে এ ধরনের প্রত্যেকটি জামা'আতের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেছি। কেবল ইসলামী অঞ্চলগুলোতেই নয়, বরং দুনিয়াব্যাপী সর্বত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনি রসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও দ্বীনে হক্ব সহকারে, যেন তা সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী হয়– যদিও মুশরিকদের কাছে তা অপছন্দনীয়।"[৬৪]

অনুরূপভাবে কিছু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আগত দিনগুলোতে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।[৬৫] এখন এই আয়াতের বাস্তবায়নের জন্যে কি মুসলিম হাকিম/শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার দ্বারাই এই আমলটির সূচনা করতে হবে? যাদের ব্যাপারে তাদের ধারণা, এই কুফর 'মুরতাদ হওয়ার কুফর'-এর চেয়ে কম না। যদিও এ ধারণাটি বাতিল, তবুও তারা কাফির সম্বোধন করার পরও কিছুই করতে পারছে না।[৬৬]

---

৬৪. **সূরা তাওবা– ৩৩ আয়াত।**

৬৫. **মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ** ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَ ذُلِّ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِّنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

"যমীনের ওপর কোন মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না যাতে আল্লাহ ﷻ ইসলামের বাণী পৌঁছে দিবেন না– সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অপমানিতের ঘরে অপমানের সাথে। আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের উপযুক্ত করে দেবেন। পক্ষান্তরে যাদের অপমানিত করবেন, তারা ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আমি (মিক্বদাদ ﷺ তখন) বললাম: তখন তো গোটা দ্বীনই আল্লাহ'র হবে।" [আহমাদ, মিশকাত (এমদা) ১/৩৮; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/৪২ নং) –(বাংলা অনুবাদক)]

৬৬. শায়েখ উসায়মীন رحمه الله-কে আলোচ্য সংশয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়:

অনেক যুবকের মনে এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে এবং তারা এ আমলটির বিরোধিতায় খুবই তৎপর। তাদের সংশয় হল, যদি এই সমস্ত হাকিম/শাসক আল্লাহ'র নাযিলকৃত শরিয়াতের পরিবর্তে নিজ রচিত আইন প্রতিষ্ঠা করে– তবে তারা তাদের (শাসকদের) প্রতি মুরতাদ-কাফিরের হুকুম প্রয়োগ করে। এরই ভিত্তিতে তারা বলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এর উপর ক্বায়েম থাকবে ততক্ষণ তাদের সাথে ক্বিতাল করা ওয়াজিব। এ পর্যায়ে বাড়াবাড়ি হল, এই যুবকেরা নিজেদের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য করে না। কেননা দুর্বলতার সময় যে সমস্ত খাস হুকুম নাযিল হয়েছিল, তারা আয়াতে সাইফ (সূরা তাওবা– ৫ আয়াত) দ্বারা তা মানসুখ হয়েছে বলে উল্লেখ করে। বর্তমান যামানায় মুসলিমদের দুর্বলতার ক্ষেত্রে এ আমলটি লুট করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যা তারা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থাতে করেছিল।

তিনি (উসায়মীন رحمه الله) এই সংশয়টির যথাযথ জবাবে বলেন:

"প্রথমে আমাদের এটা জানা দরকার এই হাকিম/শাসকদের প্রতি মুরতাদের হুকুম প্রযোজ্য কি না? "

এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম তাদের দলীলগুলোর অবস্থা জানা জরুরী। যারা বলে থাকে যে–

১. তাদের কথা ও কাজে মুরতাদের হুকুম প্রযোজ্য;
২. কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তা প্রযোজ্য করা, এবং
৩. সর্বোপরি এ দিকে লক্ষ্য রাখা যে, তাদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় আছে কি না?

অর্থাৎ কোন দলিল দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অমুক কথা বা কাজ কুফর। এর সাথে এমন কোন অর্থ যদি পাওয়া যায় যা উক্ত ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য কুফরের সাথে সম্পর্কীত কুফরের অর্থ প্রকাশক। কেননা, অর্থতো বিভিন্নভাবে প্রয়োগ হতে পারে। যেমন– ধারণা, অজ্ঞতা, ভুল বিষয়কে প্রাধান্যদান প্রভৃতি।

যেমন– যদি কোন ব্যক্তি তার পরিবারকে বলে, "আমি যখন মারা যাব তখন আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে এবং আমার ছাই ও অবশিষ্টাংশ নদীতে/সমুদ্রে ফেলে দিবে। কেননা যদি আল্লাহ ﷻ যদি আমাকে পাকড়াও করেন তবে আমাকে এমন আযাব দেবেন, যা দুনিয়ার আর কাউকেই দেবেন না। "[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম– আবূ সাঈদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, অনুরূপ আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে মিশকাত (এমদা) ৫/২২৫৯ নং] হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ ব্যক্তিটির মধ্যে আল্লাহ'র পরিপূর্ণ কুদরতী ক্ষমতার ব্যাপারে কুফরযুক্ত সন্দেহের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ ﷻ যখন তাঁর কুদরতী ক্ষমতায় তাকে সশরীরের জীবিত করে সম্বোধন করলেন, তখন সে ব্যক্তি বলল: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ "হে আমরা রব! আমি আপনাকে ভয় পাচ্ছিলাম।" তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। যদিও তার আমলটি বিকৃত চিন্তার ফলাফল ছিল।

অনুরূপ ঐ ব্যক্তির কাহিনিও উল্লেখযোগ্য, যে ব্যক্তি তার হারিয়ে যাওয়া উট পাওয়ার পর মাত্রাতিরিক্ত খুশিতে ভুল করে বলল: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ "হে আল্লাহ ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রব।" [সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৫/২২২৪ নং] নিঃসন্দেহে এটি একটি সুস্পষ্ট আমলী কুফর। কিন্তু এর প্রতি কি চূড়ান্ত তাকফীরের হুকুম প্রযোজ্য ? সে তো নিজের বাঁধ ভাঙ্গা খুশিতে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছে এবং আবেগের

মোহে সঠিক বাক্য উচ্চারণের পরিবর্তে ভুল উচ্চারণ করে ফেলে। অর্থাৎ সে তো এটাই বলতে চাচ্ছিল যে, "হে আল্লাহ ! আমি তোমার বান্দা এবং তুমি আমার রব।" কিন্তু তার মুখ থেকে ভুলক্রমে বের হলঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার প্রভু।"

অনুরূপ যে ব্যক্তিকে কুফরের ব্যাপারে বাধ্য করা হয়েছে এবং সে উক্ত জবরদস্তির কারণে কুফরী কালেমা বলে কিংবা কোন কুফরী আমল করে তবে কুরআনের (সূরা নাহাল- ১০৬ আয়াত) দলীলের আলোকে সে কাফির নয়। কেননা তার এ ব্যাপারে আন্তরিক স্বীকৃতি ছিল না।

যাহোক এই সমস্ত হাকিম/শাসক ব্যক্তিগত বিষয় যেমন- বিয়ে, তালাক্ব, ওয়ারিসী সম্পত্তির ভাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীস মোতাবেক নিজ নিজ মাযহাবের উপর ফায়সালা করে থাকে। কিন্তু লোকদের মধ্যকার বিভিন্ন লেনদেনের ব্যাপারে যখন ফায়সালা আসে তখন তারা এক্ষেত্রে বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। কেননা তাদের উলামায়ে সূ' গণ এই বুঝ দিয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ "তোমরা দুনিয়ার বিষয়ে বেশি জান।" [সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ফাযায়েল بَابِ وُجُوب امْتِثَال مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ مَعَايِش الدُّنْيَا عَلَى سَبِيل الرَّأْى ; হা/৬২৭৭, আলবানীর সহীহুল জামে'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহু ১/১৪৮৮ নং] আর এই হুকুমটি 'আম (ব্যাপক) দাবি সম্পন্ন। সুতরাং প্রত্যেক ঐ সমস্ত ব্যাপার যেখানে দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড জড়িত সে ব্যাপারে আমরা স্বাধীন। কেননা নবী ﷺ স্বয়ং বলেছেনঃ أنتم أعلم بأمر دنياكم "তোমরা দুনিয়ার বিষয়ে বেশি জান।"

যদিও এটি একটি সংশয়ের সৃষ্টি করে কিন্তু আমরা দেখি তারা ঐ সমস্ত বিষয়ের **বৈধতাকেও স্বীকৃতি** দেয়। যেমন- হদ ক্বায়েম না করা, মদ পান প্রভৃতি বিষয়ে তারা **ইসলামী শরিয়াতের** বিপরীতে অবস্থান করে। এখন যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই **তবে কিছু ব্যাপারে** সংশয়ের বাস্তবতা সঠিক হলেও শেষোক্ত আইনগুলোর ব্যাপারে **তাদের ব্যাপারে কোন** সংশয় থাকে না। আলোচ্য অভিযোগের শেষাংশে বর্ণিত (দুর্বলতার **সময় করণীয়)** বিষয়ে বলা যায়ঃ যখন আল্লাহ ﷻ জিহাদ ফরয হওয়ার পরে বললেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ —

"হে নবী! আপনি মু'মিনদের ক্বিতালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন সবরকারী হয় তবে তারা দু'শ এর উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন সবরকারী হয় তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা নির্বোধ লোক।" [সূরা আনফাল- ৬৫ আয়াত]

আয়াতটিতে দশজন কাফিরের মোকাবেলায় একজন মু'মিনকে ক্বুবুল করা হয়। অতঃপর আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

"এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে বলে জেনেছেন। অতএব যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন সবরকারী হয় তবে তারা দু'শ জনের উপর জয় লাভ করবে আর এক হাজার হলে দু' হাজারের উপর জয়লাভ করবে। আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।" [সূরা আনফাল– ৬৬ আয়াত]

অনেক আলেম বলেন উক্ত অবস্থা পরিস্থিতি বিশেষে প্রযোজ্য। ......

[**সংযোজন:** ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন: যখন إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ আয়াতটি নাযিল হল, তখন দশ জনের বিপরীতে একজনের পলায়নও নিষিদ্ধ করা হল, তখন এটা মুসলিমদের উপর দুঃসাধ্য মনে হলে পরে তা লাঘবের বিধান এলো اَلْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন: فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ "আল্লাহ তাদেরকে সংখ্যার দিকে থেকে যখন হাল্কা করে দিলেন তাদের সবরের ক্রটির কারণে, সেই পরিমাণে তাদের সবরও হ্রাস পেল।" (সহীহ বুখারী– কিতাবুত তাফসীর, সূরা আনফাল)

সাওবান ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يُوْشِكُ الْأُمَمُ اَنْ تَدَاعَي عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَي الْأَكَلَةُ اِلي قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ، وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهَنَ. قَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ —

"অচিরেই বিশ্বের অন্যান্য জাতি তোমাদের ওপর হামলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন লোভী পেটুকেরা খাবার পাত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এমনটি হবে? তিনি বললেন, না। বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক সংখ্যক হবে কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে খড়-কুটার মত।। আল্লাহ তোমাদের দুশমনের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে অলসতার সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অলসতার সৃষ্টি হবে কেন? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি মহব্বত আর মৃত্যুকে অপছন্দ (ভয়) করার কারণে।" [আবূ দাউদ, মিশকাত ৯/৫১৩৭; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন– আলবানীর মিশকাত ৩/১৪৭৫ পৃ:]

হাসান رحمه الله বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ'র একজন সাহাবী আয়েয ইবনে আমর ﷺ একবার উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছে গেলেন। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন,বৎস! আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ "নিকৃষ্টতম রাখাল হচ্ছে অত্যাচারী শাসক।" সুতরাং তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকবে। তখন সে বলল: বসে পড়! তুমি হচ্ছ নবী ﷺ'র সাহাবীদের ভূষি স্বরূপ। জবাবে তিনি ﷺ বললেন: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِى غَيْرِهِمْ

সুতরাং কোন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে কুরআনের নিম্নোক্ত হুক্ব পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করা যাবে:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তাঁদের মধ্যেও কি ভূষি আছে? ভূষি তো তাদের পরবর্তীদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে।" [সহীহ মুসলিম– কিতাবুল ইমারাত بَابُ فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةُ الْجَائِرِ ; (ইফা) ৬/৪৫৮০ নং]

মিরদাস আসলামী ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمَرِ لاَ يُبَالِيْهِمُ اللهُ بَالَةً

"ভাল ও নেককার লোকেরা (পর্যায়েক্রমে) একের পর এক চলে যাবে। অতঃপর অবশিষ্টরা যব অথবা খেজুরের নিকৃষ্ট চিটার ন্যায় থেকে যাবে। আল্লাহ ﷻ তাদের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করবেন না।" [সহীহ বুখারী, মিশকাত ৯/৫১৩০]

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

انَّ الْاِيْمَانَ بَدَا غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَا فَطُوْبَى يَوْمَئِذ لِلْغُرَبَاءِ اذَا فَسَدَ الزَّمَانُ وَالَّذِىْ نَفْسُ أَبِى الْقَاسِمُ بِيَدِه لَيَارِزَنَّ الْاِيْمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَارُ الْحَيَّةُ فِىْ جُحْرِهَا

"**নিশ্চয় ঈমান উৎপত্তি লাভ করেছে** গরীব (পরবাসী/দুর্বল) অবস্থায় এবং তা অচিরেই **প্রত্যাবর্তন করবে সেই** অবস্থায়, যে অবস্থায় উৎপত্তি লাভ করেছিল। সুতরাং **মোবারকবাদ ঐ দিন** সেইসব গরীবদের জন্য, যখন ফাসাদের যামানা হবে। যাঁর হাতে **আবুল কাসিমের জীবন!** সেই সত্তার কৃসম! ঈমান এই দুই মাসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করবে, সর্প যেমন তার গর্তে প্রবেশ করে থাকে।" [সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ (ইফা) ১/৯৯ নং] **(বাংলা অনুবাদক)**]

তাছাড়া আমাদের কাছে এই দুর্বলতার সমর্থনে দলিল মজুদ রয়েছে যা এর সুস্পষ্টতা ও ব্যাপকতা ব্যক্ত করে। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন : لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপান না" (সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৮৬ আয়াত)। অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন : فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "সুতরাং আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬ আয়াত)।

যদি আমরা তর্কের খাতিরে মেনে নিই যে, আলেম-উলামাদের বর্ণিত শর্তের আলোকে এই সমস্ত হাকিম/শাসকদের উৎখাত করা ওয়াজিব। তবুও সেক্ষেত্রে এটা আমাদের প্রতি ওয়াজিব হয় না। কেননা তাদের পতন ঘটানোর মত শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নেই। বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট, এরপরও মানুষ নাফস অসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) যুক্ত" – শায়েখ উসায়মীন। [উর্দু অনুবাদক]

“তিনি রসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও দ্বীনে হক্ব সহকারে, যেন তা সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী হয়– যদিও মুশরিকদের কাছে তা অপছন্দনীয়।”[৬৭]

নিঃসন্দেহে এর একটিই পদ্ধতি– যা রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সাহাবীদের ﷺ বলেছিলেন। তিনি নিজের প্রত্যেক খুতবাতেও বলতেন: وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ “সর্বোত্তম হিদায়াত (পথ) হল মুহাম্মাদ ﷺ’র হিদায়াত।”[৬৮]

এ কারণে সমস্ত মুসলিম এবং কেবল মুসলিম রাষ্ট্রেই নয় বরং দুনিয়াব্যাপী ইসলামী হুকুম ক্বায়েমের সহযোগিতা করা ওয়াজিব। সর্বপ্রথম সেখানে দা‘ওয়াতকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করবে যেভাবে নবী ﷺ দা‘ওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন। যা সংক্ষেপে আমি দু’টি শব্দে উল্লেখ করে থাকি: اَلتَّصْفِيَةُ وَالتَّرْبِيَةُ [(ক) তাসফিয়্যাহ (পবিত্রতা/সংস্কার-সংশোধন) ও (খ) তারবিয়্যাহ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)।]

---

৬৭. সূরা তাওবা– ৩৩ আয়াত।

৬৮. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১/১৩৪ নং।

রসূলুল্লাহ ﷺ তাসফিয়্যাহ ও তারবিয়্যাহ'র উসওয়াতুন হাসানাহ (সর্বোত্তম আদর্শ)

আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত যার সাথে বিভ্রান্তি ও জ্ঞানের দৈনতা জড়িত। বরং বিভ্রান্ত বলাই বেশি পরিপূরক। কেননা তাদের জ্ঞান না থাকাটা অসম্ভব। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা চরমপন্থাকে পছন্দ করে, যার ফলে হাকিম/শাসককে কাফির বলা ছাড়া আর অন্য কোন ব্যাপারে তাদের প্রতি বিভ্রান্ত হওয়ার বিষয়টি দেখা যায় না। ফলে তাদের অবস্থা তেমনই হয়েছে, যেমন তাদের পূর্বে আল্লাহ'র যমীনে ইক্বামাতে দ্বীন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে দা'ওয়াত দাতাদের অবস্থা হয়েছিল। তারা শাসকদেরকে কাফির ঘোষণা করে। অতঃপর তাদের তরফ থেকে ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার ছাড়া আর কোন কিছুই পাওয়া যায় নি।

আমরা সবাই জানি, বিগত বেশ কয়েক বছরে উক্ত ফিতনার কারণে মক্কা থেকে শুরু করে মিশর পর্যন্ত নেতৃবৃন্দকে হত্যা এবং অসংখ্য নিরাপরাধ মুসলিমের রক্ত অন্যায়ভাবে ঝড়ানো হয়েছে। অবশেষে সিরিয়া ও আলজেরিয়াতেও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা ঘটে.....।

এ সবের ভিত্তি কেবলই একটি। তারা কিতাব ও সুন্নাতের দলিল-প্রমাণের বিরোধিতা করছে, বিশেষভাবে নিচের আয়াতটির। আল্লাহ ﷻ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ ﷺ'র মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"[৬৯]

তাহলে আমরা যখন যমীনে হুকুমে ইলাহী ক্বায়েম করতে চাইব, তখন কি হাকিম/শাসকদের সাথে ক্বিতাল করার মাধ্যমে করব? অথচ সেই সামর্থ্য আমাদের নেই। নাকি আমরা সেটাই করব যা নবী ﷺ করেছিলেন? নিঃসন্দেহে এর জবাব হল: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ'র মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" [সূরা আহযাব– ২১]

---

৬৯ সূরা আহযাব ঃ ২১ আয়াত।

এখন আমরা দেখব রসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে শুরু করেছিলেন:

আপনারা জানেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম তাদের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন যাদের দা'ওয়াত গ্রহণের মানসিক সম্ভাব্যতা ছিল। অতঃপর দা'ওয়াতে লাব্বায়েক বলার মত ব্যক্তিরা লাব্বায়েক বলল। এটা নবী ﷺ'র জীবন চরিত থেকে প্রমাণিত। অতঃপর দুর্বলতা ও বিরোধিতাকারীদের নির্যাতনের শিকার হলেন। শেষাবধি প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরতের হুকুম এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ..... এমনকি আল্লাহ ﷻ মদীনাতে ইসলাম ক্বায়েম করলেন। অতঃপর কাফিরদের আক্রমণের ও ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হলেন।

এ কারণে আমি তা'লিম (পাঠদান) সর্বোপ্রথম জরুরী মনে করি, যা নবী ﷺ করেছিলেন। কিন্তু আমি কেবল তা'লিমই বলছি না, কিন্তু কেন? অর্থাৎ আমি তা'লিম শব্দটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না। উম্মাতের তা'লিম তো দ্বীনি কাজ। অথচ উম্মাতের মধ্যে এমন অনেক বিষয় তা'লিমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই। বরং সেগুলো ইসলামকে কেবল বিকৃতই করে। এমনকি ঐ সমস্ত বিষয়কেও ধ্বংস করে যা সহীহ ইসলামের অধীনে অর্জিত হত।

সুতরাং ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দাতাগণের জন্য ওয়াজিব হল, ঐ বিষয়ের দ্বারা শুরু করা যা এখন আমি বলব অর্থাৎ–

১. **তাসফিয়্যাহ (পবিত্রতা/সংস্কার-সংশোধন):** ঐ সমস্ত বিষয় থেকে ইসলামকে পবিত্র করা যা এর মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং তার পবিত্র-পরিচ্ছন্ন সত্তাকে কলুষিত করেছে। যার সম্পর্ক কেবল ফুরু'য়ী (শাখা/প্রশাখাগত) ও ইখতিলাফী (মতপার্থক্য) মাসায়েলেই নয়, বরং তা আক্বীদাকেও বিপর্যস্ত করেছে।

২. **তারবিয়্যাত (শিক্ষা-প্রশিক্ষণ):** পূর্বোক্ত তাসফিয়্যাহ'র (পবিত্রতা / সংস্কার-সংশোধনের) সাথে জড়িত অপর বিষয়টি হল তারবিয়্যাহ। অর্থাৎ যুবকদের ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।[৭০]

---

৭০. শায়েখ উসায়মীন رحمه الله বলেছেন: "শায়েখ আলবানী رحمه الله সর্বপ্রথম ইসলামে তাসফিয়্যাহ (পবিত্রতা/সংস্কার) করতে চেয়েছেন। কেননা ইসলাম আজ অনেক শাখা-প্রশাখায়

আমরা যখন বর্তমান যামানার ইসলামী আন্দোলনগুলোকে বিগত একশ' বছরের পর্যালোচনার চোখে দেখি, তখন তাদের দ্বারা ফিতনা-ফাসাদের বিস্তার ছাড়া আর কোন ফায়দাই খুঁজে পায় না। কেউ কেউ নিরাপরাধ প্রাণগুলোর রক্তপাত করেছে, অথচ কোন ফায়দাই অর্জিত হয় নি। পূর্বোক্ত কথাগুলোর সারাংশ হল, আমরা কিতাব ও সুন্নাতের বিরোধি আক্বীদা শ্রবণ করছি, যাদের দাবি হল– ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছি।[৭১]

বিভক্ত। ১) আক্বীদাগত শাখা, ২) আখলাক্ব/চারিত্রিক শাখা, ৩) মু'আমালাত/ লেনদেনগত শাখা, ৪) ইবাদতগত শাখা তথা উক্ত চারটি শাখাতে বিভক্ত হয়েছে। যেমন: ক. আক্বীদাগত শাখা– কেউ আশ'য়ারী, কেউ মু'তাযিলা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা। খ. ইবাদতগত শাখা– কেউ সূফী, কেউ ক্বাদেরী প্রভৃতি শাখা। গ. মু'আমালাত/ লেনদেনগত শাখা: কেউ পুঁজিবাদী – সুদকে হালাল বলে, আবার কেউ বলে হারাম। কেউ লটারী, জুয়াকে হারাম গণ্য করে, আবার কেউ বলে হালাল।

এমতাবস্থায় আমাদের সর্বপ্রথম জরুরী হল, ইসলামকে বর্তমানের এই সমস্ত শাখা ও বিভক্তি থেকে তাসফিয়্যাহ (পবিত্র/সংস্কার) করা। এ কারণে উলামা ও ছাত্রদের অনেক গুরুদায়িত্ব রয়েছে। অতঃপর আমরা যুবকদের এ সমস্ত শাখা-বিভক্তি থেকে পবিত্র করার তারবিয়্যাত (শিক্ষা-প্রশিক্ষণ) দেব। পরিশেষে যুবকরা কুরআন ও সুন্নাহ'র ভিত্তিতে সালফে সালেহীনদের উপলব্ধিতে সঠিক আক্বীদা, আদব ও উন্নত আখলাক্বের অধিকারী হবে। [উর্দু অনুবাদক]

৭১. আমাদের বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বজুড়ে ইসলামের নামে যেসব সংগঠন/আন্দোলন রয়েছে এর অধিকাংশই কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে সালফে-সালেহীনদের উপলব্ধির আলোকে দা'ওয়াত দেয়ার পরিবর্তে নিজ নিজ মাযহাব, তরীক্বা ও উপলব্ধির দিকে দা'ওয়াত দিয়ে থাকে। তাছাড়া ক্ষমতা, অর্থ ও জনপ্রিয়তার মোহে বিভিন্ন বিদ'আত (মিলাদুন্নবী/দু'আর মাহফিল, বরকত/সওয়াবের নিয়তে বিভিন্ন স্থান সফর), শিরক (পীরবাদ, কবরপূজা), বিকৃত আক্বীদা (আল্লাহ'র নাম ও গুণাবলীতে বিকৃতি, আশ'য়ারী-মাতুরিদী-মুতাযিলা-শিয়া আক্বীদা, সাহাবীদের প্রতি রাজনৈতিক ও বিভ্রান্তির দোষারোপ) ও জাহেলিয়াতের সাথে আপোষকামীতা (গণতন্ত্র, সুদকে ইসলামী/আরবি পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বৈধ করা), ইসলামের সবকিছুকেই রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন হওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করা– প্রভৃতির মধ্যে লিপ্ত। এমনকি বিদ'আত ও জাহেলী অনেক কর্মকাণ্ডকে তারা ইসলাম ক্বায়েমের হিকমাত বলেও আখ্যায়িত করে। ফলে সাধারণ জনগণের পক্ষে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত দূরূহ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। [উর্দু অনুবাদক নিজ পক্ষ থেকে বিভিন্ন দলের নাম উল্লেখ পূর্বক তাদের বিভ্রান্তিগুলো তুলে ধরেছেন। আমি (বাংলা অনুবাদক) সুনির্দিষ্টভাবে দলগুলোর নাম উল্লেখ না করে মূল কথাগুলো তুলে ধরেছি]

এমন উদ্দেশ্যেই আমরা একটি বাক্য উল্লেখ করছি যা তাদেরই কোন দা'ওয়াতদাতার উদ্ধৃতি। যে ব্যাপারে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল, তাদের অনুসারীরা এটাকেই বাধ্যতামূলক বানিয়ে নেবে এবং সেই লেবাসেই/ পরিচয়ে নিজেদের প্রকাশ করবে। বাক্যটি হল:

أَقِيمُوا دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ فِيْ قُلُوبِكُمْ تَقُمْ لَكُمْ عَلَى أَرْضِكُمْ

"নিজেদের ক্বলবে (অন্তরে) ইসলামী রাষ্ট্র ক্বায়েম কর, যা তিনি (আল্লাহ ﷻ) তোমাদের জন্য তোমাদের যমীনের উপর তা ক্বায়েম করবেন।"[৭২]

কেননা যদি কোন মুসলিমের আক্বীদা কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে সহীহ হয়ে যায় তখন তার 'ইবাদত, আখলাক্ব, ব্যবহার প্রভৃতি নিজের পক্ষ থেকেই সংশোধিত হতে থাকে।

কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত লোক উক্ত বাক্যের দাবির উপর আমল করে না। অথচ ইসলামী রাষ্ট্র ক্বায়েমের পক্ষে আওয়াজ তুলে যাচ্ছে। তাদের প্রতি যেন কবির কবিতার এই অংশটি খুবই প্রযোজ্য:

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِيْنَةَ لَا تَجْرِيْ عَلَى الْيَبَسِ

"তুমি নাজাতের আকাঙ্ক্ষা কর অথচ তুমি সে পথ পাওনি।
জেনে রাখ! নৌকা কখনো শুকনা স্থানে চলে না।"

আশাকরি প্রশ্নের উত্তরে এতটুকুই যথেষ্ট.....। আল্লাহু মুস্তা'আন (আল্লাহই সর্বোচ্চ সাহায্যকারী)।

---

৭২. শায়েখ উসায়মীন رحمه الله বলেন: এটা খুবই উপকারী বাক্য। আল্লাহু মুস্তা'আন (আল্লাহই সর্বোচ্চ সাহায্যকারী)। –উর্দু অনুবাদক

Contents

ঈমান, কুফর, ইরজা‘ ও মুরজিয়া

–শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ

[শায়েখ ইবনে বাযের এই প্রশ্নোত্তরটি নেওয়া হয়েছে, حِوَارٌ حَوْلَ مَسَائِلِ التَّكْفِيْرِ (প্রকাশক: মাকতাবাহ আল-ইমাম যাহাবী, কুয়েত, ১৪২০ হি:/২০০০ ‘ঈসায়ী) থেকে। –অনুবাদক]

س ١ : هُنَاكَ مَنْ يَقُوْلُ: إِنَّ هٰذَا الْقَوْلَ وَهُوَ قَوْلُ السَّلَفِ: إِنَّا لاَ نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ ، يَقُوْلُ هٰذَا هُوَ قَوْلُ الْمُرْجِئَةِ ؟

প্রশ্ন–১॥ অনেকে বলেন: সালাফদের থেকে এই উক্তি রয়েছে যে, তারা বলেছেন: "আমরা এই মিল্লাতের (ইসলামের) কাউকেই তার পাপের জন্য কাফির ঘোষণা করতে পারব না, যদি না সে তা (পাপটি) হালাল মনে করে" –তারা বলেন, এটা হল মুরজিয়াদের উক্তি।

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ رَحِمَهُ اللهُ: هٰذَا غَلَطٌ ، هٰذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ لاَ يُكَفَّرُ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ ، الزَّانِيْ لاَ يُكَفَّرُ ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ لاَ يُكَفَّرُ ، بَلْ عَاصٍ ، إِلَّا إِذَا اسْتَحَلَّ ذٰلِكَ ، هٰذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلاَفًا لِلْخَوَارِجِ ،

اَلْخَوَارِجُ هُمُ الَّذِيْنَ يُكَفِّرُوْنَ بِالذُّنُوْبِ ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ : عَاصٍ يُجِبُ ضَعِيْفُ الْإِيْمَانِ ، خِلاَفًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةُ ، هٰذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةُ ، أَمَّا إِذَا اسْتَحَلَّهُ ، قَالَ : الزِّنَا حَلاَلٌ يُكَفَّرُ ، أَوْ قَالَ : الْخَمْرُ حَلاَلٌ يَكْفُرُ ، عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ جَمِيْعًا ، أَوْ قَالَ : الرِّبَا حَلاَلٌ يَكْفُرُ ، أَوْ قَالَ : عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ حَلاَلٌ يَكْفُرُ ، لٰكِنْ إِذَا فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ اِعْتِقَادٍ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ ، عَقَّ وَالِدَيْهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ ، زِنًا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ ، شُرْبُ الْخَمْرِ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ ، هٰذَا عَاصٍ ، نَاقِصُ الْإِيْمَانِ ، ضَعِيْفُ الْإِيْمَانِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَلاَ يَكْفُرُ ، لٰكِنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ حَدُّ الْخَمْرِ ، حَدُّ الزِّنَا ، يُؤَدَّبُ عَنِ الْعُقُوْقِ ، يُؤَدَّب عَنْ أَكْلِ الرِّبَا .

لاَ بَأْسَ طَيِّبٌ.

শায়েখ ইবনে বায ﷺ : এটা ভুল কথা। মূলত এটাই আহলে সুন্নাতেরই উক্তি (নীতি): "কাউকে পাপের জন্য কাফির বলা যাবে না, যতক্ষণ সে তা হালাল গণ্য করে।" একজন যিনাকারী কাফির নয়, একজন মদপানকারী কাফির নয়– বরং সে অবাধ্য, যদি না সে তার কাজটি হালাল গণ্য করে। খারেজীদের মোকাবেলায় এটাই আহলে সুন্নাতের উক্তি।

খারেজীরা পাপের কারণে কাফির গণ্য করে থাকে। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত বলে থাকে: সে অবাধ্যদের একজন। তার ওপর হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করা ওয়াজিব, তেমনি তার জন্য তাওবা করাও ওয়াজিব, কিন্তু সে কাফির নয়– যদি না পাপকে সে হালাল গণ্য করে। যদি সে যিনা করে, কিন্তু তাকে হালাল গণ্য না করে। তেমনি মদপান করে, কিন্তু তাকে হালাল গণ্য না করে। তেমনি অন্যান্য বিষয়েও। যেমন: সুদ খায় কিন্তু তা হালাল গণ্য করে না, তাহলে সে কাফির নয়। বরং সে পাপী– যা ঈমানের ত্রুটি, ঈমানের দুর্বলতা। এটা খারেজী ও মু'তাযিলাদের বিপরীতে আহলে সুন্নাতের বক্তব্য। আর যদি হালাল গণ্য করে বলে: যিনা হালাল, তবে সে কাফির। কিংবা বলে: মদ হালাল, তবে সে কাফির– এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের সবাই একমত। কিংবা যদি কেউ বলে: সুদ হালাল, সে কাফির। কিংবা বলে: পিতামাতার অবাধ্যতা করা হালাল, তবে সে কাফির।

কিন্তু যদি তার আমলটি উক্ত আক্বীদা রাখা ব্যতিরেকে হয় এবং সে জ্ঞাত যে এটা হারাম। যেমন: পিতামাতার অবাধ্যতা করে, অথচ জানে তা হারাম। সে যিনা করে, কিন্তু জানে সেটা হারাম। মদপান করে, অথচ জানে সেটা হারাম। তবে এটা গোনাহ্, ঈমানের ত্রুটি, ঈমানের দুর্বলতা। আহলে সুন্নাতের নিকট সে কাফির নয়। তার উপর যিনার হদ, মদপান করার হদ প্রযোজ্য। তেমনি পিতামাতার অবাধ্যতার জন্য ও সুদ গ্রহণের জন্য তার ব্যাপারে সংশোধনমূলক (শাস্তির) ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। নিঃসন্দেহে এটা উত্তম।

س ٢ : هَلِ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ قَالُوا بِعَدَمِ كُفْرِ مَنْ تَرَكَ أَعْمَالَ الْجَوَارِحِ ، مَعَ تَلَفُّظِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَوُجُودُ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْقَلْبِيِّ هَلْ هُمْ مِنَ الْمُرْجِئَةِ ؟

Contents

প্রশ্ন–২॥ যে সমস্ত আলেমরা বলেন, "তারা কাফির নয়– যারা সমস্ত আমলসমূহের শাখা–প্রশাখাগুলো ত্যাগ করে, সাথে সাথে দু'টি শাহাদাতের (কালেমায়ে শাহাদাতের) উচ্চারণ ঠিক রাখে এবং তাদের অন্তরে নীতিগতভাবে ঈমানের অস্তিত্ব রয়েছে" –তারা কি মুরজিয়া নন?

<u>سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللهُ:</u> هٰذَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، مَنْ قَالَ بِعَدَمِ كُفْرٍ مِنْ تَرْكِ الصِّيَامِ ، أَوِ الزَّكَاةِ ، أَوِ الْحَجِّ ، هٰذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ ، لٰكِنَّهُ أَتٰى كَبِيْرَةً عَظِيْمَةً ، وَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، لٰكِنَّ عَلَى الصَّوَابِ لَا يَكْفُرُ كُفْرًا أَكْبَرَ ، أَمَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ فَالْأَرْجَحُ فِيْهِ أَنَّهُ كُفْرٌ أَكْبَرُ ، إِذَا تَعَمَّدَ تَرْكَهَا ، وَأَمَّا تَرْكُ الزَّكَاةِ ، وَالصِّيَامِ ، وَالْحَجِّ ، فَهُوَ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ ، مَعْصِيَةٌ وَكَبِيْرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَالدَّلِيْلُ عَلٰى هٰذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ: «يُؤْتٰى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُ بِمَالِهِ»، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ : ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴾، أَخْبَرَ النَّبِيُّ أَنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَالِهِ ، بِإِبِلِهِ ، وَبَقَرِهِ ، وَغَنَمِهِ ، وَذَهَبِهِ ، وَفِضَّتِهِ ، ثُمَّ يُرٰى سَبِيْلَهُ بَعْدَ هٰذَا إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ ، دَلَّ عَلٰى أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ ، كَوْنُهُ يَرٰى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، دَلَّ عَلٰى أَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ ، قَدْ يَدْخُلُ النَّارَ ، وَقَدْ يَكْتَفِيْ بِعَذَابِ الْبَرْزَخِ ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ ، بَلْ يَكُوْنُ إِلَى الْجَنَّةِ بَعْدَ الْعَذَابِ الَّذِيْ فِي الْبَرْزَخِ .

শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ : এই উক্তিটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকেই এসেছে, যারা বলেছেন: কুফর সংঘটিত হয় না সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ তরক করার জন্যে। এ জন্যে সে কাফির নয়। কিন্তু সে ভয়ানক কবীরা গুনাহে লিপ্ত। কিছু আলেমের কাছে এরাও কাফির। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কুফরে আকবার নয়। কিন্তু কেউ যদি সালাত তরক করে, সেক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত (الرَّاجِحُ) সিদ্ধান্ত হল, সেটা কুফরে আকবার– যখন সে স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে। আর যদি সে সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ তরক করে, তবে সেটা كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (কুফরের থেকে কম কুফর), সেটা পাপ এবং কবীরা গুনাহগুলোর সর্বোচ্চ গুনাহর অন্তর্ভূক্ত। এর দলিল হল, নবী

ﷺ যাকাত আদায় না করা সম্পর্কে বলেছেন: يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُ بِمَالِهِ "সে তার সম্পদসহ আসবে, তাকে তার মাল দ্বারাই আযাব দেয়া হবে।"[৭৩] তেমনিভাবে কুরআনে দলিল আছে, আল্লাহ্ ﷻ বলেন:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা (যাকাতের সম্পদ) উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর (তার) যা তোমরা জমা রেখেছিলে।"[৭৪]

নবী ﷺ জানিয়েছেন, তাদের 'আযাব দেয়া হবে তাদের মাল দ্বারা, উট দ্বারা, গরু দ্বারা, ভেড়া দ্বারা, সোনা ও রুপা দ্বারা। অতঃপর তাকে জান্নাত বা জাহান্নামের পথ দেখান হবে।[৭৫] এটাই (হাদীসটি) প্রমাণ যে, সে কাফির নয়। (এরপর) হতে পারে সে দেখবে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। এটা প্রমাণ করে, তাকে ভয়াবহভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করা হবে। তাকে হয়তো জাহান্নামে দাখিল করা হবে। কিংবা হয়তো কেবল বরযখে 'আযাব দেয়া হবে এবং জাহান্নামে দাখিল করা হবে না। কিংবা হতে পারে তাকে বারযাখে 'আযাব দেয়ার পর জান্নাতে দাখিল করা হবে।

س ٣ : شَيْخُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِجَابَةِ عَلَى السُّؤَالِ الْأَوَّلِ فَهِمَ الْبَعْضُ مِنْ كَلَامِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَلَمْ يَعْمَلْ فَإِنَّهُ نَاقِصُ الْإِيمَانِ ، هَلْ هٰذَا الْفَهْمُ صَحِيحٌ ؟

---

৭৩. "যাকাত নাআদায়কারী" সম্পর্কীত হাদীসগুলোর সার-সংক্ষেপ এটাই। বিস্তারিত হাদীসের কিতাবের 'যাকাত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (অনুবাদক)

৭৪. সূরা তাওবা– ৩৫ আয়াত।

৭৫. যাকাত নাআদায়কারীর হাশরের ময়দানে তার সম্পদ, উট, গরু, ভেড়া দ্বারা শাস্তি লাভের বর্ণনার পর নবী ﷺ এর বাণী: فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "অতঃপর সে তার পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।" [সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৬৮১ নং। –অনুবাদাক।

প্রশ্ন–৩॥ (হে) আমাদের শায়েখ! প্রথম প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে বলছি, কিছু লোক আপনার বক্তব্যের মর্মটি থেকে বুঝেছে' যে, "যখন কেউ দু'টি শাহাদাতের (কালেমা শাহাদাতের) উচ্চারণ করে, কিন্তু আমল করে না, সেক্ষেত্রে তার ঈমানটি ত্রুটিযুক্ত" –এই বুঝটি কি সহীহ?

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنُ بَازٍ رحمه الله: نَعمْ. فَمَنْ وَحَّدَ اللهَ وَأَخْلَصَ لَهُ الْعِبَادَةَ ، وَصَدَّقَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ، لٰكِنَّهُ مَا أَدَّى الزَّكَاةَ ، أَوْ مَا صَامَ رَمَضَانَ ، أَوْ مَا حَجَّ مَعَ الْإِسْتِطَاعَةِ يَكُوْنُ عَاصِياً أَتٰى كَبِيْرَةً عَظِيْمَةً ، وَيُتَوَعَّدُ بِالنَّارِ ، لٰكِنْ لَا يَكْفُرُ عَلَى الصَّحِيْحِ ، أَمَّا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمَداً فَإِنَّهُ يَكْفُرُ عَلَى الصَّحِيْحِ

শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ : হ্যাঁ, যে আল্লাহকে একক গণ্য করে এবং **ইখলাসের সাথে** তাঁর 'ইবাদত করে, আর রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্যায়ন করে; যদিওবা সে যাকাত আদায় না করে, বা সিয়াম পালন না করে, কিংবা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না– তাহলে সে গোনাহগার হবে, ফলে সে ভয়ানক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। তার জন্য জাহান্নামের ওয়াদা (ভয়ঙ্কর শাস্তি) রয়েছে। এতদ্বসত্ত্বেও সহীহ কথা হল, সে কাফির নয়। তবে যদি স্বেচ্ছায় সালাত তরক করে, সেক্ষেত্রে তাকে কাফির গণ্য করাটাই সহীহ **সিদ্ধান্ত।**

س ٤ : أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ، هَلْ يُمْكِنُ صُدُوْرُ كُفْرِ عَمَلِيٍّ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الطَّبِيْعَيةِ ؟

*প্রশ্ন–৪॥ আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! এটা কি সম্ভব– কুফরে আমলী যা বিভিন্ন দেশে (الأحوال الطبيعية –বৈশিষ্ট্যগতভাবে) প্রকাশ পেয়েছে, তাকি **মিল্লাত** থেকে খারিজ করে দেয়?*

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنُ بَازٍ رحمه الله: اَلْكُفْرُ الْعَمَلِيّ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ مِثْلُ السُّجُوْدِ لِغَيْرِ اللهِ ، وَالذَّبْحُ لِغَيْرِ اللهِ كُفْرٌ عَمَلِيٌّ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ فَالذَّبْحُ لِلْأَصْنَامِ ، أَوْ لِلْكَوَاكِبِ ، أَوْ لِلْجِنِّ كُفْرٌ عَمَلِيٌّ أَكْبَرُ وَهٰكَذَا لَوْ صَلّٰى لَهُمْ ، لَوْ سَجَدَ لَهُمْ يَكْفُرُ كُفْراً عَمَلِياً أَكْبَرَ – وَالْعِيَاذُ بِاللهِ – ، هٰكَذَا لَوْ سَبَّ الدِّيْنَ ، أَوْ سَبَّ الرَّسُوْلَ ، أَوْ اسْتَهْزَأَ بِاللهِ ، أَوْ بِالرَّسُوْلِ . كُفْرٌ عَمَلِيٌّ أَكْبَرُ عِنْدَ جَمِيْعِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

Contents

শায়েখ ইবনে বায ﷫ **:** যে সমস্ত কুফর 'আমালী মিল্লাত (দ্বীন) থেকে খারিজ করে দেয় তার মেসাল (উদাহরণ) হল, গায়রুল্লাহকে সিজদা করা, গায়রুল্লাহর জন্যে যবেহ করা প্রভৃতি কুফরে আমালী মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয়। সুতরাং মূর্তির জন্য যবেহ করা, কিংবা তারকার জন্য বা জিনের জন্য প্রভৃতি কুফরে- 'আমালী-আকবার (আমলগত বড় কুফর)। এগুলোর মাধ্যমে যেন তাদের জন্য সালাত আদায় (ইবাদত) করা হয়, তাদেরকে সিজদা করা হয়। সে তখন কাফির হয়, বড় কুফরে 'আমালীর মাধ্যমে- এবং এর মাধ্যমে সে আল্লাহর থেকে বিতাড়িত। অনুরূপভাবে, যদি কেউ দ্বীন (ইসলাম)-কে গালাগালি দেয়, রসূলের ﷺ নিন্দা করে, আল্লাহ বা রসূলের ﷺ ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে- তবে সেটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবার নিকট বড় কুফরে 'আমালী।[৭৬]

س٥: سَمَاحَةُ الشَّيْخِ: مَا مَعْنَى الْكُفْرِ الْعَمَلِيِّ اَلَّذِيْ يَكُوْنُ فِي الْأَحْوَالِ الطَّبِيْعِيَّةِ، وَالْأَصْلُ الْقَلْبِيّ لَمْ يَنْتَقِضْ ؟

প্রশ্ন–৫॥ মাননীয় শায়েখ! ঐ সমস্ত কুফরে 'আমালীর অর্থ কী, যা বিভিন্ন রাষ্ট্রে (الْأَحْوَالُ الطَّبِيْعِيَّة –বৈশিষ্ট্যগতভাবে) রয়েছে, এর আন্তরিক অবস্থা কি (ঈমানের) ত্রুটি নয়?

---

৭৬. আমাদের বিরোধিপক্ষ ইমাম আলবানীর ﷫ 'ফিতনাতুত তাকফীরের" বক্তব্য খণ্ডনে উপরোক্ত 'আমালী কুফরগুলোকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করে থাকেন। অথচ উক্ত আমলগুলো আক্বীদা, ইবাদত এবং আল্লাহ ﷻ ও রসূলের ﷺ হক্বের সাথে সম্পর্কীত, যা মু'আমালাত বা লেনদেন তথা মানবীয় হক্বের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ কারণে উক্ত আমলগুলো কেবল কুফরে 'আমালীই নয় বরং 'ইবাদত ও আক্বীদাগত কুফর, যা দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় তথা বড় কুফর হিসাবে গণ্য। পক্ষান্তরে বিচার-লেনদেন তথা মু'আমালাতের ক্ষেত্রে যতক্ষণ তা আক্বীদাকে নষ্ট করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন না করাটা ঐ সমস্ত 'আমালী কুফরের অন্তর্ভূক্ত যা ছোট কুফর (كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ)। কিন্তু এক্ষেত্রেও যদি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বলে, বা দ্বীন ইসলামের বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, গালি-গালাজ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে- তবে সেটা আক্বীদার বিরোধি হওয়ায় বড় কুফরের অন্তর্ভূক্ত হবে। যা দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে। এ সম্পর্কীত ধারণা আমরা 'ইবাদত ও ইতা'আতের পার্থক্য" অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। –অনুবাদক।

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ رحمه الله: مَثَلُ السُّجُوْدِ لِغَيْرِ اللهِ ، وَالذَّبْحُ لِغَيْرِ اللهِ كُفْرٌ عَمَلٌ ، مِثْلُ سَبِّهِ لِلدِّيْنِ ، أَوْ اِسْتِهْزَاءً بِالدِّيْنِ كُفْرٌ عَمَلِيٌّ – نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ – كُفْرٌ أَكْبَرُ.

শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ **ঃ** যেমন– গায়রুল্লাহকে সিজদা করা, গায়রুল্লাহর জন্য যবেহ করা কুফরে 'আমালী। আরো যেমন– দ্বীন (ইসলামকে) তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কিংবা দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করাটা কুফরে 'আমালী। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি– এগুলো কুফরে আকবার।

س ٦ : اَلسُّجُوْدُ وَالذَّبْحُ إِذَا كَانَ جَهْلاً ، هَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَهْلِ وَالتَّعَمُّدِ ؟

প্রশ্ন–৬॥ (গায়রুল্লাহর জন্য) সিজদা বা যবেহ করা যদি অজ্ঞতার জন্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও স্বেচ্ছায় আমলটি সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنُ بَازٍ رحمه الله: هٰذَا مَا فِيْهِ جَهْلُ ...هٰذِهِ مِنَ الْأُمُوْرِ اَلَّتِيْ لَا تُجْهَلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ... يَذْبَحُ لِغَيْرِ اللهِ، لِذٰلِكَ يُكَفَّرُ وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ، وَإِذَا كَانَ صَادِقاً عَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. الْمُشْرِكُوْنَ تَابُوْا وَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُمْ مَعْرُوْفٌ كُفْرُهُمْ وَضَلَالُهُمْ، وَلَمَّا فَتَحَ اللهُ مَكَّةَ وَدَخَلُوْا فِيْ دِيْنِ اللهِ قَبِلَ اللهُ مِنْهُمْ.

শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ **ঃ** এর মধ্যে অজ্ঞতার কোন বিষয় নেই ...। এটা এমন একটা বিষয় যে ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে কোন অজ্ঞতা নেই...। সে গায়রুল্লাহর জন্যে যবেহ করলে সেক্ষেত্রে কাফির হবে এবং তার উপর তাওবা করা জরুরী। যদি সে সত্যিকারভাবে তাওবা করে, তবে তার তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন। মুশরিকরা তাওবা করেছিল, তারা মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর কাছে তাওবা করেছিল। তাদের কুফর ও গোমরাহীর বিষয় প্রসিদ্ধ ছিল। যখন মক্কা বিজয়ের দিনে তারা দ্বীনের মধ্যে দাখিল হল, আল্লাহ তাদের থেকে তাওবা ক্ববুল করেন।

س٧ : لٰكِنْ يَا شَيْخُ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ ! كَسُجُوْدِ مُعَاذٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ هٰكَذَا ؟!

প্রশ্ন–৭॥ তবে হে শায়েখ, কেবল আমলের ক্ষেত্রে! যেমন মা'য়ায ﷺ কর্তৃক নবী ﷺ-কে সিজদা করা কি কেবল 'আমল হিসাবে গণ্য?

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ اِبْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللهُ: هٰذَا مُتَأَوِّلٌ يُحْسَبُ أَنَّهُ جَاهِلٌ. بَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ. اِسْتَقَرَّتِ الشَّرِيْعَةُ وَعَرَفَ أَنَّ السُّجُوْدَ لِلّٰهِ ﴿فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا﴾ وَانْتَهَى الْأَمْرُ. كَانَ مُعَاذٌ جَاهِلاً فَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ. اَلْآنَ اِسْتَقَرَّتِ الشَّرِيْعَةُ ، وَعَلِمَ أَنَّ السُّجُوْدَ لِلّٰهِ ﴿فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا﴾ وَالذَّبْحُ لِلّٰهِ. ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ﴾ فَالَّذِيْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ [مَنْ] يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللهِ يَكُوْنُ كَافِرًا عَلَيْهِ التَّوْبَةُ.

শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ : এটা ছিল একটি মুতা'ওয়িল (ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাখ্যাকৃত সিদ্ধান্ত), যা তার অজ্ঞতা হিসাবে গণ্য। তাকে নবী ﷺ ব্যাখ্যা করেছিলেন। অতঃপর শরী'য়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটাই বিধান হয়েছে যে, সিজদা কেবল আল্লাহ ﷻ-র জন্য। (ঘোষিত হয়েছে:) فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا "সুতরাং কেবল আল্লাহর সিজদা কর ও তাঁরই ইবাদত কর।"[৭৭] এভাবে শরী'য়াতী নির্দেশনা সমাপ্ত হয়েছে। মু'আয ﷺ ছিলেন এ ব্যাপারে অজ্ঞ, এ কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে 'ইলম (শিক্ষা) দিয়েছিলেন। এখন শরী'য়াত প্রতিষ্ঠিত। আর এটা জ্ঞাত যে, সিজদা করতে হবে কেবল আল্লাহ ﷻ'র। (কেননা আল্লাহর নির্দেশ:) فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا "সুতরাং কেবল আল্লাহর সিজদা কর ও তাঁরই ইবাদত কর।"[৭৮] তেমনি যবেহ কেবলই আল্লাহর জন্যে। (ঘোষিত হয়েছে:) قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ "নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ– সমস্ত কিছু আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্য, আর তাঁর কোন শরীক নেই।"[৭৯] সুতরাং মুসলিমদের মধ্যে যে গায়রুল্লাহকে সিজদা করে সে কাফির, তার ওপর তাওবা করা জরুরী।

---

[৭৭]. সূরা নাযম– ৬২ আয়াত।

[৭৮]. সূরা নাযম– ৬২ আয়াত।

[৭৯]. সূরা আন'য়াম– ১৬২-১৬৩ আয়াত।

س٨ : هَلْ تَبْدِيْلُ الْقَوَانِيْنَ يُعْتَبَرُ كُفْراً مُخْرِجاً مِنَ الْمِلَّةِ ؟

প্রশ্ন-৮ঃ তাহলে (ইসলামী) আইনের পরিবর্তন কি কুফর, যা মিল্লাত (ইসলাম) থেকে খারিজ করে দেয়?

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْن باز رحمه الله: إِذَا اسْتَبَاحَهُ . إِذَا اسْتَبَاحَ حُكْمَ بِقَانُوْنٍ غَيْرِ الشَّرِيْعَةِ يَكُوْنُ كَافِراً كُفْراً أَكْبَرَ إِذَا اسْتَبَاحَ ذٰلِكَ ، أَمَّا إِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ لِأَسْبَابٍ خَاصَّةٍ عَاصِياً لِلّٰهِ مِنْ أَجْلِ الرَّشْوَةِ ، أَوْ مِنْ أَجْلِ إِرْضَاءِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ ، وَيَعْلَمُ أَنَّ مُحَرَّمَ يَكُوْنُ كُفْراً دُوْنَ كُفْرٍ.

أَمَّا إِذَا فَعَلَهُ مُسْتَحِلاً لَهُ يَكُوْنُ كُفْراً أَكْبَرَ. كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ... الظَّالِمُوْنَ .... الْفَاسِقُوْنَ ﴾. قَالَ : لَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، وَلٰكِنْ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ

أَيْ إِذَا اسْتَحَلَّ الْحُكْمُ بِقَانُوْنٍ ، أَوِ اسْتَحَلَّ الْحُكْمُ بِكَذَا ، أَوْ كَذَا غَيْرُ الشَّرِيْعَةِ يَكُوْنُ كَافِراً ، أَمَّا إِذَا فَعَلَهُ لِرِشْوَةٍ أَوْ لِإِتَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ ، أَوْ لِأَجْلِ إِرْضَاءِ بَعْضِ الشَّعْبِ ، أَوْ مَا أَشْبَهُ ذٰلِكَ فَهٰذَا يَكُوْنُ كُفْراً دُوْنَ كُفْرٍ

শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ : যখন সে এটাকে বৈধ মনে করে। যদি সে ভিন্ন বিধান দ্বারা হুকুম জারি করাকে জায়েয মনে করে, তবে সে কাফির হবে। এটা কুফরে আকবার- যখন সে তা বৈধ মনে করে। আর যখন সে সুনির্দিষ্ট কারণে তা করে, তাহলে সেটা আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ হবে। যেমন ঘুষের কারণে, বা ব্যক্তি বিশেষকে খুশি করার কারণে- কিন্তু সে জানে যে এটা হারাম। তখন এটা হবে كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (ছোট কুফর)।

আর যদি সে এটা হালাল গণ্য করে, তবে সেটা হবে কুফরে আকবার (বড় কুফর)। যেভাবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তা'আলা'র বাণী: "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম জারি করে না তারা কাফির, ... যালিম, ... ফাসিক্ব"-(সূরা মায়িদা- ৪৪-৪৭ আয়াত) সম্পর্কে বলেছেন: এটি আল্লাহর প্রতি কুফর করার মত নয়, বরং كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (ছোট কুফর)।

অর্থাৎ যখন সে ঘোষণা করে তার জারিকৃত বিধানটি হালাল, কিংবা অনুরূপ অন্যান্য বিধানও (হালাল), কিংবা শরী'আত বিরোধি বিধান

(হালাল হিসাবে) জারি করে– তবে সে কাফির। আর যখন সে ঘুষের জন্য করে, বা তার ও বিচারপ্রার্থীর মধ্যকার শত্রুতার জন্য করে, কোন গোষ্ঠীর সন্তুষ্টির জন্য করে, বা এধরনের আরো কোন কারণে– তবে সেক্ষেত্রে কুফরটি হবে كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (ছোট কুফর)।

س٩: هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ التَّبْدِيْلِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ فِيْ قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ؟! يَعْنِي فِي فَرْقٍ فِيْ هٰذَا الْحُكْمِ بَيْنَ التَّبْدِيْلِ كَكُلٍّ وَالْحُكْمُ فِيْ قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ؟ اَلتَّبْدِيْلُ يَا شَيْخُ؟

প্রশ্ন–৯॥ হুকুমের তাবদীল (পরিবর্তন) ও কোন একটি বিচারের (বিকৃত) হুকুম জারির মধ্যে কি পার্থক্য আছে? অর্থাৎ কোন একটি (মূল) হুকুমের পরিবর্তন[৮০] কি কোন একটি বিচারের হুকুম পরিবর্তনের মত– হে শায়েখ?

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا كَانَ لَمْ يَقْصُدْ بِذٰلِكَ الْاِسْتِحْلَالَ ، وَإِنَّمَا حَكَمَ بِذٰلِكَ لِأَجْلِ أَسْبَابٍ أُخْرٰى يَكُوْنُ كُفْراً دُوْنَ كُفْرٍ ، أَمَّا إِذَا قَالَ : لَا حَرَجَ بِالْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ، وَإِنْ قَالَ الشَّرِيْعَةُ أَفْضَلُ ، لٰكِنْ إِذَا قَالَ مَا فِيْ حَرَجٍ مُبَاحٌ يُكَفَّرُ بِذٰلِكَ كُفْراً أَكْبَرَ سَوَاءٌ قَالَ إِنَّ الشَّرِيْعَةَ أَفْضَلُ ، أَوْ مُسَاوِيَةٌ ، أَوْ رَأَى أَفْضَلَ مِنَ الشَّرِيْعَةِ كُلُّهُ كُفْرٌ.

শায়েখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ : যখন তার আন্তরিক ইচ্ছা এটা নয় যে, সে এটাকে বিচারের দ্বারা হালাল করছে, বরং হুকুমটি জারির পিছনে অন্য কোন (পূর্বোক্ত) কারণ আছে, তাহলে তখন এটি হবে كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (ছোট কুফর)। তবে যখন সে বলে: বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম বিরোধি বিধান জারি করলে কোন ক্ষতি নেই। কিংবা যদি সে বলে: শরী'য়াতই উত্তম; কিন্তু সে যখন এটাও বলে: এতে কোন ক্ষতি নেই, মুবাহ (বৈধ) –তাহলে তা এমন কুফর যা কুফরে আকবার (বড় কুফর এর অন্তর্ভুক্ত)। অথচ সে বলে: শরী'য়াতই উত্তম, কিংবা শরী'য়াতেরই মত, কিংবা শরী'য়াতের চেয়ে এটিই উত্তম– এর সবগুলো পর্যায়ই (বড়) কুফর।

س ١٠: يَعْنِي هٰذَا الْحُكْمُ يَشْمُلُ التَّبْدِيْلُ وَعَدْمُ التَّبْدِيْلِ يَعْنِيْ يَشْمُلُ كُلَّ الْأَنْوَاعِ ؟

---

৮০. যেমন – হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করা। (অনুবাদক)

প্রশ্ন-১০॥ অর্থাৎ (পূর্বে ব্যাখ্যাকৃত) এই হুকুম সামগ্রিকভাবে (শরী'য়াতের) পরিবর্তন (তাবদীল) ও অপরিবর্তন ('আদম তাবদীল) সম্পর্কীত, তথা এটা কি সমগ্র বিষয়টিকে ঘিরেই বর্ণিত হয়েছে?

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ اِبْن بَاز رحمه الله: جَمِيْعُ الصُّوَرِ فِيْ جَمِيْعِ الصُّوَرِ. لٰكِنْ يُجِبُ أَنْ يَمْنَعَ ، وِيُجِبُ مَنْعُ ذٰلِكَ ، وَهُوَ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ وَلَوْ قَالَ مَا قَصَدْتُ وَلَوْ قَالَ مَا اسْتَحَلَيْتُهُ بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ عَدَاوَةً أَوْ رَشْوَةً يُجِبُ أَنْ يَمْنَعَ ، فَلاَ يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْكَمَ بِغَيْرِ مَاَ أَنْزَلَ اللهُ مُطْلَقاً وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ عَدَاوةً أَوْ لِأَسْبَابِ أُخْرٰى يُجِبُ الْمَنْعُ مِنْ ذٰلِكَ يُجِبُ عَلٰى وَلِيِّ أَمْرِهِ أَنْ يَّمْنَعَهُ مِنْ ذٰلِكَ ، وَأَنْ يَّحْكُمَ بِشَرْعِ اللهِ.

শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ : এটা সামগ্রিক শর্ত, যা সমভাবে সমস্ত শর্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে অবশ্যই তাকে নিষেধ করা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে তাকে বাধা দেয়াও ওয়াজিব– আর এটা كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ (ছোট কুফর)। আর যদি সে বলে: "আমার এটা করার ইচ্ছা ছিল না", কিংবা বলে: "আমি এটিকে হালাল করি নি। আমার ও অমুকের মাঝে শত্রুতা ছিল, কিংবা এতে ঘুষ ছিল।" তবে অবশ্যই তার জন্য এর প্রতিকার করা ওয়াজিব। সর্বোপরি কারো জন্যই আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুমের বিরোধি বিধান জারি করা কোন ভাবেই জায়েয নয়। আর যদি সে এমন কারো বিচার করে যার সাথে তার শত্রুতা আছে, কিংবা অন্য কোন কারণ রয়েছে– সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিচারকার্যটি স্থগিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে উলূল আমরদের (দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের) প্রতি দায়িত্ব হল, এটা নির্মূল করা এবং শরী'আত অনুযায়ী হুকুম জারি করা।

س١١ : مَا تَقُوْلُ فِيْمَنْ يَصِفُ أَهْلَ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ لاَ يُكَفِّرُوْنَ بِالذَّنْبِ بِأَنَّهُمْ مُرْجِئَةٌ ؟

***প্রশ্ন-১১॥ আপনি** তার ব্যাপারে কি বলবেন, যারা আহলে সুন্নাতে অবস্থান করেন, **কিন্তু পাপের** কারণে কাউকে কাফির বলেন না, তারা কি মুরজিয়া নন?*

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ اِبْن بَاز رحمه الله: هٰذَا جَهْلٌ مُرَكَّبٌ وَيُجِبُ أَنْ يَعْلَمَ ، هٰذَا جَاهِلٌ مِنَ الْجَهْلَةِ وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ ، الْمُرْجِئَةُ الَّذِيْنَ يَرَوْنَ الْأَعْمَالَ أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْإِيْمَانِ

يَرَوْنَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ وَلَّمْ يُزَكِّ وَلَّمْ يَصُمْ هٰذَا مِنَ الْإِيْمَانِ هٰذِهِ هِيَ الْمُرْجِئَةُ . أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُوْلُوْنَ : أَنَّ مَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ عَاصٍ نَاقِصُ الْإِيْمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ نَاقِصُ الْإِيْمَانِ ، وَمَنْ لَّمْ يَحُجَّ وَهُوَ مُسْتَطِيْعٌ نَاقِصُ الْإِيْمَانِ ، وَمَنْ زَنٰى نَاقِصُ الْإِيْمَانِ ، وَمَنْ سَرَقَ نَاقِصُ الْإِيْمَانِ ، لٰكِنْ لاَ يَكْفُرُ كَمَا تَقُوْلُ الْخَوَارِجُ وَلاَ يَكُوْنُ مُخَلَّدًا فِي النَّارِ كَمَا تَقُوْلُ الْمُعْتَزِلَةُ لاَ. يَكُوْنُ مُعْرِضٌ لِلْوَعِيْدِ وَعَلٰى خَطْرٍ كَبِيْرٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ بِذُنُوْبِهِ ، ثُمَّ يَشْفَعُ فِيْهِ الشُّفَعَاءُ وَلاَ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ إِلاَّ الْكَفَرَةُ اَلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا بِاللهِ وَاسْتَحَلُّوْا مُحَارِمَ اللهِ أَوْ سَخَطُوْا مَا أَوْجَبَ اللهُ هُمَ الْمُخَلَّدُوْنَ فِي النَّارِ

أَمَّا الزَّانِي لَا يَخْلُدُ لَوْ مَاتَ عَلَى الزِّنَا . لاَ يَخْلُدُ وَلَوْ دَخَلَ النَّارَ . وَكَذٰلِكَ شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يَخْلُدُ ، وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ إِذَا دَخَلَ النَّارَ لاَ يَخْلُدُ . آكِلُ الرِّبَا وَإِنْ كَانَ مُتَوَعَّدًا دُخُوْلَ النَّارِ يَبْقٰى فِيْهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يَخْرُجُ بَعْدَ التَّطْهِيْرِ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحَادِيْثُ الشَّفَاعَةِ.

وَمَنْ عِنْدَهُ شَكٌّ يُرَاجِعْ أَحَادِيْثَ الْآخِرَةِ لِيَعْرِفَ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَشْفَعُ عِدَّةَ شَفَاعَاتٍ لِلْعُصَاةِ ، وَيُخْرِجُهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِهِ . وَيَشْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْأَفْرَادُ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ثُمَّ بَعْدَ هٰذَا يَبْقٰى بَقِيَّةٌ فِي النَّارِ مِنَ الْعُصَاةِ يُخْرِجُهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَعْدَمَا احْتَرَقُوْا ، ثُمَّ يُلْقَوْنَ فِيْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ، ثُمَّ بَعْدَ هٰذَا يَأْذَنُ لَهُمُ اللهُ فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ ، وَلاَ يَبْقٰى فِي النَّارِ إِلاَّ الْكَفَرَةُ هُمُ الْمُخَلَّدُوْنَ فِيْهَا أَبَدُ الْآبَادِ أَمَّا الْعُصَاةُ فَلاَ يَخْلُدُوْنَ هٰذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ لَيْسَ قَوْلَ الْمُرْجِئَةِ .

الْمُصِيْبَةُ فِي الْجَهْلِ

مَا يَبْلُغُ الْأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ * مَا يَبْلُغُ الْجَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ

<u>শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ</u> : এখানে অজ্ঞতার মিশ্রণ রয়েছে, তার জন্য ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। সে অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছে, এজন্যে তার জন্য ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। মুরজিয়া হল তারা, যারা আমল যা

ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়– (যেমন) সালাত আদায় না করা, যাকাত আদায় না করা, সিয়াম পালন না করা প্রভৃতি সংঘটিত না হওয়ার পরও ঈমান (পূর্ণাঙ্গ) রয়েছে বলে দাবি করে, এরাই মুরজিয়া। পক্ষান্তরে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য হলো: যদি কেউ যাকাত আদায় না করে তবে তা পাপ, ঈমানের ত্রুটি। যদি সিয়াম পালন না করে, তবে সেটাও ঈমানের ত্রুটি। যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালন না করে, তবে সেটাও ঈমানের ত্রুটি। তেমনি যিনাকারীর ঈমান ত্রুটিযুক্ত, চোরের ঈমান ত্রুটিযুক্ত– কিন্তু এজন্য তাকে কাফির বলে না, যেভাবে খারেজীরা বলে থাকে। এ জন্যে তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না– যেভাবে মু'তাযিলারা (স্থায়ী জাহান্নামের হওয়ার কথা) বলে থাকে। কিন্তু সে অত্যন্ত ভয়াবহ আযাব ও বিপদের সম্মুখীন। তাদের অনেকে পাপের জন্যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর শাফায়াতের মাধ্যমে তাদের মুক্তি হবে। শেষাবধি কাফির যারা শিরক করেছে– তারা ছাড়া কেউই স্থায়ী ভাবে জাহান্নামে থাকবে না এবং তারাও যারা আল্লাহর নাযিলকৃত হারাম বিধানকে হালাল গণ্য করেছে। আর তারাও যারা আল্লাহর ওয়াজিবকৃত বিষয়গুলোর প্রতি ঘৃণা রাখে– তারাই স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

যিনাকারীও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়, যদিও সে যিনারত অবস্থায় মারা **যায়। সে চিরস্থায়ী** জাহান্নামী নয়, যদিওবা সেখানে সে প্রবেশ করে। **অনুরূপ মদপানকারীও** চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। পিতামাতার সাথে সম্পর্ক **বিচ্ছিন্নকারী যদিওবা** জাহান্নামী, কিন্তু সেখানে সে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে না। **সুদখোরের** যদিওবা স্থায়ী জাহান্নামের ওয়াদা আছে, যেভাবে আল্লাহ চান। অতঃপর তাদেরকে পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে– যেভাবে শাফা'য়াত সংক্রান্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

তাদের আখিরাতে (পাপীদের) মুক্তি পাওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি সম্পর্কে সংশয় রয়েছে। যা প্রসিদ্ধ সুন্নাত দ্বারা জানা যায়। সেটা হল, নবী ﷺ ব্যাপক সংখ্যক পাপীকে শাফা'য়াত দ্বারা মুক্তি দেবেন। তাদের শাফা'য়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতঃপর মু'মিনগণ ও মালাইকাগণ শাফা'য়াত করবে। শেষে অবশিষ্ট পাপীকে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ ﷻ মুক্তি দিবেন কারো শাফা'য়াত ছাড়া– যাদের আগুনে দগ্ধ করা

হয়েছে। তারপর তাদের 'হায়াতের নদীতে' ফেলা হবে। তখন তারা গাছের চারা গজানোর মত গজিয়ে উঠবে। অতঃপর আল্লাহ ﷻ তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। শেষাবধি কাফির ছাড়া কেউই চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না। পাপীরা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে না। এটা আহলে সুন্নাতের বক্তব্য, মুরজিয়াদের নয়।

সমস্যা হল অজ্ঞতা। অজ্ঞদের থেকে শত্রুরা তা পৌঁছায় না,
বরং অজ্ঞরা নিজের থেকেই তা পৌঁছায়।

س١٢: يَا شَيْخُ اَلَّذِيْ يَقُوْلُ : أَنَّ هٰذَا مِنْ قَوْلِ الْمُرْجِئَةِ مَاذَا نَقُوْلُ فِيْهِ ؟

প্রশ্ন-১২॥ হে শায়েখ! যারা বলে এটি মুরজিয়াদের মত, আমরা তাদের কি বলতে পারি?

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ رَحِمَهُ اللهُ: قُلْنَا جَاهِلُ مُرَكَّبُ لَا يَعْرِفُ قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ يُرَاجِعُ كَلَامَ أَهْلِ السُّنَّةِ يُرَاجِعُ كَلَامَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَكَلَامَ الْأَشْعَرِيِّ فِي الْمَقَالَاتِ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَفَتْحُ الْمَجِيْدِ لِلشَّيْخِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَسَنٍ وَغَيْرُهُمْ وَيُرَاجِعُ شَرْحُ الطَّحَاوِيَةِ لِابْنِ أَبِي الْعِزِّ وَيُرَاجِعُ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَأَشْبَاهُهُ ، حَتَّى يَعْرِفَ كَلَامَ أَهْلِ السُّنَّةِ.

فَإِذَا كَانَ جَاهِلاً مُرَكَّباً لَا يُحْكَمُ عَلَى النَّاسِ بِجَهْلِهِ نَسْأَلُ اللهُ لَنَا وَلَهُ الْهِدَايَةَ

<u>**শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ**</u> **:** আমরা অজ্ঞদের বলব, এরূপ উক্তি আহলে সুন্নাত থেকে শুনি নি। আমরা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ, ইমাম আশ'আরী রহিমাহুল্লাহ-এর 'আল-মাক্বালাত' প্রভৃতি আহলে সুন্নাতের ইমামদের সূত্র উল্লেখ করব। তাছাড়া শায়েখ আব্দুর রহমান বিন হাসানের রহিমাহুল্লাহ "ফতহুল মাজীদ", ইবনে আবীল 'ঈযের 'শরহে তাহাবিয়্যাহ', ইবনে খুযায়মাহ ও অন্যান্যদের 'কিতাবুত তাওহীদ' প্রভৃতির সূত্র উল্লেখ করব। ফলে তারা আহলে সুন্নাতের বক্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হবে। সুতরাং যারা অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন আমরা সে সমস্ত মানুষের প্রতি তাদের অজ্ঞতার জন্য হুকুম জারি করব না। আল্লাহর কাছে আমরা দু'আ করব, তিনি যেন তাদের হিদায়াত দেন।

س ١٣ : أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ تُعْتَبَرُ شَرْطُ كَمَالٍ فِي الْإِيْمَانِ أَمْ شَرْطُ صِحَّةٍ لِلْإِيْمَانِ؟

প্রশ্ন–১৩॥ আমলের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা কি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের শর্ত, নাকি সহীহ ঈমানের শর্ত?

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ اِبْنِ بَازٍ رحمه الله: أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ مِنْهَا مَا هُوَ كَمَالٌ ، وَمِنْهَا مَا يُنَافِي الْإِيْمَانَ فَالصَّوْمُ يُكْمِلُ الْإِيْمَانَ وَالصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ مِنْ كَمَالِ الْإِيْمَانِ وَتَرْكُهَا نَقْصٌ فِي الْإِيْمَانِ وَضُعْفُ فِي الْإِيْمَانِ وَمَعْصِيَةٌ ، أَمَّا الصَّلَاةُ فَالصَّوَابُ أَنْ تَرْكَهَا كُفْرٌ- نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ – كُفْرٌ أَكْبَرُ ، وَهٰكَذَا فَالْإِنْسَانُ يَأْتِي بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ ، فَهٰذَا مِنْ كَمَالِ الْإِيْمَانِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الصَّلَاةِ وَمِنْ صَوْمِ التَّطَوّعِ وَمِنَ الصَّدَقَاتِ . فَهٰذَا مِنْ كَمَالِ الْإِيْمَانِ الَّذِي يَقْوٰى بِهِ إِيْمَانُهُ.

শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ : আমলে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা (ঈমানের) পূর্ণতার জন্য। আর এ থেকে বিরত থাকা ঈমানের হ্রাস ঘটায়। সুতরাং সিয়াম ঈমানকে পূর্ণ করে, সাদাক্বা ও যাকাত ঈমানকে পূর্ণ করে। আর এগুলো থেকে বিরত থাকা ঈমানের ক্ষতি করে, ঈমানকে দুর্বল করে এবং এটা পাপ। পক্ষান্তরে সালাত তরককারী সহীহ মতে কাফির। এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি– যা কুফরে আকবার। এভাবে যখন মানুষ **আমালে সালেহ করতে** থাকে, তখন তা থেকে ঈমান পূর্ণ হয়। যেমন– **বেশি করে নফল সালাত**, সিয়াম ও সাদাক্বাত আদায় করা। এগুলোর দ্বারা **ঈমান পূর্ণ হয় এবং এগুলো** ঈমানকে শক্তিশালী করে।

س ١٤ : إِذَا كَانَ مِنْ كَلِمَةٍ أَوْ نَصِيْحَةٍ أَخِيْرَةٍ ؟

প্রশ্ন–১৪॥ সর্বশেষ নসীহত হিসাবে কি আপনার কিছু বলার আছে?

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ اِبْنِ بَازٍ رحمه الله: وَصِيَّتِي لِلْجَمِيْعِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّيْنِ ، وَالتَّدَبُّرُ لِلْقُرْآنِ . اَلْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَتَدَبُّرِ مَعَانِيْهِ ، وَالْمُذَاكَرَةُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ، وَالْقِرَاءَةُ فِيْ كُتُبِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِثْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ اِبْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ ، وَيَقْرَؤُوْنَ كُتُبَهُمَا فِيهَا خَيْرٌ عَظِيْمٌ . كُتُبُ السَّلْفِ مِثْلُ تَفْسِيْرِ اِبْنِ جَرِيْرٍ. وَكِتَابُ التَّوْحِيدِ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَشَرْحُ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ وَمِثْلُ كِتَابِ شَرْحِ الطَّحَاوِيَةِ لِابْنِ أَبِي الْعِزِّ وَأَشْبَاهُهُ وَالْحَمُوِيَةُ ، اَلتَّدْمُرِيَّةُ ، وَكُلُّهَا كُتُبٌ عَظِيْمَةٌ مُفِيْدَةٌ نَسْأَلُ اللهَ لِلْجَمِيْعِ التَّوْفِيْقُ وَالْهِدَايَةُ وَصَلَاحُ النِّيَّةِ وَالْعَمَلِ.

শায়েখ ইবনে বায رحمه الله: সবার প্রতি আমার নসিহত, দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করুন এবং কুরআনের মর্ম অনুধাবন করুন। বেশি বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং অর্থ হৃদয়ঙ্গম করুন। পরস্পরকে উপদেশ দিতে থাকুন– কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত বিষয়ে। আহলে সুন্নাতের কিতাব পড়তে থাকুন, যেমন– ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম رحمه الله প্রমুখের কিতাবগুলোই সর্বোৎকৃষ্ট। সালাফদের তাফসীর যেমন– তাফসীরে ইবনে জারীর, ইমাম ইবনে খুযায়মাহ'র 'কিতাবুত তাওহীদ', ইমাম বগভীর 'শরহে সুন্নাহ', ইবনে আবীল 'ঈযের 'শরহে তাহাবিয়্যাহ' প্রভৃতি খুবই উপকারী পুস্তক।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে সবার জন্য তাওফিক্ব ও হিদায়াত এবং সহীহ নিয়্যাত ও আমলের জন্য দু'আ চাইছি।

> পরবর্তী দু'টি প্রশ্নোত্তর শায়েখ ইবনে বাযের فتاوى نور على الدرب এর ৩৬-৪০ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

س ١٥: تَسْأَلُ الْأُخْتُ وَتَقُوْلُ: هَلِ الْإِيْمَانُ بِالْقَلْبِ يَكْفِيْ لِأَنْ يَكُوْنَ الْإِنْسَانُ مُسْلِمًا بَعِيْدًا عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ؟

***প্রশ্ন–১৫॥** একজন বোনের প্রশ্ন, সে জিজ্ঞাসা করেছিল: ক্বলবের ঈমানই কি একজন মানুষের মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট, অথচ সে সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় থেকে দূরে থাকে?*

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنِ بَاز رحمه الله: اَلْإِيْمَانُ بِالْقَلْبِ لَا يَكْفِيْ عَنِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، بَلْ يُجِبُ أَنْ يُؤْمِنَ بِقَلْبِهِ وَأَنَّ اللهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّهُ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ، وَيُجِبُ أَنْ يُخُصَّهُ بِالْعِبَادَةِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَيُؤْمِنَ بِالرَّسُوْلِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا إِلَى جَمِيْعِ الثَّقَلَيْنِ، كُلُّ هٰذَا لَا بُدَّ مِنْهُ، فَهٰذَا أَصْلُ الدِّيْنِ وَأَسَاسُهُ كَمَا يُجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُؤْمِنَ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُوْلُهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ كُفْرٌ، لِأَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ كُفْرٌ. أَمَّا الزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَبَقِيَّةُ الْأُمُوْرِ الْوَاجِبَةِ إِذَا اعْتَقَدَهَا وَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَلٰكِنْ تَسَاهَلَ فَلَا يَكْفُرُ بِذٰلِكَ، بَلْ يَكُوْنُ عَاصِيًا، وَيَكُوْنُ إِيْمَانُهُ ضَعِيْفًا نَاقِصًا؛ لِأَنَّ الْإِيْمَانَ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ، يَزِيْدُ الْإِيْمَانُ بِالطَّاعَاتِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِيْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. أَمَّا الصَّلَاةُ وَحْدَهَا

خَاصَّةً فَإِنْ تَرَكَهَا كَفَرَ عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنْ لَّمْ يَجْحَدْ وُجُوْبَهَا، وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ أُمُوْرِ الْعِبَادَاتِ، مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوُ ذٰلِكَ، فَإِنْ تَرَكَهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ أَكْبَر عَلَى الصَّحِيْحِ، وَلٰكِنْ نَقْصٌ فِي الْإِيْمَانِ، وَضُعْفٌ فِي الْإِيْمَانِ، وَكَبِيْرَةٌ عَظِيْمَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ، فَتَرْكُ الزَّكَاةِ كَبِيرَةٌ عَظِيْمَةٌ، وَتَرْكُ الصِّيَامِ كَبِيرَةٌ عَظِيْمَةٌ، وَتَرْكُ الْحَجِّ مَعَ الْاِسْتِطَاعَةِ كَبِيرَةٌ عَظِيْمَةٌ، وَلٰكِنْ لَا يَكُوْنُ كُفْرًا أَكْبَرَ إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا بِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ، وَأَنَّ الصِّيَامَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْحَجَّ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا حَقٌّ، مَا كَذَّبَ بِذٰلِكَ وَلَا أَنْكَرَ وُجُوْبَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّهُ تَسَاهَلَ فِي الْفِعْلِ، فَلَا يَكُوْنُ كَافِرًا بِذٰلِكَ عَلَى الصَّحِيْحِ. أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ إِذَا تَرَكَهَا يَكْفُرُ فِيْ أَصَحِّ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ كُفْرًا أَكْبَرَ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ وَإِنْ لَّمْ يَجْحَدْ وُجُوْبَهَا كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِيْ صَحِيْحِهِ ، وَقَوْلُهُ ﷺ : « اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ الرَّجُلِ فِيْ ذٰلِكَ. نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ.

<u>শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ</u> ঃ ক্বলবের ঈমান যথেষ্ট নয় সালাত ও অনুরূপ অন্যান্য আমল ছাড়া। বরং ওয়াজিব হল, আন্তরিকভাবে একক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নিশ্চয় তিনি তার রব ও সৃষ্টিকর্তা। তার জন্য এটাও ওয়াজিব যে, খাসভাবে আল্লাহর ﷻ'রই 'ইবাদত করবে। আর সে রসূলের ﷺ প্রতি ঈমান আনবে। নিশ্চয় তিনি সত্য রসূল হিসাবে উভয় জাতির (জিন ও মানুষের) কাছে এসেছিলেন। এর প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ। এটাই দ্বীনের মূলনীতি, যা মুকাল্লিফের (দ্বীনের অনুসারীদের) উপর বাধ্যতামূলক। তাদেরকে আল্লাহ ও রসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে আগত খবর যেমন– জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসিরাত, মিযান প্রভৃতি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান রাখতে হবে। সুতরাং এটা জরুরী যে, সাক্ষ্য দেবে "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল।" তেমনিভাবে সালাত ও অন্যান্য আমলগুলোও জরুরী। সুতরাং যখন সে সালাত আদায় করে, তখন সে তার (ঈমানের) দাবি পূর্ণ

করে। আর যদি সে সালাত না পড়ে তবে সে কাফির। যেহেতু সালাত তরক করা কুফর।

তাছাড়া যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ও অন্যান্য ওয়াজিব আমলও তাকে পালন করতে হবে। যদি সে এগুলোর ব্যাপারে আক্বীদা রাখে যে তা ওয়াজিব, কিন্তু সে অলসতা ও অবহেলা করে– তাহলে সে কাফির নয়, বরং অবাধ্য (পাপাচারী)। এক্ষেত্রে তার ঈমান দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত। কেননা ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। ইতা'আত (আনুগত্য) ও আমলে সালেহ দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে অবাধ্যতা দ্বারা ঈমান হ্রাস পায়– আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে।

কেবল সালাত তরক করায় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম (খাস), যা তরক করা অধিকাংশ আলেমের নিকট কুফর। যদিও-বা সে এর ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে না। এটাই আলেমদের সবচেয়ে সহীহ উক্তি। অবশিষ্টরা বলেন, সালাত তরক করা অন্যান্য 'ইবাদত যেমন– যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ তরক করার ন্যায়। কেননা সহীহ মতে এগুলো কেবল তরক করাটাই কুফরে আকবার নয়। বরং তা ঈমানের ত্রুটি, ঈমানের দুর্বলতা ও কবীরা গোনাহগুলোর সর্বোচ্চ গুনাহ। এ কারণে যাকাত তরক করা সর্বোচ্চ কবীরা গোনাহ। সিয়াম তরক করাও সর্বোচ্চ কবীরা গুনাহ। তেমনি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করা সর্বোচ্চ কবীরা গুনাহ। কিন্তু তাতে কুফরে আকবার সংঘটিত হয় না, যতক্ষণ একজন মু'মিন যাকাতকে হক্ব মানে, সিয়ামকে হক্ব মানে, সামর্থ্যবানের জন্য হজ্জ আদায় করাকে হক্ব মানে। সে এগুলোকে মিথ্যা বলে না এবং এর ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকারও করে না। কিন্তু সে আমলের দিকে থেকে অলসতা করে। এ কারণে সহীহ মতে সে কাফির নয়।

তবে সালাত তরককারীর ব্যাপারে আলেমদের সহীহ উক্তি হলো, সে কাফির, যা কুফরে আকবার। এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই, যদিও সে সালাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে না– যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কেননা নবী ﷺ বলেছেন: "(মু'মিন) ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত তরক করা।" (সহীহ মুসলিম) তাছাড়া নবী ﷺ বলেছেন: "তাদের ও আমাদের মধ্যে চুক্তি হল সালাত। সুতরাং যে

Contents

সালাত তরক করে সে কুফরী করে।" (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ) এক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের মতই। আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা ও শান্তি চাচ্ছি।[৮১]

س ١٦: وَتقُوْلُ السَّائِلَةُ: إِنَّ هُنَاكَ شَيْئًا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ أَوْسَاطِ النَّاسِ حَيْثُ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ الصَّلَاةَ يَشْتَرِطُ لَهَا الْإِسْلَامُ، وَالْحَجُّ يَشْتَرِطُ لَهُ الْإِسْلَامُ، فَالْإِنْسَانُ قَدْ يَكُوْنُ مُسْلِماً وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِبَقِيَّةِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ. فَنرِيْدُ تَجَلِّيَةَ هٰذَا الْمَوْضُوْعِ. بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ؟

---

৮১. যারা এর বিপরীতে সালাতকে ওয়াজিব/ফরয হিসাবে স্বীকৃতিদাতার সালাত তরক করাকে 'আমলী কুফর বলেন তাদের দলিল নিম্নরূপ: 'উবাদা ইবনে সামিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

خَمْسُ صَلَوَات كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَاد فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰه عَهْدٌ أَنْ يُدْخلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْت بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰه عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

"আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। কাজেই যে তা সংরক্ষণ করবে এবং তার হকের কোন অংশ কম করবে না, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে আল্লাহর অঙ্গীকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার সাথে আল্লাহর কোন চুক্তি নেই। চাইলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন নতুবা তিনি চাইলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" [মুয়াত্তা মালিক, আবু দাউদ, নাসায়ী, সহীহ ইবনে হিব্বান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (ইফা) ১/২৬৮ পৃ: হা/২৫; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহ আবূ দাউদ হা/১২৫৮)। আলবানী رحمه الله বলেন:

وَقَالَ أَيْضًا : " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " إِلَى غَيْر ذٰلِكَ وَلِهٰذَا لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُوْنَ يَرِثُوْنَ تَارِكُ الصَّلَاة وَيُوَرِّثُوْنَهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ يُغفِرْ لَهُ وَلَمْ يَرِثْ وَلَمْ يُوْرِثْ

"অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে: যে ব্যক্তি এমন অবস্থাতে মারা যায় যে সে 'ইলম রাখে– আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" [সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১/৩৩ নং] অনুরূপ আরো বর্ণনা রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে যদি মুসলিম (কালেমার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) পদস্খলিত না হয়ে সালাত তরককারী হলে উপরোক্ত দাবীর মধ্যে গণ্য হবে, আর যদি কাফির হয়, তবে তার জন্য ক্ষমা নেই, আর তার জন্য ওয়াদা নেই এবং সে উক্ত দাবীর মধ্যেও গণ্য নয়।" [আলবানী, হুকুমে তারকুস সালাত ১৭-১৮ পৃ:] এই অনুবাদকের নিকট শেষোক্ত দলীলগুলো আখিরাতের আল্লাহর সিদ্ধান্তের সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে শায়েখ ইবনে বায رحمه الله-এর উল্লিখিত দলীলগুলো দুনিয়াতে মুসলিমের পরিচয় সম্পর্কীত। অর্থাৎ উভয় মতবিরোধের পক্ষের দলীলগুলো নিজ নিজ স্থানে প্রযোজ্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন–১৬॥ প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করল: এ ব্যাপারে লোকদের মধ্যে সংশয় রয়েছে যে যখন তারা বলে: সালাত ইসলামের ক্ষেত্রে শর্ত, হজ্জ ইসলামের জন্য শর্ত– তাহলেই একজন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারবে। যদিও-বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামের রোকনগুলো পালিত না হয়। এ কারণে বিষয়টি আরো বেশি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন।

سَمَاحَةُ الشَّيْخ ابن باز رَحِمَهُ اللهُ: نَعَمْ. هُوَ مُسْلِمٌ بِالشَّهَادَتَيْنِ، فَمَتَى أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَوَحَّدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَدَّقَ رَسُوْلَ اللهِ مُحَمَّدًا ﷺ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يُنظَرُ فَإِنْ صَلَّى تَمَّ إِسْلَامُهُ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ صَارَ مُرْتَدًا، وَهٰكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ ذٰلِكَ صَارَ مُرْتَدًّا، أَوْ أَنْكَرَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ صَارَ مُرْتَدًّا، أَوْ قَالَ الزَّكَاةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ صَارَ مُرْتَدًا، أَوْ قَالَ الْحَجُّ مَعَ الْاِسْتِطَاعَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ، صَارَ مُرْتَدًا، أَوْ اِسْتَهْزَأَ بِالدِّيْنِ أَوْ سَبَّ اللهَ أَوْ سَبَّ الرَّسُوْلَ صَارَ مُرْتَدًّا.

فَهٰذَا الْأَمْرُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ وَاضِحًا، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ بِالشَّهَادَتَيْنِ حَكَمَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ يُنْظَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ بَقِيَّةِ الْأُمُوْرِ فَإِنْ اِسْتَقَامَ عَلَى الْحَقِّ تَمَّ إِسْلَامُهُ، وَإِذَا وُجِدَ مِنْهُ مَا يَنْقُضُ الْإِسْلَامَ؛ مِنْ سَبِّ الدِّيْنِ، أَوْ مِنْ تَكْذِيْبِ الرَّسُوْلِ ﷺ، أَوْ مَنْ جَحَدَ لِمَا أَوْجَبَهُ اللهُ ﷻ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ، أَوْ جَحْدٍ لِمَا حَرَّمَ اللهُ كَمَا لَوْ قَالَ: الزِّنَا حَلَالٌ، فَإِنَّهُ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ بِهٰذَا، وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ، وَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

فَلَوْ قَالَ: إِنَّ الزِّنَا حَلَالٌ، وَهُوَ يَعْلَمُ الْأَدِلَّةَ وَقَدْ أُقِيْمَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، يَكُوْنُ كَافِرًا بِاللهِ كُفْرًا أَكْبَرَ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، أَوْ قَالَ: الْخَمْرُ حَلَالٌ، وَقَدْ بُيِّنَتْ لَهُ الْأَدِلَّةُ وَوَضَحَتْ لَهُ الْأَدِلَّةُ ثُمَّ أَصَرَّ يَقُوْلُ: إِنَّ الْخَمْرَ حَلَالٌ، يَكُوْنُ ذٰلِكَ كُفْرًا أَكْبَرَ، وَرِدَّةً عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، أَوْ قَالَ مَثَلًا: إِنَّ الْعُقُوْقَ حَلَالٌ، يَكُوْنُ رِدَّةً عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، أَوْ قَالَ إِنَّ شَهَادَةَ الزُّوْرِ حَلَالٌ، يَكُوْنُ هٰذَا رِدَّةً عَنِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ.

كَذٰلِكَ إِذَا قَالَ: اَلصَّلَاةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، أَوِ الزَّكَاةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، أَوْ صِيَامُ رَمَضَانَ غَيْرُ وَاجِبٍ، أَوِ الْحَجُّ مَعَ الْاِسْتِطَاعَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ، كُلُّ هٰذِهِ نَوَاقِضُ مِنْ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ يَكُوْنُ بِهَا كَافِرًا وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.

إِنَّمَا الْخِلَافُ إِذَا قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ، وَلٰكِنَّ أَنَا أَتَسَاهِلُ وَلاَ أُصَلِّيْ، فَجَمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ يَقُوْلُوْنَ: لَا يَكْفُرُ وَيَكُوْنُ عَاصِيًا يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ حَدًّا.

وَذَهَبَ آخَرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الْمَنْقُوْلُ عَنِ الصَّحَابَةِ ﷺ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذٰلِكَ كُفْرًا أَكْبَرَ، فَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ كَافِرًا؛ لِقَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] ، فَدَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى أَنَّ الَّذِيْ لَا يُقِيْمُ الصَّلَاةَ لَا يَخْلِيْ سَبِيْلَهُ ، بَلْ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١] ، فَدَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى أَنَّ الَّذِيْ لَا يُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَلاَ يُصَلِّيْ لَيْسَ بِأَخٍ فِي الدِّيْنِ.

শায়েখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ : জি হ্যাঁ, দু'টি শাহাদাতের মাধ্যমে মুসলিম হয়। অর্থাৎ মনে প্রাণে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ﷻ একক এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল– তাহলে সে ইসলামে প্রবেশ করল। অতঃপর যদি তাকে সালাত আদায় করতে দেখা যায় তবে তার ইসলাম পূর্ণ হলো। আর যদি সালাত আদায় করতে দেখা না যায় তবে সে মুরতাদ। অনুরূপ যদি সে সালাতকে অস্বীকার করে তবেও মুরতাদ হয়ে যায়। কিংবা সিয়ামকে অস্বীকার করলে মুরতাদ হয়। অথবা বলে যাকাত প্রভৃতি ওয়াজিব নয়, তবেও সে মুরতাদ। কিংবা বলে সামর্থ্য হলেও হজ্জ করা ওয়াজিব নয়, তবে সে মুরতাদ। কিংবা দ্বীন নিয়ে তামাশা করে, কিংবা রসূলকে গালি দেয়– তবেও সে মুরতাদ।

উক্ত সিদ্ধান্তের কারণ হলো, এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট। সুতরাং যখন কেউ ইসলামে দু'টি শাহাদাত দ্বারা প্রবেশ করে তার উপর ইসলামী বিধি-বিধান আবশ্যক হয়। অতঃপর যদি তাকে অন্যান্য নির্দেশগুলোর উপর দেখা যায় এবং সে হকভাবে তাতে দৃঢ় হয়– তবে তার ইসলাম পূর্ণ হলো। অতঃপর যদি তার মধ্যে ইসলামের কোন ত্রুটি দেখা যায়। যেমন: দ্বীন নিয়ে কটূক্তি করা, রসূলকে মিথ্যারোপ করা, আল্লাহর ওয়াজিবকৃত বিষয়গুলো যেমন– সালাত, সিয়ামের বিরোধিতা করা, কিংবা আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ের বিরোধিতা করা যেমন– যিনাকে হালাল গণ্য করা; তবে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়। যদিওবা সে সালাত, সিয়াম পালন করে এবং বলে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল।

অনুরূপ যদি সে বলেঃ যিনা হালাল, অথচ সে এর দলিল সম্পর্কে জ্ঞাত– তখন প্রমাণ তার জন্য কার্যকরী হবে। সে আল্লাহর প্রতি কুফরী করেছে, যা কুফরে আকবার– সে আল্লাহর থেকে বহিষ্কৃত। কিংবা যদি সে বলে, মদ পান করা হালাল। অথচ তার কাছে দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয় এবং সেটা তার কাছে সুস্পষ্টও হয়, তারপরেও সে বলেঃ মদ হালাল। তখন এটা কুফরে আকবার। ফলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং আল্লাহর থেকে বহিষ্কৃত হয়। কিংবা সে বলেঃ পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ হালাল। সেক্ষেত্রে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং আল্লাহর থেকে বহিষ্কৃত হয়। কিংবা বলেঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হালাল। সেও ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় যখন তার কাছে ইসলামী শরী'আতের দলিলগুলো বর্ণনা করা হয়।

অনুরূপ যদি সে বলেঃ সালাত ওয়াজিব নয়, বা যাকাত ওয়াজিব নয়, রমাযানের সিয়াম ওয়াজিব নয়, সামর্থ্য হওয়ার পরেও হজ্জ ওয়াজিব নয়– এর সবগুলো ইসলাম থেকে বিচ্যুতির কারণগুলোর অন্যতম। ফলে সে কাফির হয় এবং আল্লাহর থেকে বহিষ্কৃত হয়।

তবে ব্যতিক্রম হলো, যখন সে বলেঃ সালাত ওয়াজিব, আমার অলসতা আছে, আমি সালাত আদায় করি না। জমহুর ফক্বীহদের মতেঃ সে কাফির নয়, সে অবাধ্য ব্যক্তি, তাকে তাওবা করতে হবে। যদি সে তাওবা না করে তবে তাকে হত্যা করতে হবে।

পূর্বোক্ত বিষয়ে আহলে ইলমদের থেকে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সাহাবীদের ﷺ থেকে এসেছে। তারা এ ব্যাপারটি কুফর গণ্য করতেন, যা কুফরে আকবার। সুতরাং সে তাওবা করবে, যদি তাওবা না করে তবে তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেনঃ "যদি তারা তাওবা করে, সালাত ক্বায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে– তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।" (সূরা তাওবা– ৫ আয়াত) এ থেকে দলিল পাওয়া গেল, যদি সালাত আদায় না করে তবে তাদের পথ রোধ করতে হবে। বরং তাদের তাওবা করতে হবে। যদি তাওবা না করে তবে হত্যা করতে হবে। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ "যদি তাওবা করে, সালাত ক্বায়েম করে, যাকাত আদায় করে– তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" (সূরা তাওবা– ১১ আয়াত) এ থেকে দলিল পাওয়া গেল, যারা সালাত আদায় করে না তারা দ্বীনি ভাই নয়।

পরিশিষ্ট– ১

ইবাদত ও ইতা'আত

–সফিউর রহমান মুবারকপুরী

[সফিউর রহমান মুবারকপুরী বিখ্যাত 'আর-রাহীকুল মাখতুম'-নামক সিরাতুন্নবী ﷺ-এর লেখক। তাছাড়া তাঁর অধীনে সম্পাদিত বোর্ডকর্তৃক তাফসীর ইবনে কাসিরের সংশোধিত সংস্করণটিও খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি বর্তমান যামানার অন্যতম সালাফী আক্বীদার মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হিসাবে খ্যাত। এই প্রবন্ধটি www.AsliAhleSunnet.com থেকে যা উর্দু ভাষায় অনূদিত ও সঙ্কলিত 'ফিতনাতুত তাকফীর আওর হুকুম বিগয়রি মা আনঝালাল্লাহ'–এর ৮৪-৮৭ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত। তাছাড়া মূল প্রবন্ধটির স্বতন্ত্র উর্দু শিরোনামেও مولانا مودودی کی نظریۂ حاکمیت کا رد (মওদুদী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির 'তাওহীদে হাকিমিয়্যাত' খণ্ডন) প্রকাশিত হয়েছে। **–অনুবাদক: কামাল আহমাদ**]

মওদুদী সাহেবের চিন্তা হলো, যার প্রতি নিঃশর্ত ইতা'আত করা হয় সেটাই প্রকারান্তরে তার ইবাদত করা। মুসলিমরা আল্লাহ ﷻ'র নিঃশর্ত ইতা'আত করে। আর নবী ﷺ এর ইতা'আত এ জন্য করে যে, সেটা আল্লাহ ﷻ হুকুম দিয়েছেন। অর্থাৎ নবী ﷺ এর ইতা'আত হলো, আল্লাহ ﷻ'র ইতা'আতের অধীন। সুতরাং যখন তাঁর ﷺ ইতা'আত করা হয়, তখন আল্লাহ ﷻ'রই ইতাআত করা হয়। যা ফলশ্রুতিতে আল্লাহ'র ইবাদতে পরিণত হয়। এর দ্বারা তিনি অপর একটি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। আর তা হলো– যদি কোন হুকুমাত আল্লাহ ﷻ'র কানুনের অধীনতা ছাড়াই হুকুমাত পরিচালনা করে, তবে সেই হুকুমাতের ইতা'আত করাই– তার ইবাদত করা, যা প্রকারান্তরে শিরক। আর এভাবেই তিনি শিরক ফিল হাকিমিয়্যাহ'র দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন। এটা অত্যন্ত জোরালোভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনাদের সামনে আমি এর স্বরূপ উপস্থাপন করব। অনেক সময় একশ', দু'শ, চার'শ এমনকি আট'শ পৃষ্ঠার কিতাবে এ ধরণের মাসআলা লেখা হয়। মাসআলা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে, এবং অনেক লম্বা লম্বা আলোচনা– বুঝার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। এ কারণে আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি শব্দের ব্যাপারে দুই একটি আলোচনা উপস্থাপন করছি।

ইতা'আত কি 'ইবাদত? নাকি 'ইবাদত এবং ইতা'আত ভিন্ন ভিন্ন জিনিস? আমি এটা আপনাদের বুঝাবো। এটা বুঝানোর জন্য আমি আপনাদের সামনে একটি বা দু'টি উদাহরণ পেশ করছি।

একবার আমার কাছে জামায়াতে ইসলামী'র একজন যুবক আসল। সে আমার সাথে কথা বলতে লাগল, আমিও তার সাথে কথা বলতে থাকলাম। একপর্যায়ে সে তার দা'ওয়াত দিল যে, আমাদের দা'ওয়াত হলো এটা....। আমি বললাম আমি জানি। সে এটাই আশা করছিল যে, আমি যেন তার দা'ওয়াত কবুল করি।

আমি বললাম: দেখ, তোমাদের দা'ওয়াত সহীহ নয়।

যুবক: কেন সহীহ নয়?

আমি: যদি এটাই তোমাদের সত্যিকার দা'ওয়াত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন হুকুমাতের ইতা'আত করে যা আল্লাহ ﷻ'র কানুনের অধীনস্থ নয়, তাহলে এই ইতা'আত ইবাদতে পরিণত হবে। যদি এটাই তোমাদের দা'ওয়াত হয়, তবে মেহেরবানি করে বাইরে যাও এবং যদি কোন মুসলিমকে বাম পাশে দেখ (ভারতের ট্রাফিক আইনে বাম পাশ থেকেই চলতে হয়), তখন যদি সে রাস্তায় বাম পাশ থেকে সাইকেল চালায় তবে তাকে বল, ভাই তুমি বাম পাশ থেকে চলো না, এই পাশ থেকে সাইকেল চালানো শিরক।

যুবক: (উচ্চৈঃস্বরে বলল) শায়েখ এটা কি বলেন?

আমি: আমি তো তা-ই বলছি, যা তোমরা বলে থাক। তোমাদের বক্তব্যের মূল বিষয়ই আমি জানাচ্ছি।

যুবক: কিভাবে?

আমি: ভারতের হুকুমাত আল্লাহ ﷻ'র হুকুমাতের বিপরীত, নাকি আল্লাহ'র হুকুমাতের অধীন।

যুবক: না, আল্লাহ'র হুকুমাত গ্রহণ না করে এর বিপরীত পন্থায় চলে।

আমি: এখানে যে আইন আছে এর ইতা'আত করাটি কি শিরক হবে, নাকি শিরক হবে না?

যুবক: কোনটা হবে?

আমি: এই আইনের অন্যতম একটি হল, সাইকেল রাস্তার বাম দিক দিয়ে চলবে। যে ব্যক্তি বাম দিক দিয়ে সাইকেল চালাবে, সে এই হুকুমাতের ইতা'আত করবে। আর এই ইতা'আতকেই 'জামায়াতে ইসলামী' 'ইবাদত বলছে। আর গায়রুল্লাহ'র ইবাদতকে শিরক গণ্য করা হয়। সুতরাং এটা শিরক।

যুবক: (পেরেশানীর সাথে বলল) শায়েখ আপনিই বলুন, কোনটা সহীহ আর কোনটা ভুল?

আমি: দেখ, ইতা'আত ও 'ইবাদত ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। তবে কখনো কখনো একই আমল 'ইবাদত ও ইতা'আত দু'টিই হতে পারে। তেমনই এমনটিও হতে পারে যে, কোন আমল ইতা'আত হলেও তা 'ইবাদত নয়। আবার এটাও হতে পারে যে, কোন আমল 'ইবাদত কিন্তু ইতা'আত নয়। এর সবগুলোই সম্ভব।

যুবক: কিভাবে?

আমি: বলছি, শোন। ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ নিজের ক্বওমকে জিজ্ঞাসা করলেন:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ

"(ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ) যখন তার পিতা ও ক্বওমকে বললেন: তোমরা কিসের ইবাদত কর? তারা বলল: আমরা প্রতিমার ইবাদত করি এবং এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ বললেন: তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন কি তারা শোনে? অথবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে?"(সূরা শূ'আরা– ৭০-৭১ আয়াত)

বলতো, ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ'র ক্বওম যে মূর্তির 'ইবাদত করত, তারা কি তার ইতা'আতও করত? মূর্তিতো কখনোই কোন হুকুম দেয়ার বা কোন কিছু বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং ঐ ক্বওমের কাজটি 'ইবাদত হলেও ইতা'আত নয়।

যুবক: (তখন সে স্বীকার করল) হ্যাঁ এটা ঠিক যে, ঐ ক্বওম ইতা'আত নয় বরং মূর্তিদের 'ইবাদত করত।

আমি: তাহলে এবার আমরা আরেকটু সামনে যাব। ঈসায়ীদের সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানে বর্ণনা করেছেন। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُকে জিজ্ঞাসা করবেন:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

"যখন আল্লাহ বলবেন: হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদের বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহ সাব্যস্ত কর?".... (সূরা মায়িদা– ১১৬ আয়াত)।

তখন ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এটা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করবেন। বলবেন:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ

"আমি তো তাদের কিছুই বলি নি, তবে কেবল সে কথাই বলেছি যা আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাহল, আল্লাহ'র ইবাদত কর– যিনি আমার ও তোমাদের রব। আমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম।" (সূরা মায়িদা ঃ ১১৭ আয়াত)

এভাবে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করবেন। কুরআনের উল্লিখিত আয়াতের সম্পর্ক ঈসায়ীদের সাথে এবং ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ-এর 'ইবাদত করা সম্পর্কীত। কিন্তু ঐ লোকেরা যার 'ইবাদত করে সে না তাদের উপকার করতে পারে, আর না পারে তাদের ক্ষতি করতে। সুতরাং সুস্পষ্ট হলো, তারা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ-এর 'ইবাদত করত। আর ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ তাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারতেন না। এখন মাসআলা হলো, তারা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ-এর যে 'ইবাদত করত, সেটা কি তাঁর ইতা'আতও ছিল?

(পুনরায় বললাম) 'ইবাদত করাতো প্রমাণিত হল, কেননা কুরআন এ কাজটিকে 'ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ-এর 'ইবাদত বলে উল্লেখ করেছে। সুতরাং ঈসায়ীদের মধ্যে যারা তাঁর 'ইবাদত করেছে ও করছে, তারা কি তাঁর ইতা'আতও করছে? তারা কখনোই ইতা'আত করছে না। 'ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ কখনই তাঁর 'ইবাদত করার হুকুম দেন নাই যে, আমার 'ইবাদত কর। বরং তিনি নিষেধ করেছেন। সুতরাং তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ইতা'আতের বদলে নাফরমানী করেছে, আর সেটা 'ইবাদতই ছিল। সুতরাং 'ইবাদত করার জন্য এটা জরুরী নয় যে, যার 'ইবাদত করা হবে তাঁর ইতা'আতও করতে হবে। ইতা'আত ছাড়াও 'ইবাদত হয়, আর নাফরমানির মাধ্যমেও 'ইবাদত করা হয়। একে তাঁর পক্ষ থেকে অনুমোদিত 'ইবাদত বলা হবে না।

সুতরাং মাসআলাটি সুস্পষ্ট হলো। এখন তুমি কী জানতে চাও? কারো কোন হুকুম মানা ও আনুগত্য করা তার ইতা'আত। পক্ষান্তরে, কারো নৈকট্য অর্জনের জন্য তথা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন মাধ্যম ছাড়াই তার সন্তুষ্টি অর্জনের পদ্ধতিমূলক কাজই ইবাদত। ঐ লোকেরা ঈসা عليه السلام এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঐ আমল করত, এ কারণে তারা তাঁর ইবাদত করত। তারা তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করে নি, সুতরাং তারা তাঁর ইতা'আত করত না। আমরা সালাত আদায় করি– এর দ্বারা আল্লাহ ﷻ'র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য কামনা করি। অর্থাৎ সালাত একটি ইবাদত। আর আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন তা পালনও করি, এটাই হল তাঁর ইতা'আত। ইতা'আত ও ইবাদতের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। সালাত একটি আমল যার মধ্যে দু'টি বিষয়ই রয়েছে অর্থাৎ ইবাদত ও ইতা'আত।

অথচ মওদুদী সাহেব যেহেতু এই দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন যে, কারো নিঃশর্ত ইতা'আত করাটাই তার ইবাদত করা। এ কারণে তিনি বলেছেন, বান্দা যদি আল্লাহ ﷻ'র ইতা'আতে জীবন অতিবাহিত করে– তবে তার সমস্ত জীবনই ইবাদতে পরিণত হবে। সুতরাং তার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এগুলো (জীবন-যাপনের সব কিছুই) 'ইবাদত। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জীবনের সবকিছুই 'ইবাদত নয়। বরং এর মধ্যে ইতা'আতও রয়েছে। যদি সমস্ত যিন্দেগী আল্লাহ'র হুকুমে পালিত হয়, তবে সেই যিন্দেগীর পুরোটাই তাঁর ইতা'আত। আর এটা সওয়াবের কাজ এবং এর মাধ্যমে সওয়াব অর্জিত হয়। কিন্তু এটা ইবাদত নয়। এটাই সহীহ অর্থ।

[**সংযোজনঃ** পূর্বেই আমরা দেখেছি স্বয়ং নবী ﷺ শাসককে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড় দিতে বলেছেন যতক্ষণ তার থেকে স্পষ্ট কুফর প্রকাশ না পায়, কিংবা সালাত আদায় করে। পক্ষান্তরে যুলুম-অত্যাচার, স্বজনপ্রীতি, হক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে জনগণকে শাসককে মেনে নিতে বলেছেন। কিন্তু দু'টিই আল্লাহর নির্দেশ। এর প্রথমোক্তটি আক্বীদা ও 'ইবাদত সংক্রান্ত। আর দ্বিতীয়টি ইতা'আত বা মু'আমালাত সম্পর্কীত। অথচ উভয়টির ব্যাপারেই সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি আছে। **–অনুবাদক**]

পরিশিষ্ট– ২

তাহক্বীক্বকৃত

আমাদের হাকিম কেবলই একজন– আল্লাহ্ তা'আলা

[পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে সাঞ্জস্যতার কারণে এই পুস্তিকাটিও সংযুক্ত করা হলো]

মূল
মাস'উদ আহমাদ

অনুবাদ ও তাহক্বীক্ব
কামাল আহমাদ

ভূমিকা

মহান রব্বুল 'আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে, মুসলিম ভাইদের সংস্কারের স্বার্থে এই "তাহক্বীক্বকৃত আমাদের হাকিম কেবলই একজন– আল্লাহ তা'আলা" লিখতে পেরেছি। আমরা এমন গুণীজন, সুধীজন, দল বা জামা'আত ইদানীং লক্ষ্য করছি, যারা অনেকেই হক্বের দা'ওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ সমস্ত জামা'আতের মধ্যে সূক্ষ্ম ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কখনো এটা আক্বীদার ক্ষেত্রে আবার কখনো বা 'আমলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি জামা'আতকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক সংস্কারের প্রস্তাব দেয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নিজ নিজ অবস্থানে দৃঢ় থাকতে দেখা যায়। এরকম অনেক হক্ব ও সংস্কারের অন্যতম বাহকদের একটি মূল শ্লোগান সমৃদ্ধ পুস্তিকা "আমাদের হাকিম কেবলই একজন– আল্লাহ তা'আলা"-এর সংস্কার জরুরী মনে করছি। মূলত "হাকিম একমাত্র আল্লাহ" এই শ্লোগানটি ছিল মুসলিমদের থেকে পৃথক প্রথম সৃষ্ট ফিরকা খারেজীদের। যাদের সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই তাহক্বীক্ব বা বিশ্লেষণটি লেখা হয়েছে তাদেরও সেই ইতিহাস স্মরণ করানো দরকার মনে করছি।

এই ইতিহাসটি জানানোর ক্ষেত্রে আমরা যে গ্রন্থটিকে মূল সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছি তা হলো, ইমাম ইবনে কাসির رحمه الله-এর "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭ম খণ্ড (মিশরঃ মাকতাবাতুস সাফা পৃঃ ২২৬-২৫৫, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পৃঃ ৫০৩-৫৫৬)"। গ্রন্থটি মূলত হাদীসের আলোকেই সঙ্কলিত। এরপরও আমরা সাধ্যমত এর সূত্রগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। যদি কেউ এর অনুল্লিখিত সূত্র সম্পর্কে আমাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন তবে পরবর্তীতে এর প্রয়োজনীয় সংস্কার করার উদ্যোগ নেব এবং তার বা তাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব। অবশ্য আমরা এখানে কেবল সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় অংশগুলোই উল্লেখ করব।

ইতিহাসের আলোকে “হাকিম একমাত্র আল্লাহ”

[সিফফীন যুদ্ধের পর আলী ও মুআবিয়া ﷺ-এর] সালিসী চুক্তির পর আশআছ ইবনে কাইস তামীম গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে চুক্তিনামাটি পড়ে শুনান। সেখানে ছিল রাবী'আ ইবনে হানজালাহ বংশের সন্তান উরওয়াহ ইবনে উযায়না (উযায়না মাতার নাম, পিতার নাম জারীর)। সে আবূ বিলাল ইবনে মিরদাস ইবনে জারীর–এর ভাই। সে দাঁড়িয়ে বলল: أَتُحَكِّمُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ الرِّجَالَ তোমরা কি আল্লাহ'র দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে হাকিম (বিচারক) নিয়োগ করছো? এ কথা বলেই সে আশআছ ইবনে কাইসের বাহনের পশ্চাৎভাগে তরবারি দিয়ে আঘাত হানলো। এতে আশআছ ও তার ক্বওমের লোকেরা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। ফলে আহনাফ ইবনে কাইস ও তাদের গোত্রের নেতৃস্থানীয় একটি দল এসে আশআছ ইবনে কাইসের কাছে এ ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। খারিজী সম্প্রদায়ের ধারণা মতে যিনি সর্ব প্রথম তাদের নেতৃত্ব দেন তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব রাসিবী। গ্রন্থকারের মতে প্রথমটিই সঠিক। আলীর পক্ষের কিছুসংখ্যক লোক যারা কুররা নামে পরিচিত ছিল তারা ঐ ব্যক্তির মতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ঘোষণা দেয় لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম নেই)। একারণে এ দলকে 'মাহকামিয়্যা' নামে অভিহিত করা হয়। তারপর লোকজন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে নিজ নিজ এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। মু'আবিয়া ﷺ তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দামেশকে যায়। আর আলী ﷺ কূফার উদ্দেশ্যে হীত–এর পথ ধরে অগ্রসর হন। তিনি যখন কূফায় পৌঁছেন, তখন শুনতে পান এক ব্যক্তি বলছে, আলী গিয়েছিলো। কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। এ কথা শুনে আলী ﷺ বললেন, যাদের আমরা ছেড়ে এসেছি তারা অবশ্যই ওদের তুলনায় উত্তম।.....

এরপর আলী ﷺ আল্লাহর স্মরণ করতে করতে কূফায় প্রবেশ করেন। তিনি যখন কূফা নগরীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেন, তখন তাঁর বাহিনীর প্রায় বার হাজার লোক তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যায়। এরাই ইতিহাসে খারিজী নামে বিখ্যাত। তারা আলীর ﷺ সাথে একই শহরে বসবাস করতে অস্বীকার করে এবং হারুরা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করে। তাদের মতে আলী ﷺ কয়েকটি অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে পড়েছেন যার দরুন তারা আর তাঁকে মেনে নিতে পারছে না। আলী ﷺ তাদের সাথে কথা বলার জন্যে 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসকে প্রেরণ করেন। ইবনে আব্বাস ﷺ তাদের

কাছে গিয়ে তাদের অভিযোগ শোনেন ও জওয়াব দেন। ফলে তাদের অধিকাংশ লোক মত পরিবর্তন করে ফিরে আসে, আর অবশিষ্টরা আপন মতে অনড় থাকে। আলী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন।[৮২]

অন্য বর্ণনানুযায়ী, আলী ﷺ যখন মু'আবিয়াকে চুক্তিপত্র লিখে দেন এবং সালিস নিযুক্ত করেন, তখন তাঁর দল থেকে আট হাজার ক্বারী বেরিয়ে যায় এবং কূফা নগরীর উপকণ্ঠে হারুরা নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হয়। তারা আলীর উপরে দোষারোপ ও তাঁকে তিরস্কার করে বলতে থাকে:

اِنْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيْصٍ أَلْبَسَكَهُ اللهُ، وَاِسْمٌ سَمَّاكَ بِهِ اللهُ ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَمْتَ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَلاَ حُكْمَ إِلاَّ اللهُ

"মহান আল্লাহ আপনাকে যে জামা (খিলাফত) পরিধান করিয়েছিলেন, আপনি সে জামা খুলে ফেলেছেন। যে উপাধিতে মহান আল্লাহ আপনাকে ভূষিত করেছিলেন আপনি সে উপাধি প্রত্যাহার করেছেন। এরপর আপনি আরো অগ্রসর হয়ে মহান আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে হাকিম নিযুক্ত করেছেন। অথচ মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হাকিম নেই।"

আলীর কাছে যখন তাদের এসব অভিযোগের কথা পৌঁছালো এবং তিনি জানতে পারলেন যে, এসব অভিযোগের ভিত্তিতে তারা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তিনি এক ঘোষণাকারীর মাধ্যমে নির্দেশ জারি করলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে যেন কেবল ঐসব লোক প্রবেশ করে যারা পবিত্র কুরআন বহন করে (হাফিযে কুরআন)।

আমীরুল মু'মিনীনের দরবার যখন ক্বারীদের সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি পবিত্র কুরআনের একটি কপি এনে সবার সম্মুখে রাখলেন। এরপর তিনি হাতের আংগুল দ্বারা পবিত্র কুরআনে উপর জোরে টোকা মেরে বললেন, "হে কুরআন! তুমি লোকদের তোমার কথা জানাও।" উপস্থিত লোকজন আলীকে বললো, "হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনি পবিত্র কুরআনের কপির কাছে এ কি জিজ্ঞেস করছেন? ও তো কাগজ আর কালি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা তো ওর মধ্যে যা দেখি তা নিয়ে কথা বলছি। তাহলে এরূপ করায় আপনার উদ্দেশ্য কী?" তিনি

---

৮২. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইফা) ৭/৫০৩-৫০৫ (সংক্ষেপিত)।

জওয়াবে বললেন: তোমাদের ঐসব সাথি যারা আমার থেকে পৃথক হয়ে অবস্থান নিয়েছে, তাদের ও আমার মাঝে মহান আল্লাহর কিতাব রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে একজন পুরুষ (স্বামী) ও একজন নারীর (স্ত্রীর) ব্যাপারে বলেছেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"তাদের (স্বামী–স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা হলে, তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন হাকিম নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।"[৮৩]

দ্বিতীয় অভিযোগের জবাবে আলী ﷺ বললেন: তারা আমার উপর আরো অভিযোগ এনেছে যে, আমি মু'আবিয়াকে যে চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছি, তাতে (আমীরুল মু'মিনীনের বদলে) আলী ইবনে আবূ তালিব লিখেছি। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো: হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল ইবনে আমর আসলে রসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিজ ক্বওমের সাথে সন্ধিপত্র লেখেন, তখন আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে লিখলেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললো: আমি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লিখতে রাজি নই। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে কিভাবে লিখব? সুহাইল বললেন: লিখব 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা।' রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা-ই লিখ। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন লিখ– 'এই সন্ধিপত্র, যা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ সম্পাদন করলেন। সুহাইল বলল: আমি যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রসূল, তাহলে তো আপনার সাথে আমার কোন বিরোধই থাকতো না। অবশেষে লেখা হলো: এই সন্ধিপত্র যা আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ কুরাইশদের সাথে সম্পাদন করলেন। মহান আল্লাহ আপন কিতাবে বলেন:

---

৮৩. সূরা নিসা ঃ ৩৫ আয়াত।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ ﷺএর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৮৪]

এরপর আলী ؓ তাদের কাছে 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ؓ-কে প্রেরণ করেন।..... 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস তিন দিন পর্যন্ত সেখানে তাদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। অবশেষে তাদের মধ্যে থেকে চার হাজার লোক তাওবা করে ফিরে আসে। ইবনুল কাওয়াও তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে 'আব্বাস ؓ এদের আলী ؓ-এর কাছে কূফায় নিয়ে আসেন। অবশিষ্ট লোকদের কাছে আলী ؓ বার্তা পাঠিয়ে জানান যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক। আর তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত থাকলো যে, তোমরা অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত ঘটাবে না। ডাকাতি, রাহাজানি করবে না এবং যিম্মীদের উপর অত্যাচার চালাবে না। যদি এর কোনটিতে লিপ্ত হয়ে পড় তবে তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। (কেননা, আল্লাহ ﷻ বলেন:) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ "আল্লাহ খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।"[৮৫]

বর্ণনাকারী বলেন: আল্লাহর ক্বসম! ওদের বিরুদ্ধে আলী ؓ পক্ষ থেকে তখনই অভিযান পাঠানো হয়েছে, যখন ওরা ডাকাতি, রাহাজানি শুরু করেছে, খুন-খারাবী ছড়িয়ে দিয়েছে এবং যিম্মীদের উপর অত্যাচার করে তাদের সবকিছু নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছে।"[৮৬]

অন্য বর্ণনায় আছে: আলী ؓ-কে তাদের সমালোচনার কারণ ছিল এই যে–

---

[৮৪]. সূরা আহযাব– ২১ আয়াত।

[৮৫]. সূরা আনফাল– ৫৮ আয়াত।

[৮৬]. ইবনে কাসীর ؒ বলেছেন: আহমাদ এ হাদীস মুফরাদ বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদ সহীহ। জিয়া একে পছন্দ করেছেন। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইফা) ৭/৫০৬-৫০৭] তাছাড়া ইমাম হাকিম এ বর্ণনাটিকে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তাধীনে সহীহ বলেছেন, তবে উভয়ে তা বর্ণনা করেন নি। [তাহক্বীক্বকৃত আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (মিশর) ৭/২২৯ পৃ:]

১. তিনি মানুষকে হাকিম (ফায়সালাকারী) নিযুক্ত করেছিলেন।
২. শাসকের পদবীকে মুছে দিয়েছিলেন।
৩. উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করেছেন; অথচ শত্রুদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ও বন্দী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করেন নি।

প্রথম দু'টি অভিযোগের (হাকিম নির্ধারণ ও পদবী মুছে ফেলার) জওয়াবে তিনি যা বলেন, ইতোপূর্বে তা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অভিযোগের জওয়াবে তিনি বলেন: "বন্দীদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীনও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এখন যদি তোমরা দাবি করো যে, তোমাদের কোন উম্মুল মু'মিনীন নেই, তবে তা হবে তোমাদের জন্য কুফরী কাজ। আবার যদি উম্মুল মু'মিনীনকে বন্দী রাখা বৈধ মনে করো, তাও হবে কুফরী কাজ।" বর্ণনাকারী বলেন: এবার তাদের মধ্য থেকে দু' হাজার লোক বেরিয়ে আসে বাকি সবাই বিদ্রোহ করে। এরপর তাদের সাথে যুদ্ধ হয়।[৮৭]

ইবনে জারীর রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: খারিজীদের অবশিষ্ট লোকদের কাছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং গমন করেন। তিনি তাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত চালিয়ে যান। অবশেষে তারা সকলেই তাঁর সাথে কুফায় চলে আসে। সে দিনটি ছিল ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন। এরপর তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথাবার্তায় বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। তাঁকে গালমন্দ করে এবং তার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করতে থাকে।

ইমাম শাফে'য়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন: আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁকে লক্ষ্য করে জনৈক খারিজী এ আয়াতটি পড়ে:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তুমি আল্লাহ'র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"[৮৮] জওয়াবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিচের আয়াতটি পড়লেন:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

---

[৮৭]. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইফা) ৭/৫০৯ পৃ:।
[৮৮]. সূরা যুমার– ৬৫ আয়াত।

"কাজেই, তুমি সবর কর। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।"[৮৯]

ইবনে জারীর رحمه الله বলেন: এ ঘটনা হয়েছিল তখন যখন আলী رضي الله عنه খুতবা পাঠ করছিলেন। ইবনে জারীর رحمه الله আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তা হলো:

"আলী رضي الله عنه একদিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় এক খারিজী দাঁড়িয়ে বললো, হে আলী! আপনি মহান আল্লাহর দ্বীনে মানুষকে শরীক করেছেন (অর্থাৎ শির্ক করেছেন)। অথচ আল্লাহ ব্যতীত হুকুম দেয়ার অধিকার আর কারো নেই। এ সময় চারদিক থেকে একই আওয়াজ উঠলো- لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ ـ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ "আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম নেই, আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম নেই।" তখন আলী رضي الله عنه বললেন: هٰذِهِ كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ "কথাটি সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ।" তারপর তিনি বললেন: "যতদিন তোমাদের দায়িত্ব আমাদের উপরে ছিল ততদিন আমরা তোমাদের গনীমত দেয়া বন্ধ করি নি এবং আল্লাহর মাসজিদে সালাত আদায় করতে বাধা দেই নি। এখন তোমাদের উপর আমরা আগেই হামলা করবো না। যদি তোমরা প্রথমে হামলা না করো।" এরপর তারা সবাই কূফা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাহরাওয়ান নামক স্থানে সমবেত হয়।[৯০]

উপরোক্ত ঐতিহাসিক আলোচনাটি আরো সুস্পষ্ট হবে আমাদের পরবর্তী তাহক্বীকৃটি বিস্তারিতভাবে পাঠ করলে। এটাও সুস্পষ্ট হবে, খারিজী এবং বর্তমান যামানার বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী যারা একই ধরনের স্লোগান ব্যবহার করছে এবং যত্রতত্র কুফরী ফাতওয়া প্রদান করে বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে- তাদের সংস্কার ও সংশোধন করা অতীব জরুরী।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রকৃত হিদায়াত দান করুন। আমিন!!

---

৮৯. সূরা রূম- ৬০ আয়াত।

৯০. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইফা) ৭/৫১০ পৃ:।

তাহক্বীক্বকৃত

আমাদের হাকিম কেবলই একজন– আল্লাহ তাআলা

কয়েকটি পরিভাষা

'ইবাদাত, ইতা'আত, মু'আমালাত ও ইস্তি'আনাত

[এই বইটির তাহক্বীক্ব বা বিশ্লেষণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে গেলে উক্ত শব্দগুলোর সাথে পরিচয় থাকা জরুরী। অন্যথায় এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি আসাটাই স্বাভাবিক। এ কারণে শুরুতে এ পরিভাষাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।]

আল্লাহ ﷻ বলেন:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

অর্থ: আমরা একমাত্র আপনারই 'ইবাদাত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য চাই। [সূরা ফাতিহা– ৪ আয়াত]

বিশ্লেষণ: اِيَّاكَ আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী কর্ম (مَفْعُوْل) এবং এটার স্থান ক্রিয়া (فِعْل) ও কর্তার (فَاعِلْ) পরে হলেও এখানে মর্যাদা এবং গুরুত্ব প্রকাশ ও حَصْر (সীমাবদ্ধতা)-এর অর্থ গ্রহণের জন্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯১] সাধারণভাবে বলা হয় যে, نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ "আমরা তোমার 'ইবাদাত করি এবং তোমার সাহায্য চাই।" কিন্তু এখানে আল্লাহ ﷻ কর্মকে (مَفْعُوْل) ক্রিয়ার (فِعْل) পূর্বে ব্যবহার করে বলেছেন: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ –যা দ্বারা ইখতিসাস (সুনির্দিষ্টকরণ) করা হয়েছে। অর্থাৎ "আমরা একমাত্র আপনারই 'ইবাদাত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য চাই।"[৯২]

অর্থাৎ 'ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যই বৈধ নয়। কুরআন ও সহীহ হাদীসে ইসলাম অনুমোদিত 'ইবাদাত শব্দটির পারিভাষিক প্রয়োগ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

'ইবাদাত এর অর্থ: কারো সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা, অক্ষমতা ও পূর্ণাঙ্গ বিনয় (খুশু) প্রকাশ করা। ইবনে কাসির

---

[৯১]. তাফসীরে মাযহারী [ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ১/১৫ পৃ:।

[৯২]. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, কুরআনে কারীম মা'আ উর্দু তরজমা ও তাফসীর (মাদীনা মুনাওওয়ারা: বাদশাহ ফাহ্‌দ কুরআনে কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স) পৃ: ৪।

رحمه الله–এর মতে– "ইবাদাত হলো শরি'য়াতের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ মুহাব্বাত, বিনয় ও ভয়ের সমষ্টির নাম।" অর্থাৎ যে সত্তার সাথে মুহাব্বাত হয়েছে তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা এবং তাঁর কাছে গ্রেফতার হবার ভয় থাকা।[৯৩]

[আভিধানিকভাবে 'ইবাদাত শব্দের ব্যবহার:

১. عَبَدَ ، يَعْبُدُ ، عِبَادَةٌ ، عُبُوْدِيَّةٌ : তাওহীদ (একক মানা), বন্দেগী করা, পূজা করা, খিদমাত করা, ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা, ইতা'আত বা আনুগত্য করা।[৯৪]

২. عَبَدَ اللهَ ـــ عِبَادَةً وَعُبُوْدِيَّةً : আল্লাহ আনুগত্য ও বন্দেগী করা, 'ইবাদাত করা, আদাবে বন্দেগী পালন করা, ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা, কেবল আল্লাহকেই মালিক ও খালিক (সৃষ্টিকর্তা) এবং ওয়াজিবুল ইতা'আত (তাঁর আনুগত্য অত্যাবশ্যক) মনে করা।[৯৫]

৩. 'ইবাদাত শব্দটি আরবি ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক. পূজা ও উপাসনা করা, খ. আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলা এবং গ. বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে (আলোচ্য আয়াতে) একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার পূজা–উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার বন্দেগী ও দাসত্বও করি।[৯৬]]

'ইবাদাত ও ইতা'আত: 'ইবাদাত কেবল আল্লাহরই হয়। কিন্তু ইতা'আত বা আনুগত্য আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টিজীবেরও হয়। যেমন– আল্লাহ ﷻ নিজের ও তাঁর রসূলের ইতা'আত সম্পর্কে বলেছেন:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ইতা'আত কর এবং রসূলের ইতা'আত কর।"[৯৭] অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ইতা'আতের সাথে সাথে আমীরের ইতা'আতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

---

৯৩. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, কুরআনে কারীম মা'আ উর্দু তরজমা ও তাফসীর পৃ: ৪।

৯৪. মাস'উদ আহমাদ, তাফসীরে কুরআনে 'আযীয [করাচী] পৃ: ৬০।

৯৫. আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদি [দেওবন্দ: কুতুবখানাহ হুসাইনিয়া, এপ্রিল-২০০৪] ২/১০৩৮ পৃ:।

৯৬. তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফাতিহার ৬ নং টীকা।

৯৭. সুরা নিসা ঃ ৫৯ আয়াত। অনুরূপ আরো দ্র: মায়িদাহ ঃ ৯২, নূর ঃ ৫৪, মুহাম্মাদ: ৩৩, তাগাবুন– ১২।

مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرِ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرِ فَقَدْ عَصَانِيْ

"যে ব্যক্তি আমার ইতা'আত করল, সে যেন আল্লাহর ইতা'আত করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফমানি করল, বস্তুত সে আল্লাহর নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের ইতা'আত করল, সে যেন আমারই ইতা'আত করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল, সে যেন আমারই নাফরমানী করল।"[৯৮]

তবে আল্লাহ ও রসূলের ইতা'আত বা আনুগত্য শর্তহীন। কিন্তু সৃষ্টিজীবের আনুগত্য শর্তযুক্ত। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اَنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ "নাফরমানীর ব্যাপারে ইতা'আত নেই। ইতা'আত কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজে।"[৯৯] অন্যত্র তিনি ﷺ বলেন: لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ "সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে কোন সৃষ্টির ইতা'আত নেই।"[১০০]

উক্ত আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হলো, 'ইবাদাত কেবল আল্লাহরই করা যায়। 'ইবাদাতের অন্যতম অর্থ ইতা'আত হলেও সব ইতা'আত 'ইবাদাত নয়। কেননা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমীর, পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বয়োজ্যেষ্ঠ, উর্ধ্বতন বা দায়িত্বশীল প্রমুখের ইতা'আত করার প্রয়োজন হয়। তারা সেক্ষেত্রেই হুকুম করতে পারেন যেক্ষেত্রে আল্লাহর নাফরমানী হবে না, কিংবা যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ স্বাধীনতা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ

"আমি যেসব বিষয় বর্ণনা না করে তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি, সেসব ব্যাপারে আমাকে ছেড়ে দাও।"[১০১] তিনি ﷺ অন্যত্র বলেছেন:

---

৯৮. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ৭/৩৪৯২ নং।

৯৯. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ৭/৩৪৯৬ নং।

১০০. **সহীহ:** শরহে সুন্নাহ, মিশকাত [এমদা] ৭/৩৫২৭ নং। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ২/১০৬২ পৃ:]।

১০১. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন [ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার] ১/১৫৬ নং।

انَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّائِيْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ

"আমি একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেই, তখন তা গ্রহণ করবে। আর আমি যখন (দ্বীন বহির্ভূত বিষয়ে) আমার রায় (ব্যক্তিগত মত) অনুসারে নির্দেশ প্রদান করি, তখন আমিও একজন মানুষ।"[১০২]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, জীবনের সবক্ষেত্রে আমলে সলেহ বা নেককাজ করা আল্লাহর হুকুম। কিন্তু কিছু হুকুম কেবলই আল্লাহর জন্য খাস (সুনির্দিষ্ট) এবং তাতে আর কেউই শরীক নয়– এটাই পারিভাষিক 'ইবাদাত। আর কিছু হুকুম স্বয়ং আল্লাহ ﷻ মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ও জীবন-যাপন পদ্ধতির জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। যা শাব্দিকভাবে 'ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হলেও পারিভাষিকভাবে ইতা'আত। কেননা এ হুকুমগুলো আল্লাহ ﷻ নিজের জন্যে খাস করেন নি, বরং এর মধ্যে মাখলুককেও শরীক করেছেন। যেমন– আমীরের আনুগত্য, পিতা-মাতার আনুগত্য, স্বামীর আনুগত্য, আল্লাহর বান্দাদের (মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর) হক্ব প্রভৃতি। আর যে কাজের মধ্যে অন্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তা নিষ্কলুষ 'ইবাদাত না, বরং তাকে ইতা'আত বলাই বাঞ্ছনীয়। স্বয়ং আল্লাহ ﷻ-ও নিজের জন্য সুনির্দিষ্ট হক্ব তথা 'ইবাদাত এবং বান্দার হক্ব তথা সদাচারণকে স্বতন্ত্র শব্দে প্রকাশ করেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتمي وَالْمَسكِيْنَ وَالْجَارِذِي الْقُرْبَي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ —

"আর তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে ইহসান (সদাচরণ) কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।"[১০৩]

---

[১০২]. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ১/১৪০ নং।

[১০৩]. সূরা নিসা– ৩৬ আয়াত।

'ইবাদাত ও মু'আমালাত: লক্ষণীয়, উক্ত আয়াতে আল্লাহ নিজের হক্বের ক্ষেত্রে 'ইবাদাত শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তাতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে বান্দার হক্বের ক্ষেত্রে ইহসান বা সদাচারণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ পর্যায়ে প্রথমটি আল্লাহর 'ইবাদাত এবং দ্বিতীয়টি আল্লাহর ইতা'আত। এ ধরনের ইতা'আতকেই ফিক্বহী পারিভাষায় মু'আমালাত (লেনদেন, আচার-ব্যবহার) বলা হয়। 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে (নীতিমালা) হলো, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সহীহ দলিল-প্রমাণ না পাওয়া গেলে মনগড়া 'আমল করাটাই বিদ'আত।

এ সম্র্পকে নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তবে তা বাতিল।"[১০৪]

তিনি ﷺ অন্যত্র বলেন:

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করেছে যা এতে নেই, তবে তা রদ বা প্রত্যাখ্যাত।"[১০৫]

অন্যত্র বলেন:

وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা দ্বীন সম্পর্কে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিদ'আতই (নুতন সৃষ্টি) গোমরাহী।"[১০৬]

পক্ষান্তরে মু'আমালাতের (লেনদেন, আচার-ব্যবহার) ক্ষেত্রে উসূল (নীতি) হলো, হারাম বা নিষিদ্ধতার দলিল-প্রমাণ না পাওয়া গেলেই তা বৈধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

---

১০৪. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন [বি. আই. সি] ৪/১৬৪৭ নং।

১০৫. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ১/১৩৩ নং।

১০৬. **সহীহ:** মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ১/১৩৪ নং।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

"তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরই জন্য জমিনের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।"[১০৭]

এ আয়াতটি দ্বারা এই দলিল ও উসূল (নীতি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মানুষের জন্য আল্লাহর সৃষ্টি সব কিছুই তার আসল অবস্থাতেই হালাল। কোন জিনিস হারাম করতে হলে দলিল (نص) দ্বারা প্রমাণ করতে হবে।[১০৮]

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا اَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِه فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَتَهُ فَاِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ تَلاَ هٰذِه الْاٰيَةَ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"আল্লাহ ﷻ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তাই হালাল এবং যা হারাম করেছেন তাই হারাম এবং যা থেকে নীরব থেকেছেন তা মাফযোগ্য। সুতরাং যা মাফযোগ্য তা তোমরা আল্লাহ ﷻ'র পক্ষ থেকে গ্রহণ কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ কিছু ভুলেন না।" অতঃপর তিলাওয়াত করলেন: "তোমাদের রব ভুলেন না। [সূরা মারইয়াম- ৬৪]"[১০৯]

অন্যত্র স্বয়ং আল্লাহ ﷻ'ই তাঁর 'ইবাদাত ও দুনিয়াবী বস্তুসামগ্রী ও উপায়-উপকরণকে পৃথক করে বর্ণনা করেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে:

---

১০৭. সূরা বাক্বারাহ- ২৯ আয়াত।

১০৮. শওকানীর ফতহুল ক্বাদীর সূত্রেঃ সালাহ উদ্দীন ইউসুফ, কুরআনে কারীম মা'আ উর্দু তরজমা ও তাফসীর পৃ: ১৬। কেননা, আল্লাহ ﷻ যা কিছু হারাম তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ "তোমাদের জন্য যেগুলো হারাম তা তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।" [সূরা আনয়াম: ১১৯ আয়াত] সুতরাং কোন কিছু হারাম বললে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ জরুরী, অন্যথায় সবই হালাল। এই নীতিটি মু'আমালাতের সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে ইবাদাতের ব্যাপারে যার সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই তা পালন করাই বিদ'আত।

১০৯. **সহীহঃ** হাকিম- কিতাবুত তাফসীর بَابُ سُوْرَةِ مَرْيَمَ। হাকিম এর সনদকে সহীহ বলেছেন। উক্ত মর্মে বাযযার সলেহ সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [ফতহুল বারী (মাকতাবা মিশর, ১৪২১/২০০১) ১৩/৩৭৮ পৃ:; নায়লুল আওতার (মিশর: দারুল হাদীস ১৪২১/২০০০)৮/৪২৮ পৃ:।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ــ مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنَ ــ

"আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার 'ইবাদাতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না এবং তাদের কাছে খাদ্য-খাবারও চাই না।"[১১০]

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা 'ইবাদত থেকে রিযিক ও খাদ্য–খাবারকে পৃথক করে দেখিয়েছেন। অথচ দু'টির ক্ষেত্রেই মানুষকে আল্লাহর হুকুম স্বতন্ত্রভাবে পালন করতে হবে। কিন্তু ইবাদত কেবল স্বয়ং আল্লাহর জন্যই করতে হয়, পক্ষান্তরে রুযী রোযগার, খাদ্য–খাবার প্রভৃতি দুনিয়াবী বিষয় মানুষ আল্লাহর হুকুমে নিজের প্রয়োজন ও শৃঙ্খলা আনার জন্য পালন করে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হলো 'ইবাদাত ও মু'আমালাত স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু উভয়টির মূল দাবি আল্লাহর হুকুম মেনে চলা, যা এক কথায় 'আল্লাহর হুকুম' কিংবা 'আমলে সলেহ' নামে আখ্যায়িত। মোটকথা শাব্দিকভাবে 'ইবাদাত ও ইতা'আত পরিপূরক হলেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে ভিন্নতা আছে।

সুতরাং যেহেতু 'ইবাদাতের ব্যাপারে সরাসরি শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ ছাড়া নতুন কিছুর উপর 'আমল করা নিষিদ্ধ এ জন্য বিদ'আত শব্দটি এক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মু'আমালাত বা বৈষয়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে শরি'য়াত থেকে নিষেধাজ্ঞা না পাওয়া পর্যন্ত তা সাধারণভাবে বৈধ। এ ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও নিত্যনতুন বিষয়াদির সংযোগ চলতে থাকবে। এ কারণে বৈষয়িক লেনদেনের ব্যাপারে বিদ'আত শব্দটি প্রযোজ্য নয়। বরং "যা নিষিদ্ধ নয় তা-ই বৈধ।"

---

১১০. সূরা যারিয়াত– ৫৬-৫৭ আয়াত।

‘ইবাদাত ও ইস্তি‘আনাত (সাহায্য চাওয়া) আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট

‘ইবাদাত সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا

“আল্লাহর ‘ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুরই শরীক করো না।”[১১১]

তিনি অন্যত্র বলেন:

إِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا

“তোমাদের ইলাহ, কেবলই এক ইলাহ। সুতরাং যে নিজের রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন নেক ‘আমল করে এবং নিজের রবের ‘ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।”[১১২]

ইস্তি‘আনাত বা সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন– وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ “তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও।”[১১৩]

অন্যত্র বলেন:

قَالَ مُوْسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَاصْبِرُوْا

“মূসা তাঁর ক্বওমকে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং সবর কর।”[১১৪]

সুতরাং ‘ইবাদাত ও ইস্তি‘আনাত (সাহায্য চাওয়া) উভয়টিই আল্লাহ ছাড়া অপর কারো জন্য ‘আমল করা জায়েয নয়। প্রথমোক্ত আয়াতটি দ্বারা শিরকের দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যাদের অন্তরে শিরকের রোগ আছে তারা সাধারণ লোকদের মানুষের আয়ত্বাধীন (مَاتَحْتَ الْاَسْبَابِ) বস্তুর সাথে, মানুষের আয়ত্বাধীন নয় (مَافَوْقَ الْاَسْبَابِ) এমন বস্তুর মধ্যে যে

---

১১১. সূরা নিসা– ৩৬ আয়াত।

১১২. সূরা কাহাফ– ১১০ আয়াত।

১১৩. সূরা বাক্বারাহ– ৪৫ আয়াত। অনুরূপ দ্রঃ সূরা বাক্বারাহ– ১৫৩ আয়াত।

১১৪. সূরা আ‘রাফ– ১২৮ আয়াত।

পার্থক্য রয়েছে সে ব্যাপারে বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। তারা বলে যে, "দেখ আমাদের রোগ হলে আমরা ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে থাকি, স্ত্রীর নিকট সহযোগিতা চাই, ড্রাইভার ও অন্যান্য লোকদের সাহায্য কামনা করি।" এভাবে তারা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের নিকট সাহায্য চাওয়াও বৈধ। কিন্তু মানুষের আয়ত্বাধীন বস্তুর মাধ্যমে একে অপরের কাছে সাহায্য চাওয়া বৈধ এবং এটা শিরক নয়। এটাতো আল্লাহর সৃষ্ট ব্যবস্থাপনা মাত্র। যা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ্য বস্তুসমূহ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এমনকি নবী عليهم السلام-গণও এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্য সহযোগিতা চেয়েছেন।[১১৫]

ঈসা عليه السلام বলেছিলেন: مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللهِ "আল্লাহ দ্বীনের জন্য কে আমাকে সাহায্য করবে?"[১১৬]

আল্লাহ ﷻ ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলেছেন:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوى

"নেকি ও তাক্বওয়া অর্জনে একে অপরকে সাহায্য কর।"[১১৭]

সুস্পষ্ট হলো, একে অপরের সাহায্য করা (تَعَاوُن) নিষিদ্ধ বা শিরক নয়। বরং প্রয়োজনীয় ও প্রশংসার কাজ। এর সাথে পারিভাষিক শিরকের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। শিরক হল এমন কোন ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া যে প্রকাশ্য বস্তুজগতের নিয়মানুযায়ী সাহায্য করতে অক্ষম। যেমন– মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য তাকে ডাকা, তাকে 'মুশকিল কুশা' (সমস্যা দূরকারী) এবং 'হাজত রুওয়া' (উদ্দেশ্য পূরণকারী) মনে করা। তাকে উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতাসম্পন্ন জ্ঞান করা এবং দূরের ও কাছের সকল ফরিয়াদ শুনে তা সমাধান করার অধিকারী মনে করা। এরই নাম হলো আয়ত্বাধীন নয় (مَا فَوْقَ الْاَسْبَابِ) এমন বিষয়ে সাহায্য চাওয়া এবং তাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা। আর এটাই শিরক– যা

---

১১৫. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, কুরআনে কারীম মা'আ উর্দূ তরজমা ও তাফসীর পৃ: ৪।

১১৬. সূরা সফ– ১৪ আয়াত।

১১৭. সূরা মায়িদাহ– ২ আয়াত।

দুর্ভাগ্যবশত 'মুহাব্বাতে আওলিয়া' নামে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে চালু আছে। [أَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ][১১৮]

সুতরাং ইস্তিআনাত বা সাহায্য চাওয়ার দু'টি দিক রয়েছে–

১. যে সমস্ত বিষয়ের একক অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ ﷻ এবং যেগুলো কোন বস্তুগত কর্তৃত্ব মানুষকে দেন নি সেক্ষেত্রে কোন মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া, প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন বা সুপারিশ করা– এ সবই শিরক। কেননা এগুলোর ক্ষেত্রে 'ইবাদাতের ন্যায় আল্লাহ কাউকে নিজের সাথে শরীক করেন নি।

২. পক্ষান্তরে যে সব ব্যাপারে মানুষকে শক্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সাহায্য চাওয়াটা বৈধ। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, তা অবশ্যই আল্লাহ কর্তৃক নিষেধকৃত বিষয়ে হবে না। অর্থাৎ যেসব ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নেই সেসব ক্ষেত্রে এটা বৈধ। প্রথমোক্তটি ইবাদাতের এবং পরবর্তীটি মু'আমালাতের অন্তর্ভুক্ত।

---

১১৮. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, কুরআনে কারীম মা'আ উর্দূ তরজমা ও তাফসীর পৃঃ ৪।

তাহক্বীক্বকৃত

আমাদের হাকিম কেবলই একজন– আল্লাহ তাআলা

[আমাদের আলোচ্য বইটিতে পূর্বে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর সঠিক প্রয়োগ না থাকায় আমরা এখন বইটির তাহক্বীক্ব বা বিশ্লেষণ করব। এ পর্যায়ে প্রথমে আমরা লেখকের বক্তব্যের অনুবাদ প্রদান করব, যা পাঠক "মাসউদ আহমাদ" উদ্ধৃতির মধ্যে পাবেন এবং আমাদর বিশ্লেষণ পাবেন "তাহক্বীক্ব: " উদ্ধৃতির মধ্যে]

১. **মাসউদ আহমাদঃ** "হাকিম এর অর্থ– এমন হাকিম যাঁর হুকুমাত বা কর্তৃত্ব অনন্ত ও অসীম, যাঁর ইতা'আত বা আনুগত্য সীমাহীন ও নিঃশর্ত। যিনি আইনদাতা, যাঁর আইন পূর্ণাঙ্গ এবং অপরিবর্তনশীল। যিনি ইতা'আত বা আনুগত্যের একমাত্র দাবীদার (হক্বদার)।"

তাহক্বীক্ব ১ঃ আল্লাহ ﷻ কুরআন মাজীদে ইলাহ বা মা'বুদ শব্দটির বৈধ প্রয়োগ কেবল নিজের জন্যই সুনির্দিষ্ট করেছেন। এর বিপরীতে বাতিল 'ইলাহ' বা মা'বুদের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু আল্লাহ ﷻ নিজেকে ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে বৈধ 'ইলাহ' বা মা'বুদ হিসাবে এই শব্দগুলো ব্যবহার করেন নি।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

"হে নবী! এদের বলে দিন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি অহী আসে যে, একজনই মাত্র তোমাদের ইলাহ।"[১১৯]

অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

"তোমাদের ইলাহ তো একক ইলাহ, তিনি ছাড়া রহমান (পরম করুণাময়), রহীম (অসীম দয়ালু) কেউ নেই।"[১২০]

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

---

[১১৯]. সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ– ৬ আয়াত

[১২০]. সূরা বাক্বারাহ– ১৬৩ আয়াত।

"আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের জিজ্ঞেস করুন, রহমান (আল্লাহ) ছাড়া 'ইবাদতের জন্য আমি কি কোন ইলাহ নির্দিষ্ট করেছিলাম।"[১২১]

অর্থাৎ সত্যিকারের ইলাহ বা মা'বুদ স্বয়ং আল্লাহই এবং তিনি এই শব্দ'টির প্রয়োগ অন্য কারো জন্য করেন নি। বাতিল ইলাহ বা মা'বুদের ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার অন্য কোন ইলাহ থাকার প্রমাণ নয়, বরং তাতো বাতিল। উল্লেখ্য ইলাহ অর্থ মা'বুদ– অর্থাৎ যার 'ইবাদত করা হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ ﷻ হাকিম শব্দটি কেবল নিজের জন্যই ব্যবহার করেন নি। তিনি মানুষের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার বৈধ করেছেন। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ এর ক্ষেত্রে এই হাকিম শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আছে:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"অতএব আপনার রবের ক্বসম! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে হাকিম বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা থাকবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে ক্ববূল করে নেবে।"[১২২]

সহীহ হাদীসেও হাকিম শব্দটি বিচার-ফায়সালা বা সিদ্ধান্তদাতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও আবূ হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَاَصَابَ فَلَهٗ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَاَخْطَاَ فَلَهٗ اَجْرٌ وَّاحِدٌ

"যখন কোন হাকিম ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তখন তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। পক্ষান্তরে যখন হাকিম ইজতিহাদ করার পরও ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তখন তার জন্য একটি পুরস্কার।"[১২৩]

---

১২১. সূরা যুখরুফ ঃ ৪৫ আয়াত।

১২২. সূরা নিসা ঃ ৬৫ আয়াত।

১২৩. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৭/৩৬৫২ নং।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, আল্লাহ ﷻ ইলাহ হিসাবে একক দাবিদার। কিন্তু হাকিম শব্দটির প্রয়োগ ইলাহ শব্দটির থেকে আলাদা। তবে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ হাকিম আল্লাহ ﷻ। যেমন আল্লাহ ﷻ নিজেই বলেছেন:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

"আল্লাহ কি হাকিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর হাকিম নন।"[১২৪]

সুস্পষ্ট হলো, ইলাহ বা মা'বুদ-এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা গুণগতভাবে কেউই শরীক নয়। কিন্তু হাকিম শব্দটির ব্যবহার স্রষ্টার সাথে সাথে সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য। এ পর্যায়ে ইসলামের মূলনীতি হলো, সৃষ্টি হাকিমের কোন ফায়সালা যদি স্রষ্টা আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ ﷻ'র বিপরীত হয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْف "নাফরমানীর ব্যাপারে ইতা'আত নেই। ইতা'আত কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজে।"[১২৫] অন্যত্র তিনি ﷺ বলেন: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِق "সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে কোন সৃষ্টির ইতা'আত নেই।"[১২৬]

কিন্তু ইলাহ বা মা'বুদ শব্দটি এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই এ শব্দটির হক্বদার নয়। এক্ষেত্রেও প্রমাণিত হলো, ইবাদাতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহই হক্বদার, পক্ষান্তরে মু'আমালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ নয় এমন বিষয়ে আমীর বা শাসক, পিতা-মাতা, শিক্ষক, বিচারক, স্বামী, অগ্রজ এদের মানা জায়েয, বরং ক্ষেত্রবিশেষ বাধ্যতামূলক। তবে এগুলো একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য ইবাদত নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশিত স্বতন্ত্র হুকুম পালন। যার মধ্যে আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্ব উভয়ের সমন্বয় রয়েছে। আর 'ইবাদত তো কেবলই আল্লাহর হক্ব।

২. <u>মাসউদ আহমাদ</u>: "আল্লাহ ﷻ জিন ও মানুষকে নিজের 'ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون

---

১২৪. সূরা তীন– ৮ আয়াত।

১২৫. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ৭/৩৪৯৬ নং।

১২৬. **সহীহ:** শরহে সুন্নাহ, মিশকাত [এমদা] ৭/৩৫২৭ নং। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীকৃকৃত মিশকাত ২/১০৬২ পৃ:]।

"আমি মানুষ ও জিনকে কেবলই আমার 'ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।"[১২৭]

এখানে 'ইবাদত দ্বারা কেবল সালাত, সাওম, যিকির ও ওয়াযীফা এর অর্থ নেয়া হলে খুবই জটিলতা দেখা দেবে। কেননা, সেক্ষেত্রে এ আমলগুলো ছাড়া জীবনের অন্যান্য আমলগুলো আল্লাহ ﷻ'র সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য, খাওয়া-পান করা, বিয়ে-শাদী প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকবে না। ফলে না দুনিয়াদারী হবে, না 'ইবাদাত বন্দেগী হবে। সর্বোপরি সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

__তাহক্বীক্ব ২:__ পাঠক গভীরভাবে আলোচ্য আয়াতটির সাথে এর পরবর্তী আয়াতটিও পাঠ করুন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ

"আমি মানুষ ও জিনকে কেবলই আমার 'ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না ও খাদ্য-খাবারও চাই না।"[১২৮]

আয়াত দু'টিতে স্বয়ং আল্লাহ ﷻ তাঁর ইবাদত করা এবং মানুষের দুনিয়াবী লেনদেন, আয়-উপার্জনকে পৃথক করেছেন। যা থেকে সুস্পষ্ট হলো, ইবাদত কেবল আল্লাহ'র ﷻ জন্য। কিন্তু দুনিয়াবী প্রয়োজনে মানুষকে প্রদত্ত রিযিক, আয়-উপার্জন এগুলো মানুষের জন্য, আর এগুলোতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। এই আয়াত থেকেই 'ইবাদাত ও মু'আমালাতের দলিল পাওয়া গেল। আল্লাহ ﷻ 'ইবাদাত বন্দেগীর নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনীয় দুনিয়াবী লেনদেন, বিচারকাজ প্রভৃতিরও নির্দেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি 'ইবাদাতের ব্যাপারে কোন মানবীয় সিদ্ধান্তকে বরদাশত করেন নি। নবী ﷺ দ্বীনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রায় বা মতামত প্রদান সম্পর্কে বলেছেন:

مَنْ اُفْتِيَ بِفُتْيًا غَيْرَ ثَبَتٍ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ

"দলিল-প্রমাণ ব্যতীত কাউকে ফাতাওয়া দেয়া হলে, তার গুনাহর ভার ফাতাওয়াদাতার উপর বর্তাবে।"[১২৯]

---

[১২৭]. সূরা যারিয়াত– ৫৬ আয়াত।

[১২৮]. সূরা যারিয়াত– ৫৬-৫৭ আয়াত।

কেননা, দ্বীনের এই অংশটি পরিপূর্ণ এবং এর মধ্যে নতুন করে সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন নেই। সুতরাং "সুস্পষ্ট দলিল নেই তো ফাতাওয়াও নেই।"

যেমন আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা।"[১৩০]

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছুরই বর্ণনা বাদ রাখি নি।"[১৩১]

অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"আজ আমি তোমাদের জন্যে দ্বীনকে পূর্ণতা দান করছি।"[১৩২]

দ্বীন পরিপূর্ণ তাই এর মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজন নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তবে তা বাতিল।"[১৩৩]

তিনি ﷺ অন্যত্র বলেনঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করেছে যা এতে নেই, তবে তা রদ বা প্রত্যাখ্যাত।"[১৩৪]

অন্যত্র বলেনঃ

---

[১২৯]. **হাসানঃ** ইবনে মাজাহ– [باب اجتناب الرأى والقياس] (ص) باب اتباع سنة رسول الله ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীকৃকৃত ইবনে মাজাহ (রিয়াদ) হা/৫৩]

[১৩০]. সূরা নাহল– ৮৯ আয়াত।

[১৩১]. সূরা আনয়াম– ৩৮ আয়াত।

[১৩২]. সূরা আলে-ইমরান– ৩ আয়াত।

[১৩৩]. **সহীহঃ** সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন [বি. আই. সি] ৪/১৬৪৭ নং।

[১৩৪]. **সহীহঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ১/১৩৩ নং।

وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা দ্বীন সম্পর্কে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিদ'আতই (নুতন সৃষ্টি) গোমরাহী।"[১৩৫]

পক্ষান্তরে দুনিয়াবী লেনদেন, বিচারকাজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে মানবীয় সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে নবী ﷺ বলেছেন:

اذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَاَصَابَ فَلَهٗ اَجْرَانِ وَاذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَاَخْطَأَ فَلَهٗ اَجْرٌ وَّاحِدٌ

"যখন কোন হাকিম ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তখন তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। পক্ষান্তরে যখন হাকিম ইজতিহাদ করার পরও ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তখন তার জন্য একটি পুরস্কার।"[১৩৬]

তবে শর্ত হলো, তা আল্লাহর নির্দেশের বা সীমারেখার বিরোধি হতে পারবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه

"আর কাজকর্মে (امر) তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন।"[১৩৭]

অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

"এবং তাদের কাজ-কর্ম (امر) পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে (সম্পন্ন হয়)।"[১৩৮]

অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের জন্য যেগুলো হারাম তা তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।"[১৩৯]

---

১৩৫. **সহীহ:** মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ১/১৩৪ নং।

১৩৬. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা: এমদাদিয়া) ৭/৩৬৫২ নং।

১৩৭. সূরা আলে-ইমরান– ১৫৯ আয়াত।

১৩৮. সূরা শূরা– ৩৮ আয়াত।

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا اَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِه فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَتَ فَاِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ تَلاَ هذه الْاٰيَةَ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"আল্লাহ ﷻ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তাই হালাল এবং যা হারাম করেছেন তাই হারাম এবং যা থেকে নীরব থেকেছেন তা মাফযোগ্য। সুতরাং যা মাফযোগ্য তা তোমরা আল্লাহ ﷻ'র পক্ষ থেকে গ্রহণ কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ কিছু ভুলেন না।" অতঃপর তিলাওয়াত করলেন: "তোমাদের রব ভুলেন না। [সূরা মারইয়াম- ৬৪]"[১৪০]

অন্যত্র নবী ﷺ বলেছেন:

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِه وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّاْئِيْ اَنَا بَشَرٌ

"আমি একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে নির্দেশ দিই, তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে, আর আমি যখন আমার রায় অনুসারে তোমাদের কোন বিষয়ে নির্দেশ (اَمْرٌ) দিই, তখন আমিও একজন মানুষ।"[১৪১]

অন্যত্র নবী ﷺ বলেছেন:

دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ

"আমি যেসব বিষয় বর্ণনা না করে তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি, সেসব ব্যাপারে আমাকে ছেড়ে দাও।"[১৪২]

---

[১৩৯]. সূরা আনয়াম- ১১৯ আয়াত

[১৪০]. **সহীহ:** হাকিম- কিতাবুত তাফসীর باب سورة مريم। হাকিম এর সনদকে সহীহ বলেছেন। উক্ত মর্মে বাযযার সলেহ সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [ফতহুল বারী (মাকতাবা মিশর, ১৪২১/২০০১) ১৩/৩৭৮ পৃ:; নায়লুল আওতার (মিশর: দারুল হাদীস ১৪২১/২০০০)৮/৪২৮ পৃ:।

[১৪১]. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১/১৪০ নং।

[১৪২]. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন [ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার] ১/১৫৬ নং।

উপরোক্ত দলিল প্রমাণগুলো থেকে সুস্পষ্ট হল:

দ্বীন (ইবাদাত অর্থে)	দ্বীন (মু'আমালাত অর্থে)
১. সুস্পষ্টভাবে সবকিছু বর্ণিত হয়েছে, কোন অসম্পূর্ণতা, অপূর্ণতা নেই।	১. অনেক বিষয়ে বর্ণনা না করে স্বেচ্ছায় চুপ থেকেছেন বা ছাড় দেয়া হয়েছে।
২. যা উল্লেখ্য করা হয় নি এবং নতুন সংযোজন এর সবই বিদআত ও গোমরাহী।	২. হারাম নয় এমন সবকিছুই বৈধ। এটা ছাড় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কোন কিছু হারাম হবে দলিল দ্বারা।
৩. নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে أَمْرٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।	৩. নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে أَمْرٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
৪. না জেনে ব্যক্তিগত রায় বা ফাতাওয়া প্রদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ভুলের দায়-দায়িত্ব বর্তাবে।	৪. সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ভুল হলেও ধর্তব্য নয়। (অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে)
৫. সম্পূর্ণরূপে মানবীয় মতামত মুক্ত।	৫. ছাড়কৃত বা অনুল্লিখিত স্থানে মতামত বৈধ।

অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহর হুকুম হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং আল্লাহ ﷻ উপরোক্ত পন্থায় পার্থক্য করেছেন, যা বিভিন্ন দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। উক্ত পৃথকীকরণের জন্যে আল্লাহ'র সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন সংঘাত বা সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় না।

পূর্বে বর্ণিত বিচারের ক্ষেত্রে হাকিমের ইজতিহাদ করার হাদীসটি সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইশতিয়াক (আমীর, জামা'আতুল মুসলিমীন) লিখেছেন:

قارئین کرام مندرجہ بالا حدیث میں لفظ "حاکم" وارد ہوا ہے - لفظ "عالم" نہیں ہے - اس حدیث کا اطلاق حاکم یا بادشاہ وقت یا خلیفۃ المسلمین یا قاضی پر تو ہوتا ہے لکن اس حدیث کا اطلاق کسی عالم پر کر دینا صحیح نہ ہوگا ؛ رسول اللہ ﷺ نے حاکم یا قاضی یا خلیفۃ المسلمین یا امام امیر و غیرہ کو ایک قسم کی آسانی دی ہے - کیونکہ اس کی حکومت یا امارت میں بعض مقدمات ایسے بھی آتے

ہیں جو بالکل نئے ہوتے ہیے – ان مقدمۃ پر فیصلہ کرتے وقت اگر حاکم اجتہاد کرتا ہے خواہ فیصلہ صحیح ہو یا غلط تو حاکم کو ہر صورت میں اجر ملے گا یہ بات اس کی نیک نیتی کی وجہ سے کہی گئ ہے -

"সম্মানিত পাঠক! উক্ত হাদীসে 'হাকিম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, 'আলিম' শব্দ নয়। হাদীসটির সম্পর্ক ক্ষমতাসীন বাদশাহ বা খলিফাতুল মুসলিমীন বা কাযীর সাথে। কোন আলিমের সাথে হাদীসটির সম্পৃক্ত করা সংগত নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ কোন হাকিম বা কাযী বা খলিফাতুল মুসলিমীন বা ইমাম প্রমুখ দায়িত্বপ্রাপ্তদের এক ধরনের ছাড় দিয়েছেন। কেননা, তার হুকুমাত বা ইমারতে এমন অনেক মোকাদ্দামা আসে যা সম্পূর্ণ নতুন। এ ধরণের (নিত্য নতুন) মোকাদ্দামা ফায়সালার সময় যদি হাকিম ইজতিহাদ করে, আর যদিওবা তা সঠিক বা ভুল হয় উভয় ক্ষেত্রেই হাকিম সওয়াবের অধিকারী হবে। তার ন্যায়-নীতির কারণে এটি বলা হয়েছে।"[১৪৩]

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ حاکم کا فیصلہ جو اس نے فریقین کے درمیان کیا ہوگا وہ فیصلہ ہوگا قانون نہیں ہوگا ۔ اس فیصلہ کو شریعت کی حیثیت حاصل نہ ہوگی بلکہ وہ بطور فیصلہ بھی عارضی ہوگا اور ہنگامی طور پر اس کو تسلیم کر لیا جائے گا ۔ پھر اس حاکم کے بعد دوسرا حاکم اس حکومت کا ولی ہوگا تو وہ اس بات کا مکلف نہیں ہوگا کہ جو فیصلے سابقہ حکومت میں ہو چکے ہیں وہ ان کے مطابق ہی فیصلہ کرے بلکہ وہ آزاد ہوگا

"অপর এক দিক গভীরভাবে লক্ষ্য করুন– হাকিমের ফায়সালা, যা তিনি উভয়পক্ষের মধ্যে করে থাকেন সেটাতো কেবলই ফায়সালা, আইন নয়। এই ফায়সালা শরি'য়াতের (আইনের) মর্যাদা অর্জন করে না। বরং এটা তো কেবল ফায়সালা যা তাৎক্ষণিক এবং এটা সুনির্দিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। অতঃপর এই হাকিমের পরিবর্তে অন্য হাকিম হুকুমাতের অধিকারী হলে তখন সে পূর্বে হুকুমাতে

[১৪৩]. মুহাম্মাদ ইশতিয়াক, তাহক্বীক্বে সালাত বাজাওয়াবে নামাযে মুদাল্লাল (করাচী: জামা'আতুল মুসলিমীন, ১৪২২/২০০১) পৃ: ২৯।

সংঘটিত ফায়সালার অনুগামী হবেন না। বরং তিনি নিজের সিদ্ধান্ত মোতাবেকই ফায়সালা দিবেন এবং তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন।”[১৪৪]

তবে ক্ষেত্র বিশেষে দলিলের ব্যাপকতা বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেমন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ " لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

ইবনে ‘উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ আহযাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ শেষে) বললেন: বনূ কুরায়যার মহল্লায় না পৌঁছে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় করব, কেননা নবী ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতিই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি।”[১৪৫]

এই হাদীসটি সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইশতিয়াক (আমীর, জামা‘আতুল মুসলিমীন) লিখেছেন:

صحابہ کرام ﷺ کی دونوں جماعتوں نے قرآن وحدیث پر ہی عمل کیا ، ایک جماعت نے آیت پر عمل کیا اور دوسری جماعت نے حدیث پر عمل کیا یعنی ایک جماعت نے حکم عام پر عمل کیا اور دوسری جماعت نے حکم خاص پر عمل کیا ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتا یعنی نماز مؤمنین پر اوقات مقررہ پر فرض کی گئ ہے ۔

---

১৪৪. ঐ পৃ: ২৯–৩০।

১৪৫. **সহীহ:** সহীহ বুখারী– কিতাবুল মাগাযী– باب مرجع النبي صلى الله عليه و سلم من الاحزاب ; সহীহ মুসলিম– কিতাবুল জিহাদ باب جواز قتال من نقض العهد।

"সাহাবীদের ﷺ উভয় জামা'আতই কুরআন ও হাদীসের ওপর 'আমল করেছেন। একটি পক্ষ কুরআনের আয়াতের ওপর 'আমল করেছেন, অপর পক্ষ হাদীসের ওপর 'আমল করেছেন। অর্থাৎ একটি পক্ষ 'আম হুকুমের উপর 'আমল করেছেন এবং অপর পক্ষ খাস হুকুমের উপর আমল করেছেন।" ('আম হুকুমটির স্বপক্ষে) আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

"নিশ্চয় মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্তে সালাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে।" [সূরা নিসা– ১০৩ আয়াত] [১৪৬]

মাস'উদ আহমাদ رحمه الله লিখেছেন:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب حکم عام اور حکم خاص میں تضاد نظر آئے تو دونو میں سے کسی بھی حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے ۔ اور عقیدہ بھی یہی رکھنا چاہئے کہ دونو طرح جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کو ناجائز نہیں بتایا ۔ یہ نہیں کہنا چاہئے کہ فلاں عمل صحیح ہے اور فلاں غلط ، نہ یہ کہے کہ فلاں عمل راجح ہے اور فلاں عمل مرجوح ہے ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کو راجح یہ مرجوح نہیں بتایا ۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر کسی حدیث کا منشائ سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو یہ قابل معافی ہے ، لیکن ایک دوسرے کو برا نہ کہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کو برا نہیں کہا ۔ البتہ اختلاف کی بنیاد پر فرقہ بنانا ، یا محض قیاس کی بنیاد پر حدیث کو نہ ماننا یا کسی غیر نبی کی رائے کو حدیث پر ترجیح دینا یہ سب چیزیں اسلام و ایمان کے منافی اور شرک کی طرف لے جانے والی ہے ۔

"এই হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট হলো, যখন কোন হুকুমে 'আম ও হুকুমে খাসের মধ্যে কোন দ্বন্দ দেখা দেবে, তখন উভয়ের কোন একটি উপর আমল করা যেতে পারে। তখন এই আক্বীদাও রাখতে হবে যে, উভয়ই জায়েয। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ এর কোনটিকেই নাজায়েয বলেন নি। এটাও

[১৪৬]. মুহাম্মাদ ইশতিয়াক, তাহক্বীক্বে সালাত বাজাওয়াবে নামাযে মুদাল্লাল (করাচী ঃ জামা'আতুল মুসলিমীন, ১৪২২/২০০১) পৃঃ ২২-২৩।

বলা যাবে না যে, এই 'আমলটি সহীহ এবং এটি ভুল। কিংবা এটা বলা যাবে না যে, অমুকটি গুরুত্ববহ, আর অমুকটি বেশি প্রাধান্য পাবে। কেননা নবী ﷺ কোনটিকে এভাবে গুরুত্ববহ বা বেশি প্রাধান্য দেন নি। এই হাদীসটি থেকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে যদি ইখতিলাফ হয়েই যায় তবে তা ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু পরস্পরকে খারাপ কিছু বলা যাবে না। কেননা, রসূলুল্লাহ ﷺ [পূর্বোক্ত হাদীসে] কোন পক্ষকেই খারাপ বলেন নি। অবশ্য ইখতিলাফের কারণে ফিরক্বা (দল, উপদল বা গোষ্ঠী) বানানো, কেবল ক্বিয়াসের ভিত্তিতে হাদীসকে না মানা। কিংবা কোন অ-নবী ব্যক্তির রায়কে হাদীসের উপর প্রাধান্য দেয়া– এ সমস্ত বিষয় ইসলাম ও ঈমানের দাবির ভিত্তিতে নিষিদ্ধ, যা শিরকের দিকে ধাবিত করে।"[১৪৭]

---

[১৪৭]. মাস'উদ আহমাদ, সহীহ তারিখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (করাচী ঃ জামা'আতুল মুসলিমীন ১৯৯৫/১৪১৬) পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫। এই শর্তের আলোকে বিশ্বব্যাপী একই দিনে ঈদ, সিয়াম ও মুসলিমদের দিন, তারিখ ও মাস গণনা করা যায়। এর স্বপক্ষে 'আম আয়াত নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ ﷻ বলেনঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (সূরা বাক্বারাহ– ১৮৯ আয়াত) "লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুনঃ এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক।"

আয়াতটি দ্বারা সুস্পষ্ট হয়, মানবজাতির জন্য চাঁদের হিসাবে দিন-তারিখ ও হজ্জের সময় নির্ধারণ একই হতে হবে। যেন তারা সবাই চন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী দিন, মাস ও বছর গণনা এবং হজ্জ, সিয়াম, 'ঈদ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো একই সাথে উদযাপন করতে পারে। "এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক" বক্তব্যের দ্বারা কোন বিশৃঙ্খল দিন-তারিখের হিসাব সৃষ্টি করার মোটেই উদ্দেশ্য নেই, বরং সুশৃংখল দিন-তারিখ ও সময় নির্ধারণই উদ্দেশ্য।

সুতরাং আয়াতটির আলোকে এটা সম্পূর্ণ বিবেক ও বাস্তবতা বিরোধি যে, কেবল হজ্জ পালনের ক্ষেত্রেই মুসলিমদের তারিখ এক হবে এবং অন্যান্য ধর্মীয় নির্দেশগুলোর ক্ষেত্রে চাঁদ দর্শনের আঞ্চলিকতাই প্রাধান্য পাবে।

২. আল্লাহ ﷻ অন্যত্র বলেনঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَه' مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"তিনিই (আল্লাহ ﷻ) সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ

এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।" [সূরা ইউনুস– ৫ আয়াত]

৩. আল্লাহ ﷻ অন্যত্র বলেন:

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

"আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; এরপর রাতের নিদর্শনটি করেছি নিস্প্রভ আর দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার।" [সূরা বানী ইসরাঈল– ১২ আয়াত]

তবে এর স্বপক্ষে খাস হাদীসও রয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্য এলাকার চাঁদ দেখার খবর বিশ্বস্ত সূত্রে পৌছালে সেই অনুযায়ী ঐ এলাকার সাথে 'ঈদ প্রভৃতি উদযাপন করা যাবে। যেমন:

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ اَنَّ رَكْبًا (وفى رواية فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ) فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالْأَمْسِ فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُّفْطِرُوْا ، وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَّغْدُوْا إِلَى مَصَلاَّهُمْ

"আবূ 'উমাইর বিন আনাস ﷺ তাঁর চাচাদের [সাহাবীদের ﷺ] নিকট থেকে বর্ণনা করেন, একটি কাফেলা (অন্য বর্ণনায়, দিনের শেষভাগে) এসে সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা আকাশে চাঁদ দেখেছে। ফলে নবী ﷺ তাদের সিয়াম ভঙ্গ (ইফতার) করতে বললেন এবং পরদিন সকালে 'ঈদের ময়দানে যেতে নির্দেশ দিলেন।" [আহমাদ, আবূ দাউদ, বুলূগুল মারাম; এর সনদ সহীহ (অনুবাদঃ খলিলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান) হা/৪৭৪। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বে আবূ দাউদ হা/১১৫৭]

ইমাম শওকানী (রহ) এই মাসআলাটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

وَاِذَا رَاهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ سَائِرَ الْبِلاَدِ الْمُوَافِقَةُ. أَمَّا كَوْنُهُ إِذَا رَاهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ سَائِرَ الْبِلاَدِ الْمُوَافَقَةُ فَوَجْهُهُ الاَحَادِيْثُ الْمُصَرَّحَةُ بِالصِّيَامِ لِرُؤْيَتِهِ وَالْإِفْطَارُ لِرُؤْيَتِهِ وَهِيَ خِطَابٌ لِجَمِيْعِ الْأُمَّةِ فَمَنْ رَاهُ مِنْهُمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ كَانَ ذَالِكَ رُؤْيَةٌ لِجَمِيْعِهِمْ.

"যখন কোন শহর বা দেশে চাঁদ দেখা যাবে তখন সমস্ত মুসলিম বিশ্ব এবং প্রত্যেকটি শহরবাসী এর অনুসরণ করবে। কেননা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল।"[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা, এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।] এই হুকুম সমস্ত শহর ও প্রত্যেক দেশের জন্য 'আম (ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য)। এই হাদীসে কোন শহর বা দেশকে খাস (সুনির্দিষ্ট) করা হয় নি। এ কারণে কোন শহর বা দেশে চাঁদ দেখা সমস্ত মুসলিমদের জন্যই প্রযোজ্য। (الدرارى الْمضيئة ২/২০-২১ পৃ:)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর মোকাবেলায় সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সাহাবী ইবনে আব্বাস ﷺ এর সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটির দাবীকে বিরোধি ভাবা যাবে না। যদি কোন এলাকার কাছে এতটা দীর্ঘ সময় পরে চাঁদ দেখার খবর পৌছে যেভাবে ইবনে আব্বাসের কাছে

৩. <u>মাস'উদ আহ্মাদঃ</u> "সালাত, সিয়াম প্রভৃতি 'ইবাদাত অবশ্যই জরুরী, কিন্তু সর্বাবস্থায় নয়। যেমন– মাগরিবে তিন রাক'আতের বদলে যদি কেউ চার রাক'আত পড়ে, তাহলে আভিধানিক অর্থে এটা 'ইবাদাত হবে কিন্তু শরি'য়াতের পরিভাষায় এটা আল্লাহ ﷻ'র বিরুদ্ধাচরণ হবে। তার সালাত 'ইবাদাতের মোকাবেলায় অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে। ফলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যেরই অবসান হবে।

এভাবে যদি কেউ ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয়ের পূর্বে নফল সালাত পড়ে, তাহলে সে ইবাদাতকারী তো বটেই কিন্তু আল্লাহর কাছে সে বিদ্রোহী বা বিরুদ্ধাচারী।

এমনিভাবে যদি কেউ 'ঈদের দিন সাওম রাখে, তাহলে তার সাওম 'ইবাদাত হবে না। এভাবে সিয়াম পালনকে সওয়াব বা 'ইবাদত হিসাবে গণ্যকারী কেবল গুনাহগারই নয়, বরং কাফিরে পরিণত হবে।"

<u>তাহক্বীক্ব ৩:</u> আমরা পূর্বে বলেছি, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বা হুবহু দলিল প্রমাণ ছাড়া তা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে যা বাতিল ও গোমরাহীর নামান্তর। কিন্তু এর সাথে সাথে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন, লেনদেন প্রভৃতির ক্ষেত্রে শরি'য়াতের সীমারেখা মেনে চলাটাই হুকুম। অর্থাৎ 'ইবাদাতের ক্ষেত্রটি সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে। পক্ষান্তরে মু'আমালাতের ক্ষেত্রে যা নিষিদ্ধ নয় তা-ই বৈধ। এর উদাহরণ ইবাদাতের মধ্যকার ফরয নির্দেশাবলি তরককারী বা মনগড়া আমলকারী ক্ষেত্র বিশেষে কাফির ও বিদ'আতী, কিন্তু মু'আমালাতের মধ্যকার নির্দেশাবলি অমান্যকারী কাফির নয়। যেমন, আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী শাসকের ক্ষেত্রে নবী ﷺ বলেছেন:

يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلُّوْا ـــ

রমাযান মাসের শেষে পৌছেছিল। তাদের ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুযায়ী নিজ এলাকার চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই 'ঈদ, সিয়াম প্রভৃতির আমল নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে খবরটি যথা সময়ে পৌছলে পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর 'আম দাবি অনুযায়ী বিশ্বের যে কোন প্রান্তের বিশ্বস্ত খবর অনুযায়ীই 'ঈদ, সিয়াম, হজ্জ প্রভৃতির উপর আমল করা যাবে। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। [বিস্তারিত: আতাউল্লাহ ডায়রভী, "ইসলামের নতুন চাঁদের বিধান ও এ সম্পর্কীত বিতর্ক নিরসন", অনুবাদ: কামাল আহমাদ]

"অচিরেই তোমাদের ওপর এমন সব শাসক নিযুক্ত হবে, যারা ভাল মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজের প্রতিবাদ করল, সে ব্যক্তি দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মনে মনে উক্ত কাজটিকে খারাপ জানল, সে ব্যক্তিও নিরাপদ হলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং উক্ত শাসকের সে (অন্যায়) কাজে আনুগত্য করল (সে গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত হল)। তখন সাহাবীগণ ﵃ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করব না? তিনি ﷺ বললেন: না, যতক্ষণ তারা সালাত পড়ে।"[১৪৮] অন্য বর্ণনায় আছে, لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ "না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত ক্বায়েম রাখে।"[১৪৯] অন্য বর্ণনা আছে, الاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانَ "যতক্ষণ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর সুস্পষ্ট দলিল থাকবে।"[১৫০]

হুযায়ফা ﵁ বলেন:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيْهِ فَهَلْ مِنْ وَّرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَالِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءِ ذَالِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُوْنَ بَعْدِيْ اَئِمَّةٌ لاَيَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالُ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ اِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذَالِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلْاَمِيْرِ وَاِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَاُخِذَمَالُكَ فَاسْمَعْ وَاطِعْ —

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা ছিলাম অমঙ্গলের মধ্যে তারপর আল্লাহ আমাদের জন্যে মঙ্গল নিয়ে আসলেন। আমরা তাতে অবস্থান করছি। এ মঙ্গলের পরে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন: হাঁ। আমি বললাম, এ অমঙ্গলের পরে কি আবার

---

[১৪৮]. **সহীহ:** মুসলিম, মিশকাত [ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, জানু–১৯৯৭] ৭ম খণ্ড হা/৩৫০২।

[১৪৯]. ঐ, হা/৩৫০১।

[১৫০]. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭ম খন্ড হা/৩৪৯৭।

কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন: হাঁ। আমি বললাম, এ মঙ্গলের পরে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন: হাঁ। আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে যারা আমার হিদায়েতে হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে না এবং সুন্নাতও তারা অবলম্বন করবে না। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে যাদের অন্তঃকরণ হবে মানব দেহে শয়তানের অন্তঃকরণ; রাবী বলেন, আমি বললাম: তখন আমরা কি করবো, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমরা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই? বললেন: তুমি শুনবে এবং মানবে যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেওয়া হয় তবুও তুমি শুনবে এবং মানবে।”[১৫১]

সুস্পষ্ট হলো, সালাত তরককারী কাফির, কিন্তু মু'আমালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী সালাতের ন্যায় 'ইবাদাত ত্যাগ না করলে জালিম হলেও কাফির নয়, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং ভাল কাজে তাকে মানতে হবে।

৪. মাস'উদ আহমাদ: “এভাবে শতশত উদাহরণ দেয়া যাবে। ভেবে দেখুন, কেন 'ইবাদাত বিরুদ্ধাচারণে পরিণত হচ্ছে? যদি আপনি স্বল্প পরিমাণ চিন্তাও করেন, তাহলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন যে, এর কারণ হলো, এ 'ইবাদাতগুলো আল্লাহ ﷻ'র নির্ধারিত সীমার আওতাভুক্ত ছিল না। এ জন্যেই এগুলো 'ইবাদাত নয়। এ সমস্ত 'ইবাদাতে আল্লাহ ﷻ'র বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে, এর মাধ্যমে ইতা'আত বা আনুগত্যের মোকাবেলায় অবাধ্যতা করা হয়েছে। সুতরাং শরি'য়াতি পরিভাষায় এগুলোকে 'ইবাদাত বলা যায় না।”

তাহক্বীক্ব ৪: নিঃসন্দেহে 'ইবাদাত হতে হবে আল্লাহর নির্দেশিত সুস্পষ্ট পন্থায়, অন্যথা এটা বিরুদ্ধাচারণে পরিণত হবে। শাব্দিক অর্থে সবকিছুই 'ইবাদাত ও ইতাআত। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে 'ইবাদাত ও ইতা'আতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যার স্বপক্ষে আমরা পূর্বে প্রমাণ পেশ করেছি।

---

১৫১. সহীহ: সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত– بَابُ الأَمْرِ بِلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ وَتَحْذِيْرُ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْرِ]

৫. **মাস'উদ আহ্মাদ:** "পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, 'ইবাদাত প্রকারান্তরে ইতা'আত বা আনুগত্যেরই নাম। নিচের আয়াতটি এ দাবিই সমর্থন করে।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

"শয়তানের ইবাদাত করো না।"[১৫২]

লক্ষণীয়, কেউ কি শয়তানকে সাজদা করে? তার নামে কুরবানী করে? তার নামে ওয়াযিফা পড়ে? তার নামে দান-খয়রাত করে? কখনোই না। তাহলে এখানে শয়তানের 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যই বা কী? সুস্পষ্ট হলো যে, শয়তানের 'ইবাদাত বলতে এখানে শয়তানের ইতা'আত বা আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। শয়তানের ইতা'আত বা আনুগত্যের কারণেই লোকেরা কুফর ও শিরক, অন্যায় ও পাপাচার, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে নিমজ্জিত হয় এবং সিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হয়। এ কারণে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন:

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

"আমার 'ইবাদাত কর, এটাই সিরাতে মুস্তাক্বীম।"[১৫৩]

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ শয়তানের 'ইবাদাতের মোকাবেলায় নিজের 'ইবাদাতের কথা উল্লেখ্য করেছেন। কেননা, শয়তানের 'ইবাদাত শয়তানের ইতা'আত। সুতরাং আল্লাহ ﷻ'র 'ইবাদাত আল্লাহ ﷻ'র ইতা'আত।"

তাহক্বীক্ব ৫: শাব্দিক অর্থে 'ইবাদাত ও ইতা'আত পরিপূরক হলেও, আভিধানিক অর্থে এদের মধ্যকার পার্থক্যও সুস্পষ্ট, যা পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। শয়তানের 'ইবাদাত ও ইতা'আত উভয়েরই প্রমাণ পাওয়া যায়। নিচের আয়াতটিতে মূর্তিপূজাকে শয়তানের 'ইবাদাত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে:

---

১৫২. সূরা ইয়াসীন- ৬০ আয়াত।

১৫৩. সূরা ইয়াসীন- ৬১ আয়াত।

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ـ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ـ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

" [ইবরাহীম عليه السلام বললেন] হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের ‘ইবাদাত করবেন না। শয়তান তো রহমানের (আল্লাহ’র) অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি, আপনাকে রহমানের আযাব স্পর্শ করবে এবং আপনি হবেন শয়তানের বন্ধু। [পিতা] বললো, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ? যদি বিরত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে অবশ্যই তোমার প্রাণ নাশ করবো; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও।”[১৫৪]

সুতরাং আল্লাহর ‘ইবাদাত ছাড়া অন্যদের ‘ইবাদাত করাটাই প্রকারান্তরে শয়তানের ‘ইবাদাত। এর মধ্যে সাজদা, রুকু, নযর-নেয়ায, দুআ বা আহবান করা, সমস্যা দূরকারী হিসাবে চিহ্নিত করা এ সবই অন্তর্ভুক্ত। তেমনি ‘ইবাদাত ও মু‘আমালাত উভয় ক্ষেত্রেও শয়তানী আমল শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

“হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তির নিকৃষ্ট শয়তানী ‘আমল। তাই তোমরা তা বর্জন কর।”[১৫৫]

সুতরাং সুস্পষ্ট হলো, ‘ইবাদাত ও ইতা‘আত শাব্দিক অর্থে এক হলেও পারিভাষিক দাবীর ভিত্তিতে এদের মধ্যে স্বতন্ত্রতা আছে। যেমন- ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগকারী দুনিয়াতে কাফির হিসাবে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন:

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“বান্দার ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত তরক করা।”[১৫৬]

---

[১৫৪]. সূরা মারইয়াম- ৪৪-৪৬ আয়াত।

[১৫৫]. সূরা মায়িদাহ- ৯০ আয়াত।

[১৫৬]. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ২/৫২৩ নং।

তিনি অন্যত্র বলেছেন:

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ الصَّلَاةُ ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ اَشْرَكَ

"বান্দার এবং কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত বর্জন করা। কাজেই যখন সে সালাত বর্জন করল, সে শিরক করল।"[১৫৭]

পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত কোন কবীরা গুনাহ করার কারণে ঐ কাজে ব্যস্ত থাকা পর্যন্ত সে ক্ষণিকের জন্য ঈমান হারা হলেও চূড়ান্তভাবে কাফির হিসাবে চিহ্নিত হয় না। এ সম্পর্কে আবূ যার গিফারী ﷺ বর্ণনা করেন। আমি একদিন নবী ﷺএর কাছে গেলাম, তিনি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর আবার তাঁর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি জেগেছেন। তখন তিনি ﷺ বললেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذَالِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ

"আল্লাহ'র যে বান্দা এ কথা বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং এর উপর থেকে মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে। আমি [আবূ যার ﷺ] জিজ্ঞাসা করলাম: যদিও সে যিনা করে ও চুরি করে? নবী ﷺ বললেন: যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে।"[১৫৮]

তাছাড়া নবী ﷺ ঐসব কবীরা গুনাহকারীদের শাফায়াত করবেন যারা শিরক থেকে মুক্ত ছিল। আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهٗ وَاِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِّاُمَّتِىْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَّاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا

"প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দু'আর অধিকার দেয়া হয়েছে যা কবুল করা হয়। প্রত্যেক নবী শীঘ্র শীঘ্র দুনিয়াতেই তাঁর দু'আ চেয়েছেন,

---

১৫৭. **সহীহ:** হিবতুল্লাহ তাবারী সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশান) ১/৩৭৩ পৃ:, হা/৫]। মুহাম্মাদ তামির হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আত-তারগীব (মিশর: দার ইবনে রজব) ১/৭৯৯ নং।

১৫৮. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১/২৪ নং।

আর আমি আমার দু'আ ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুলতবী রেখেছি আমার উম্মাতের শাফায়াতরূপে। ইনশাআল্লাহ এটা আমার উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি পৌঁছবে, যে আল্লাহর সাথে কিছুকে শরীক না করে মারা গেছে।"[১৫৯]

অন্যত্র নবী ﷺ বলেছেন:

شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ

"আমার শাফায়াত হবে আমার উম্মাতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য।"[১৬০]

সুস্পষ্ট হলো, 'ইবাদাত ও মু'আমালাতের বিষয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনেই স্বতন্ত্রতা রয়েছে। কেননা পূর্বে বর্ণিত আয়াতে আমরা দেখেছি যে, দেবদেবীর পূজাকে শয়তানের 'ইবাদাত বলা হয়েছে। আর এতে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিক ও চিরদিনের জন্য জাহান্নামী। পক্ষান্তরে মদ, জুয়া, ব্যভিচার প্রভৃতি হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে তবে সে কেবল কবীরা গুনাহকারী হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং আখিরাতে আযাব ভোগের পর কিংবা নবী ﷺ-এর শাফায়াতে জান্নাতী হবে। সুতরাং শরি'য়াতের উভয় দিকটির পার্থক্য সুস্পষ্ট।[১৬১]

৬. **মাস'উদ আহমাদ:** "উপরিউক্ত আয়াত ও পর্যালোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ ﷻ মানুষকে ইতা'আত বা আনুগত্যের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ইতা'আত বা আনুগত্য কেবলই আল্লাহ ﷻ'র হক্ব। তিনি যতক্ষণ না অন্য কারো ইতা'আত বা আনুগত্যের অনুমতি দিবেন, ততক্ষণ কারো ইতা'আত জায়েয নয়। যদি তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো ইতা'আত (আনুগত্য) করে তাহলে তা শিরক ফিল ইতা'আত (আনুগত্যে শিরক) বলে গণ্য হবে। আর শিরকের চেয়ে বড় অন্য আর কোন শিরক নেই, যার দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্যই পাল্টে যায়। আল্লাহ ﷻ বলেন:

---

১৫৯. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৫/২১১৯ নং।

১৬০. **সহীহ:** আবূ দাউদ, বাযযার, তাবারানী, সহীহ ইবনে হিব্বান, বায়হাক্বী, আত-তারগীব (ইফা) ৪/৪৭১ পৃ:, হা/১১০। মুহাম্মাদ তামির হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আত-তারগীব (মিশর) ৪/৫৩৩৯ নং, পৃ: ২২৫]

১৬১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মত প্রণীত– "কবীরা গুনাহগার মুমিন কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী?" –আতিফা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا

"তোমাদের ইলাহ কেবলই একজন, সুতরাং কেবল তারই অনুগত থাক।"[১৬২]

এই ইতা'আত বা আনুগত্যের অপর নামই ইসলাম। ইসলাম অর্থ– আল্লাহ ﷻ'র নিকট সমর্পিত বা অনুগত। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ'র আনুগত্য করে সেই মুসলিম। আর যে আল্লাহ'র ইতা'আত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে অমুসলিম। সে জীবনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বেপরোয়া, সে নিজের স্রষ্টার বিরুদ্ধাচারী এবং তাঁর নিকট নিজেকে সমর্পিত করতে বক্রতা অবলম্বনকারী।

তাহক্বীক্ব ৬: নিঃসন্দেহে মুসলিম হিসাবে আল্লাহ'র সমস্ত নির্দেশই পালন করতে হবে। তা আল্লাহর হক্ব বা 'ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্টই হোক, কিংবা বান্দার হক্ব বা দুনিয়াবী মু'আমালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ই হোক। উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর সুনির্দিষ্ট হুকুম ও সীমারেখা লংঘনকারী অমুসলিম।[১৬৩] এক্ষেত্রে পার্থক্য হলো, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ নিজের সাথে কাউকেই শরীক করেন নি। পক্ষান্তরে ইতা'আত শব্দটি আল্লাহ ﷻ বান্দার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করেছেন, যা নিঃসন্দেহে মু'আমালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে পূর্বেই দলিল প্রমাণ উল্লেখ্য করেছি।

সম্মানিত লেখক লিখেছেন: "ইতা'আত বা আনুগত্য কেবলই আল্লাহ ﷻ'র হক্ব। তিনি যতক্ষণ না অন্য কারো ইতা'আত বা আনুগত্যের অনুমতি দিবেন, ততক্ষণ কারো ইতা'আত জায়েয নয়। যদি তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো ইতা'আত (আনুগত্য) করে তাহলে তা শিরক ফিল ইতা'আত (আনুগত্যে শিরক) বলে গণ্য হবে।" –এ পর্যায়ে প্রশ্ন করা চলে, আল্লাহ ﷻ ইতা'আতের ন্যায় 'ইবাদাতের ব্যাপারেও কি নিজেকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাতের অনুমতি দিয়েছেন? এর জবাব হলো, না। সুতরাং 'ইবাদাত ও ইতা'আত এক নয়, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন স্ব স্ব প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করাটাই ইসলাম। আল্লাহ ﷻ সত্য বুঝার তাওফিক দিন।

---

১৬২. সূরা হাজ্জ– ৩৪ আয়াত।

১৬৩. যেমন– 'ইবাদাতে শিরককারী এবং মু'আমালাতে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম সাব্যস্তকারী অমুসলিম তথা কাফির।

তাছাড়া আমরা পূর্বেই প্রমাণ পেয়েছি যে, 'ইবাদাতে শিরককারীর হুকুম ও দুনিয়াবী ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর বিধি-বিধানকে স্বীকৃতি দেয়া সাপেক্ষে তাঁরই আইন লঙ্ঘনকারীর হুকুম শরি'য়াতের দৃষ্টিতেই এক নয়। এ কারণে ইতা'আতের ক্ষেত্রে হুকুম লঙ্ঘনকারী ও 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে হুকুম লঙ্ঘনকারীরও হুকুম এক হয় না। অথচ সম্মানিত লেখক উভয়টিকেই এক দৃষ্টিতে দেখেছেন। আর এ দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে শরি'য়াতী দৃষ্টিভঙ্গী নয়।

৭. <u>মাস'উদ আহমাদ</u>ঃ "ইসলামই একমাত্র জীবন-বিধান যে বিধান অনুযায়ী জীবন–যাপন করা উচিত। যদি জীবনের সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহ ﷻ'র ইতা'আত অনুযায়ী হয়, তাহলে ঐ সমস্ত কাজকর্মও 'ইবাদাত। যদি সালাত আল্লাহ ﷻ'র হুকুম মোতাবেক আদায় করা হয়, তাহলে সালাতও 'ইবাদাত। যদি সাওম আল্লাহ ﷻ'র হুকুম মোতাবেক হয়, তাহলে সাওমও 'ইবাদাত। যদি ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ ﷻ'র হুকুম মোতাবেক হয়, তাহলে এটাও আল্লাহর 'ইবাদাত। এভাবে জীবনের সমস্ত চলাফেরা, শোয়া-ঘুমানো, উঠা-বসা, খাওয়া-পড়া, বিয়ে-শাদী, লেনদেন, তালাক-মুক্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-শত্রুতা, বন্ধুত্ব-সহমর্মিতা প্রভৃতি যদি আল্লাহ ﷻ'র হুকুম–আহকাম মোতাবেক হয়ে থাকে; তাহলে এ সবই 'ইবাদাত। এভাবে সমস্ত জীবনের কাজকর্মই 'ইবাদাতে পরিণত হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اِنَّكَ لاَ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ امْرَاَتِكَ

"তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা–ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে (খাদ্যের) লোকমা তুলে দাও, তাও।"[১৬৪]

<u>তাহক্বীক্ব ৭</u>ঃ আল্লাহর নির্দেশ পালন মাত্রই সওয়াব রয়েছে। তা আল্লাহর হক্ব বা 'ইবাদাতের ক্ষেত্রেই হোক, কিংবা বান্দার হক্ব বা দুনিয়াবী লেনদেনের ক্ষেত্রেই হোক। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাব্দিক

---

১৬৪. **সহীহ**ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুল ঈমান باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة।

অর্থে 'ইবাদাত ও 'ইতাআত পরিপূরক হলেও পারিভাষিকভাবে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং পরিভাষার আলোকে 'ইবাদাত ও 'ইতাআত শব্দগুলোর নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকা উচিৎ। 'ইবাদাত ও ইতা'আত উভয়টিই আল্লাহর হুকুম এবং অবশ্য পালনীয়।

৮. <u>মাস'উদ আহমাদঃ</u> "আল্লাহ ﷻ'র ইতা'আত (আনুগত্য) তাঁর বিধি-বিধান আমল করার মধ্যে নিহিত। এই বিধানদাতাও স্বয়ং আল্লাহ ﷻ। যেমন বর্ণিত হয়েছেঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ

"আল্লাহ ﷻ তোমাদের জন্যে দ্বীনি শরি'য়াত (বিধান) দিয়েছেন।"[১৬৫]

আইন প্রদানের ক্ষেত্রে কেউই আল্লাহ ﷻ'র শরীক নয়। এ বিধান প্রদানের বিষয়টি কেবলই খালেস (নির্ভেজাল) ভাবে আল্লাহ ﷻ'র জন্য। যেমন বর্ণিত হয়েছেঃ

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

"সাবধান! খালেস (নির্ভেজাল) দ্বীন কেবলই আল্লাহর জন্য।"[১৬৬]

সুতরাং দ্বীনের মধ্যে অন্য কারো অংশ নেই। অন্য কাউকে বিধানদাতা মানা, তার তৈরীকৃত বিধান দ্বীনের মধ্যে সংযোজন, তার ইজতিহাদ-কি্বয়াস ও ফাতাওয়াকে দ্বীনি বিষয় বিবেচনা করাটাই হল আল্লাহর সাথে শিরক করা। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছেঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

"তারা কি এমন কাউকে (আল্লাহ'র) শরীক স্থির করে, যে তাদের জন্য দ্বীনি বিধান তৈরী করে? অথচ আল্লাহ তাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন নি।"[১৬৭]

আল্লাহ ﷻ আরো বলেছেনঃ

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

"আল্লাহ ﷻ হুকুমে কাউকে শরীক করো না।"[১৬৮]

---

[১৬৫]. সূরা শূরা– ১৩ আয়াত।
[১৬৬]. সূরা যুমার– ৩ আয়াত।
[১৬৭]. সূরা শূরা– ২১ আয়াত।

আল্লাহ ﷻ কারো অংশীদারীত্ব ছাড়া স্বয়ং একাকী-ই হুকুমদাতা। তাঁর হুকুম-আহকামে কেউ-ই শরীক নেই। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

"হুকুম কেবলই আল্লাহ ﷻ'র, তিনি ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করো না।"[১৬৯]

<u>তাহক্বীক্ব ৮:</u> উম্মাতের মধ্যে উপরোক্ত আয়াতগুলো 'ইবাদাত ও মু'আমালাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু আয়াতগুলোর পূর্বাপর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, আয়াতগুলো দাবি 'ইবাদাতের ক্ষেত্রেই বেশী পরিপূরক। নিচে আমরা উপরোক্ত ক্রমানুসারেই এর বিবরণ উল্লেখ করলাম।

১. প্রথমে উল্লিখিত আয়াতটির পূর্ণ বর্ণনা হল :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনি শরি'য়াত দিয়েছেন। যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি অহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে ক্বায়েম কর এবং তাতে ইখতিলাফ (মতভেদ) করো না। **আপনি মুশরিকদের যার প্রতি আহ্বান করেছেন** তা তাদের নিকট দুর্বল মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর অভিমুখী, তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।"[১৭০]

"আপনি মুশরিকদের যার প্রতি আহবান করেছেন" –আয়াতাংশটির ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত আয়াতটিতে রয়েছে। আর তা হলো:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

---

[১৬৮]. সূরা কাহাফ– ২৬ আয়াত।

[১৬৯]. সূরা ইউসূফ– ৪০ আয়াত।

[১৭০]. সূরা শূরা– ১৩ আয়াত।

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।"[১৭১]

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, দ্বীন ক্বায়েমের দাবির মধ্যে সর্বাগ্রে যে দাবিটি প্রাধান্য পায়– তা হলো, আল্লাহর 'ইবাদাত ও তাগুতকে বর্জন করা। তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ মু'আমালাতের (রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক) ক্ষেত্রে যেসব আইন দিয়েছেন তাও দ্বীন ক্বায়েমের দাবির মধ্যে গণ্য। এ মর্মে আল্লাহ ﷻ বলেন:

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلي الدِّيْنِ كُلِّه لا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِيْنَ

"তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও দ্বীনকে হক্বসহ প্রেরণ করেছেন। যেন সব দ্বীনের উপর তা প্রভাবশালী হয়। যদিও মুশরিকদের কাছে তা অপছন্দনীয়।"[১৭২]

২. দ্বিতীয় আয়াতটির পূর্ণ বর্ণনা লক্ষ্য করুন:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

"সাবধান! খালেস (নির্ভেজাল) দ্বীন কেবলই আল্লাহ'র জন্য। যারা আল্লাহ'র পরিবর্তে অন্যকে অলীরূপে গ্রহণ করে, তারা তো বলে– আমরা তো এগুলোর 'ইবাদাত এজন্যে করি যে, এরা আমাদের আল্লাহ'র সান্নিধ্যে এনে দেবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে ইখতিলাফ (মতভেদ) করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১৭৩]

আয়াতটি যে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর হক্ব তথা 'ইবাদাতের জন্য এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে নিঃসন্দেহে আয়াতটির প্রথমাংশ "সাবধান! খালেস (নির্ভেজাল) দ্বীন কেবলই আল্লাহ'র জন্য" –এর দাবি

---

১৭১. সূরা নাহল– ৩৬ আয়াত।

১৭২. সূরা সফ ঃ ৯ আয়াত।

১৭৩. সূরা যুমার ঃ ৩ আয়াত।

'আম বা ব্যাপকার্থক। যা 'ইবাদাত ও মু'আমালাত উভয়টিকেই সম্পৃক্ত করে। কিন্তু এর মধ্যে 'ইবাদাতের দাবিই সর্বাগ্রে। কেননা ইবাদাত কেবলই আল্লাহর জন্যে হয় আর মু'আমালাতের মাঝে আল্লাহ ও বান্দা উভয়েরই হক্ব রয়েছে।

৩. তৃতীয় আয়াতটি লক্ষ্য করুন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"তারা কি এমন কাউকে (আল্লাহ'র) শরীক স্থির করে, যে তাদের জন্য দ্বীনি বিধান তৈরি করে? অথচ আল্লাহ তাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন নি। ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব।"[১৭৪]

লক্ষণীয় যে, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রেই আল্লাহ ﷻ নিজের সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰي وَالْيَتٰمٰي وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ

"আর তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।"[১৭৫]

সুস্পষ্ট হলো, 'ইবাদাত কেবলই আল্লাহর জন্য। মানুষের প্রতি সদাচরণ, লেনদেন প্রভৃতি স্বতন্ত্র বিষয়। এটাও আল্লাহর হুকুম এবং এ ক্ষেত্রে ইতা'আত ও মু'আমালাত শব্দটি প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহর অনুমতিক্রমে বান্দার ইতা'আত বৈধ। কিন্তু 'ইবাদাত সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত। আল্লাহ ﷻ কোথাও বান্দার 'ইবাদাতের অনুমতি দেন নি।

---

[১৭৪]. সূরা শূরা ঃ ২১ আয়াত।

[১৭৫]. সূরা নিসা ঃ ৩৬ আয়াত।

৪. চতুর্থ আয়াতটির সম্পূর্ণ বর্ণনা লক্ষ করুন:

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

"বলুন! তারা (আসহাবে কাহফ) কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। আসমান ও যমীনের গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে আছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন এবং শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের কোন অলী বা সাহায্যকারী নাই। তিনি কাউকে নিজের হুকুমে (কর্তৃত্বে) শরীক করেন না।"[১৭৬]

এই আয়াতটির শুরুতে আল্লাহ ﷻ'র কয়েকটি সিফাত (গুণাবলি)-এর বর্ণনা এসেছে যা আক্বীদাগত 'ইবাদাত তথা তাওহীদের সাথে জড়িত। এ সমস্ত বিষয়ে কেউই আল্লাহ ﷻ'র কর্তৃত্বে শরীক নয়– এটাই আয়াতের দাবি। তবে মু'আমালাতের ক্ষেত্রেও আল্লাহর হুকুমই প্রাধান্য প্রাপ্ত। কেননা আল্লাহ যা হালাল বা হারাম করেছেন, তাকে কেউ হারাম বা হালাল গণ্যকারী নিঃসন্দেহে কাফির ও মুশরিক। তবে আয়াতটির মূল দাবি প্রকৃতিতে আল্লাহ'র ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে প্রকাশ করা, যা তাওহীদ বা আক্বীদাগত 'ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ত।

৫. পঞ্চম আয়াতটির পূর্ণাঙ্গ অংশের দিকে লক্ষ্য করুন:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের 'ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। হুকুম চলবে কেবল আল্লাহ'র। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদাত করো না। এটাই দ্বীনুল ক্বাইয়েম। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"[১৭৭]

---

১৭৬. সূরা কাহফ ঃ ২৬ আয়াত।

১৭৭. সূরা ইউসূফ ঃ ৪০ আয়াত।

আয়াতটির পূর্বাপর দাবি থেকে সুস্পষ্ট হয়, এটাও 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কোন আমীর, এমন কি পিতা-মাতার বিরোধি হুকুমও কার্যকরী নয়। কেননা, ইবাদাত করা হয় কেবল আল্লাহর হুকুমে। পক্ষান্তরে ইতা'আতও আল্লাহর হুকুমে করা হলেও 'ইবাদাত কেবল আল্লাহরই হক্ব। অপরপক্ষে ইতা'আত আল্লাহ ও বান্দা উভয়েরই হক্ব, আল্লাহরই অনুমতিক্রমে।

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন, আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা আয়াতগুলোর মূল শিক্ষা থেকে কি আমাদের বঞ্চিত করছে না? আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

সম্মানিত লেখকের পরবর্তী দলিল-প্রমাণ ও বক্তব্যগুলো মু'আমালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইতা'আত বা আনুগত্যের সুন্দর আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৯. মাস'উদ আহমাদ: "হালাল, হারাম করার এখতিয়ার কেবলই আল্লাহ ﷻ'র। এ মর্মে আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

"তোমাদের মুখ থেকে বেফাঁসভাবে মিথ্যারোপ করে বলো না যে, এটা হালাল, এটা হারাম। এটাতো আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ।"[১৭৮]

সুতরাং 'উলামাদের ফাতাওয়াতে কোন কিছুই হালাল বা হারাম হয় না। কেননা হালাল কেবল ঐ জিনিস যা আল্লাহ ﷻ হালাল করেছেন। আর হারাম কেবল ঐ জিনিস যা আল্লাহ ﷻ হারাম করেছেন।

কাযী বা বিচারকের ফায়সালা দ্বারাও কোন কিছু হালাল বা হারাম হতে পারে না। কাযীর ফায়সালা কেবলই ফায়সালা, এটা কোন বিধান হতে পারে না। যদি তার ফায়সালা সহীহ হয় তবে তা উত্তম বিষয়, আর যদি সহীহ না হয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত। যদি ভুলক্রমে তা জারি হয়ে যায়, তাহলে সেটা সাময়িকভাবে হবে। ঐ কাযীই অনুরূপ অন্য একটি বিচারে ভিন্ন ফায়সালা দিতে পারে। কাযীর ফায়সালা চিরস্থায়ী বিধানের মর্যাদা পাবে না। চিরস্থায়ী বিধান কেবল আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধান। যে এ

---

১৭৮. সূরা নাহল ঃ ১১৬ আয়াত।

বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে সে মুসলিম, যে তার বিপরীত ফায়সালা করে সে অমুসলিম। এ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেছেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

"যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির।"[১৭৯]

<u>তাহক্বীক্ব ৯:</u> আল্লাহ ﷻ'র হালালকৃত বিষয়কে হারাম এবং হারামকৃত বিষয়টি হালাল গণ্যকারী কাফির। কেননা সে আল্লাহ'র প্রদত্ত বিধানের বিকৃতি করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ'র বিধান অনুযায়ী ফায়সালার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, অবিচার প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি জালিম ও ফাসিক্বে পরিণত হয়, তাকে কাফির বা অমুসলিম বলা যাবে না। যেমন– আল্লাহর বিধান ও রসূলের ﷺ সুন্নাত অমান্যকারী শাসকের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَكُوْنَ بَعْدِيْ اَئِمَّةٌ لَايَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالُ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ اِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذَالِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلْاَمِيْرِ وَاِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَاُخِذَمَالُكَ فَاسْمَعْ وَاطِعْ –

<u>"আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে যারা আমার হিদায়েতে হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে না এবং সুন্নাতও তারা অবলম্বন করবে না</u>। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে যাদের অন্তঃকরণ হবে মানব দেহে শয়তানের অন্তঃকরণ; রাবী বলেন, আমি বললাম: তখন আমরা কি করবো, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমরা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই? বললেন: তুমি শুনবে এবং মানবে যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয় তবুও তুমি শুনবে এবং মানবে।"[১৮০]

লক্ষণীয়, উক্ত মানবিক যুলুম ও হক্ব নষ্ট হওয়ার পরেও হিদায়াত ও সুন্নাত বিমুখ শাসকের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে

---

১৭৯. সূরা মায়িদা– ৪৪ আয়াত।

১৮০. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত– بَابُ الْاَمْرِ بِلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ وَتَحْذِيْرُ الدُّعَاةِ اِلَى الْكُفْرِ।

'ইবাদাতের ক্ষেত্রে হেরফেরকারী শাসকের আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেন:

سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ قَالَ تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ.

"অচিরেই আমার পরে এমন সব লোক তোমাদের আমীর (নেতা) হবে, যারা সুন্নাতকে মিটিয়ে দেবে এবং বিদ'আতের অনুসরণ করবে এবং সালাত নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেবে। আমি তখন বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! আমি যদি তাদের পাই, তবে কি করবো? তিনি বললেন: হে উম্মু 'আবদের পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কি করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যচারণ করে, তার আনুগত্য করবে না।"[১৮১]

অর্থাৎ 'ইবাদাত বিকৃত হলে সেক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। এ ধরনের শাসকদের ব্যাপারে নবী ﷺ-কে সাহাবীগণ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করব না? তিনি ﷺ বললেন: না, যতক্ষণ তারা সালাত পড়ে।"[১৮২] অন্য বর্ণনায় আছে, لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ "না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত ক্বায়েম রাখে।"[১৮৩] অন্য বর্ণনা আছে, اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ "যতক্ষণ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর সুস্পষ্ট দলিল থাকবে।"[১৮৪]

এ পর্যায়ে লক্ষণীয় যে, কেবল কুরআনের আয়াতের আলোকে এ ধরনের শাসককে শাব্দিকভাবে কাফির হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। পক্ষান্তরে কুরআন ও সহীহ হাদীস উভয়টির সমন্বয়ে করলে এই সিদ্ধান্তই পাওয়া

---

১৮১. **সহীহ:** ইবনে মাজাহ– কিতাবুল জিহাদ باب لا داعة فى معصية الله ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/২৮৬৫]

১৮২. **সহীহ:** মুসলিম, মিশকাত [ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, জানু–১৯৯৭] ৭ম খণ্ড হা/৩৫০২

১৮৩. ঐ, হা/৩৫০১।

১৮৪. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭ম খণ্ড হা/৩৪৯৭।

যায় যে, আল্লাহ'র তাওহীদ বা 'ইবাদাতে ক্রটিকারী শাসক কাফির হলেও, মু'আমালাতের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিষিদ্ধ বরং সব নেক কাজে তার ইতা'আত ওয়াজিব। তবে মু'আমালাতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ'র হারামকৃত জিনিসকে হালাল বা হালালকৃত জিনিসকে হারাম গণ্যকারী বা ঘোষণাকারী শাসক কাফির। কেননা হালাল ও হারামের অধিকারী কেবলই আল্লাহ। ঐ সব শাসকরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন চালাতো তবে কি নবী ﷺ তাদেরকে নিকৃষ্ট শাসক হিসাবে চিহ্নিত করতেন? কক্ষণো না। পক্ষান্তরে তাদের সালাত তরক করা কিংবা প্রকাশ্য কুফরী পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ব্যবহারের অনুমতি প্রদান থেকে সুস্পষ্ট হয়– শরি'য়াত এ পর্যায়ে আল্লাহর হক্ব ('ইবাদাত) ও বান্দার হক্বের (মু'আমালাতের) মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

১০. <u>মাস'উদ আহমাদ:</u> "কেবলমাত্র আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধান অনুসরণ করতে হবে। এটাই প্রকৃত তাওহীদ। অন্য কিছুর অনুসরণ করা হারাম। এ মর্মে আল্লাহ ﷻ বলেন:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

"ঐ বিধানের অনুসরণ কর যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, এছাড়া কোন আওলিয়াদের অনুসরণ করো না।"[১৮৫]

আল্লাহ ﷻ'র বিধান সর্বদাই চূড়ান্ত। কারো ফাতাওয়া বা রায়কে চূড়ান্ত বিধানের মর্যাদা দেয়া শিরক। আহলে কিতাবরাও (ইয়াহুদী, নাসারাও) মুসলিমদের এ আক্বীদার সাথে ঐকমত্য ছিল। এ আক্বীদা থেকে বিচ্যুতির কারণে আল্লাহ ﷻ তাদের ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"বলুন, হে আহলে কিতাব! একটি বিষয়ের দিকে আস– যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কোন শিরক করব না, এবং নিজেদের মধ্যকার একে অপরকে আল্লাহ'র পরিবর্তে রব হিসাবে গণ্য করব না।"[১৮৬]

---

[১৮৫]. সূরা আ'রাফ– ৩ আয়াত।

[১৮৬]. সূরা আল-ইমরান– ৬৪ আয়াত।

এ আক্বীদাতে একমত হওয়া সত্ত্বেও তারা আমলগত শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হলো। আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব হিসাবে না মানার আক্বীদা রাখা সত্ত্বেও, তারা নিজেদের 'উলামা ও দরবেশদের রব বানিয়ে রেখেছিল।

এ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা নিজেদের আলেম ও দরবেশদের আল্লাহকে ছেড়ে রব বানিয়ে রেখেছে এবং 'ঈসা ইবনে মারইয়ামকেও। অথচ তিনি তাদের এ হুকুম দিয়েছিলেন যে, ঐ একক সত্তার 'ইবাদাত (অর্থাৎ এক হাকিমের ইতা'আত) কর। তিনি ছাড়া আর কোন হাকিম নেই। (কিন্তু তারা এর উপর দৃঢ় থাকে নি, তারা আলেম ও দরবেশদেরকে হাকিম বানিয়ে শিরক করে।) তিনি তাদের শিরক থেকে পবিত্র।"[১৮৭]

সার-সংক্ষেপ: হাকিম কেবলই আল্লাহ ﷻ, ইতা'আত (আনুগত্য) কেবলই আল্লাহ ﷻ'র হক্ব। চূড়ান্ত বিধান কেবল আল্লাহ ﷻ'র নির্দেশাবলি। অন্যান্যদের ইতা'আতের হক্বদার মানা, তাদের রায় ও ফাতওয়াকে চূড়ান্ত বিধান গণ্য করাটাই আল্লাহ'র সাথে শিরক করা। এটাকে শিরক ফিল 'ইবাদাত ('ইবাদাতে শিরক)-ও বলা হয়। তাছাড়া শিরক ফিল হুকুম (আদেশ পালনে শিরক) এবং শিরক ফিত্‌তাশরি'য়ী (বিধি-বিধানে শিরক)-ও বলা হয়।

---

[১৮৭]. সূরা তাওবা– ৩১ আয়াত। এই আয়াতের অনুবাদে লেখক ইলাহ বা মা'বুদ এবং হাকিমকে একই অর্থে গ্রহণ করেছেন। অথচ আল্লাহ ﷻ হাকিম শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেও ইলাহ বা মা'বুদ শব্দটির সহীহ প্রয়োগ হিসাবে এককভাবে নিজেকেই সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং পারিভাষিকভাবে ইলাহ ও হাকিমের মধ্যে পার্থক্য থাকায় অনুবাদটি হবে নিম্নরূপ:

"তারা নিজেদের আলেম ও দরবেশদেরকে আল্লাহকে ছেড়ে রব বানিয়ে রেখেছে এবং 'ঈসা ইবনে মারইয়ামকেও। অথচ তিনি তাদেরকে এ নির্দেশ (امر) দিয়েছিলেন যে, ঐ একক সত্তার 'ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি তাদের শিরকে থেকে পবিত্র।"

তাহক্বীক্ব ১০: ‘ইবাদাত বা মু‘আমালাত উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ’র প্রদত্ত বিধানের মোকাবেলায় যে কোন মানবীয় বিধানকে পরিপূরক বা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়াটাও শিরক। পার্থক্য এতটুকুই যে, ‘ইবাদাত শব্দটির ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ একক দাবিদার, আর অন্য কেউ-ই। পক্ষান্তরে মু‘আমালাতের ক্ষেত্রে ইতা‘আত শব্দটির প্রয়োগে আল্লাহ ﷺ তাঁর নির্দেশের বিরোধি না হলে অন্যদের যেমন– আমির, পিতামাতা, বয়োজৈষ্ঠ, স্বামী প্রমুখের ইতা‘আত করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তেমনি হাকিম শব্দটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইতা‘আত শব্দটি প্রযোজ্য। কিন্তু ‘ইবাদাত শব্দটি শাব্দিক অর্থে একই হলেও পারিভাষিকভাবে এর দাবি কেবলই আল্লাহর। কোন আমির, পিতামাতা, বয়োজৈষ্ঠ, স্বামী কেউই এর হক্বদার নয়। যেমন নবী ﷺ বলেছেন:

لَوْ كُنْتَ آمُرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَد لَّاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“যদি আমি (আল্লাহ ছাড়া) কাউকে সাজদার করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদা করার।”[১৮৮]

এই হাদীসটিতে সাজদার ন্যায় ‘ইবাদাতের কাজটি যে স্বামীর ক্ষেত্রে হারাম তা সুস্পষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে স্বামীর ক্ষেত্রে ইতা‘আত শব্দটি খুব প্রাঞ্জলভাবেই সম্পৃক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اَلْمَرْآةُ اذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ـــ

“স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে, রমাযান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে ও স্বামীর ইতা‘আত করবে– তখন সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা চাইবে প্রবেশ করতে পারবে।”[১৮৯]

---

[১৮৮]. **সহীহঃ** তিরমিযী, মিশকাত (এমদা) ৬/৩১১৬ নং। অনেক সাক্ষ্য থাকায় আলবানী رحمه الله হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত (বৈরুত) ২/৯৭২ পৃঃ, হা/৩২৫৫]

[১৮৯]. **হাসানঃ** আবূ নু‘আইম– হিলইয়া, মিশকাত (এমদা) ৬/৩১১৫। অনেক সাক্ষ্য থাকায় আলবানী رحمه الله হাদীসটিকে হাসান বা সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত (বৈরুত) ২/৯৭২ পৃঃ, হা/৩২৫৪]

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, 'ইবাদাত ও ইতা'আত শব্দ দু'টি আভিধানিক অর্থে পরিপূরক হলেও, পারিভাষিকভাবে এদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। উভয়টির একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ। কিন্তু 'ইবাদাত কেবল তাঁরই জন্য এবং ইতা'আত তাঁর অনুমতিতে ও সীমারেখার মধ্যে মানুষেরও করা জায়েয বরং ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্যতামূলক। পরবর্তী অংশে এই কথাই উল্লেখ হয়েছে।

১১. <u>মাস'উদ আহমাদঃ</u> "আল্লাহ ﷻ'ই প্রকৃত হাকিম (হুকুমদাতা)। আল্লাহ ﷻ'র ইতা'আত (আনুগত্য) চিরন্তন ও চিরস্থায়ী, নিঃশর্ত ও সীমাহীন। আল্লাহ ﷻ'র ইতা'আত ভাষা ও স্থানের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ ﷻ'র ইতা'আতেই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা।

কেননা, আল্লাহ ﷻ'ই প্রকৃত ইতা'আতের হক্বদার। সুতরাং অন্য কারো ইতা'আত কেবল ঐসব ক্ষেত্রে অবশ্যই করতে হবে, যখন ঐ ইতা'আতের হুকুম স্বয়ং আল্লাহ ﷻ দেন। আল্লাহ ﷻ নিজের হুকুম-আহকাম যথাযথ পালনের সুবিধার্থে রসূলদের ইতা'আতও ফরয করেছেন। সুতরাং আল্লাহর হুকুমে রসূলদের ইতা'আতও ফরয।

জামা'আতুল মুসলিমনের দা'ওয়াতঃ আসুন আমরা সবাই মিলে আল্লাহকে হাকিম মেনে নিই। হাকিমিয়্যাত (সার্বভৌমত্ব) কেবল আল্লাহ ﷻ'র জন্যেই নির্ধারিত। কেবলমাত্র আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধান মেনে চলি। আল্লাহ ﷻ'র বিধান হিসাবে কেবল কুরআন ও হাদীসই সুরক্ষিত। কুরআন ও হাদীস আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এ দু'টি জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। এই দু'টি জিনিসকেই আমরা অবশ্যপালনীয় মনে করি। দল বা ফিরক্বা ভিত্তিক মাযহাবকে ত্যাগ করি, ফিরক্বাবন্দীর অবসান করি। আল্লাহ ﷻ এক। তাঁকে একমাত্র হাকিম বা হুকুমদাতা মেনে নিয়ে এক হয়ে যাই।

জামা'আতুল মুসলিমীনের দা'ওয়াত ক্ববুল করুন এবং এর সহযোগী/সহযোদ্ধা হোন

<u>**অবলোকন ১১:**</u> উক্ত বক্তব্যের প্রয়োজনীয় সংস্কার আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শেষাবধি আবারও লক্ষ্য করুন, এখানে রসূলের ইতা'আতকে ফরয করা হয়েছে– আর নিঃসন্দেহে তা ফরয। কিন্তু কোনক্রমেই এটা কি

বলা যাবে যে, রসূলের 'ইবাদাত করাও ফরয– কখনো না। অর্থাৎ 'ইবাদাত কেবল আল্লাহ'রই হক্ব এবং এর মধ্যে আর কেউ-ই শরীক নয়। কিন্তু ইতা'আত আল্লাহ'র হুকুমে বা অনুমতিতে অন্যদেরও হক্ব। সুতরাং পারিভাষিকভাবে 'ইবাদাত ও ইতা'আতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই পৃথকীকরণের অস্পষ্টতার কারণে অধিকাংশ মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ও দল ভেদে রূঢ় বা বিদ্রোহী আচরণের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কেবল শাব্দিকভাবে কুরআনকে প্রাধান্য দান ও হাদীসের দাবিকে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে সমন্বয় করার মাধ্যমে উক্ত ভারসাম্যহীন আচরণ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। অন্যথায় কেবল শাব্দিকভাবে কুরআন পাঠ ও এর সাধারণ বুঝ কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে যেভাবে বিভিন্ন দল, উপদল বা ফিরক্বার জন্ম নিচ্ছে, তেমনি সাধারণ জনগণ হচ্ছে বিভ্রান্ত। ইতোপূর্বে মুসলিমদের থেকে যেসব ফিরক্বার জন্ম হয়েছে তাদের প্রত্যেকের পৃথকীকরণের মূলেও ছিল এই একই কারণ। যার উদাহরণ আমাদের এই পুস্তিকার ভূমিকাতে উল্লেখ করেছি।

সুতরাং হক্বের দা'ওয়াতের পূর্বে নিজেদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন ফিরক্বার উৎস, তাদের ব্যাপারে সাহাবী ﷺ, মুহাদ্দিস তথা সালাফে-সালেহীনদের ভূমিকাকেও অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের আলোচ্য পুস্তিকাটিতে যদি তাঁদের অবদানগুলোকে সামনে রেখে লেখা হত সেক্ষেত্রে এই শাব্দিক ভুল হবার সম্ভাবনা থাকতো না। নিঃসন্দেহে কুরআন হাদীসই তো মূল। কিন্তু এর প্রকৃত ব্যবহার মুহাদ্দিস ও সালাফে সালেহীনদের প্রদর্শিত পথেই হতে হবে।[১৯০] যেমন উসূলে হাদীস ছাড়া হাদীস মূল্যায়ন

---

[১৯০]. আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّه مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ـ

"আর যে ব্যক্তি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁর নিকট হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে সে যেদিকে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা কত মন্দ আবাস।" [সূরা নিসা– ১১৫ আয়াত]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

সম্ভব নয়– আর নিঃসন্দেহে তা মুহাদ্দিসদের প্রদর্শিত পথ। অনুরূপ উসূলে ফিক্বাহ'র বিষয়টিও। পূর্বোক্ত আলোচনায় সালফে সালেহীন প্রদর্শিত উসূলে ফিক্বাহ'র পরিভাষা ও প্রয়োগ থেকে দূরে থাকার কারণেই উক্ত বিচ্যুতি ঘটেছে। তবে নিঃসন্দেহে অনেক মাযহাবভিত্তিক উসূলে ফিক্বাহ সরাসরি কুরআন ও হাদীস বিরোধি। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ বিবেক বিরোধিও বটে। নিঃসন্দেহে এমন উসূলে ফিক্বাহ পরিত্যাজ্য।

সর্বোপরি এটাই উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, সাহাবী ﷺ, তাবেয়ী, তাবে–তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসদের দেখানো পথেই আমাদের কুরআন ও হাদীসকে বুঝতে হবে। হঠাৎ করে কেবল কুরআনের শাব্দিক অনুবাদ বা হাদীসকে উহ্য রেখে কোন নতুন আভিভূত ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই পথের অনুসরণ জরুরী। এর আলোকেই মুসলিমদের জন্য পূর্ণ কুরআন ও সহীহ হাদীসের সংকলন ও বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্য রচিত হতে হবে এবং সেগুলোই গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় সালাফে সালেহীনের নির্দেশনাহীন নতুন কোন সাহিত্য বাতিল ফিরক্বার সৃষ্টি বলেই গণ্য হবে। এমনটি হলে সেগুলো থেকে দূরে থাকা জরুরী। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

خَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ انَّ بَعْدَهُمْ قَوْمًا يَّشْهَدُوْنَ وَلَايُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَايُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ وفى رواية وَيَحْلِفُوْنَ وَلَا يُسْتَحْلَفُوْنَ —

"আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হল আমার যুগের লোক। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক। তাঁদের পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাদের থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানত করবে, তাদের আমানতদারীর উপর বিশ্বাস করা যাবে না। তারা মান্নত করবে, কিন্তু তা পূরণ করবে না। (ভোগ-বিলাসের কারণে) তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে।" অপর বর্ণনায় আছে– "তারা (অযথা) কসম খাবে, অথচ তাদের থেকে কসম চাওয়া হবে না।"[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১১/৫৭৫৭ নং। হাফিয ইবনে হাজার رحمه الله 'আল-ইসাবা'তে (১/১২) এবং সুয়ূতী رحمه الله 'আল-মানায়ী'তে হাদীসটিকে মুতওয়াতির বলেছেন। আল-কিনানী رحمه الله এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন।]

“আর যারা (মু'মিনরা) দুআতে বলে যে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা আমাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী হয় এবং আমাদের মুত্তাক্বীদের জন্য ইমাম বা আদর্শ কর।”[১৯১]

ইমাম বুখারী رحمه الله আয়াতটির শেষাংশ– “আমাদের মুত্তাক্বীদের জন্য ইমাম বা আদর্শ কর”-এর ব্যাখ্যায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

قَالَ اَيِمَّةً نَقْتَدِىْ بِمَنْ قَبْلَنَا ، وَيَقْتَدِىْ بِنَا مِنْ بَعْدِنَا

“কেউ বলেছেন : এরূপ ইমাম যে আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের (হক্বের ব্যাপারে) অনুসরণ করব, আর আমরাদের পরবর্তীরা আমাদের (হক্বের ব্যাপারে) অনুসরণ করবে।”[১৯২]

যারা হাদীসের যাচায়-বাছাই পদ্ধতি বা উসূলে হাদীস মানেন তাদেরকে অবশ্যই উক্ত আয়াত ও তার দাবিকে মেনেই চলতে হয়।[১৯৩] সুতরাং আসুন আমরা আল্লাহ ﷻ'র কাছে প্রার্থনা করি:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ـــ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـــ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

“(হে আল্লাহ!) আপনি আমাদের সিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদের আপনি নি'য়ামত দিয়েছেন। তাদের পথে নয়, যারা আপনার গযবপ্রাপ্ত হয়েছে ও পথভ্রষ্ট হয়েছে।”[১৯৪]

---

১৯১. সূরা ফুরক্বান– ৭৪ আয়াত।

১৯২. সহীহ বুখারী– কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়া সুন্নাহ باب الاقتداء بسنن رسول الله ... ।

১৯৩. কেননা এটাই মু'মিনদের পথ (সূরা নিসা– ১১৫ আয়াত)

১৯৪. সূরা ফাতিহা– ৫-৭ আয়াত।

Contents

তাফসীর

হুকুম বি-গয়রি মা- আন্‌ঝালাল্লাহ

[ইসলাম বিরোধী আইনজারির বিধান]

ও

ফিত্‌নাতুত তাকফীর

সৃজনী পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার ▪ ঢাকা